পুড়িয়া বা নৌকা ডুবিয়া তাহার সমস্ত মাল নষ্ট হইয়া গেল, এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার যাকাত দিতে হইবে না। কিন্তু যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া মাল নষ্ট করিয়া ফেলে বা কাহাকেও দিয়া ফেলে, তবে যাকাত মা'ফ হইবে না।

২৬। মাসআলা ঃ বৎসর পুরা হইবার পর অর্থাৎ, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি কেহ নিজের সমস্ত মাল খয়রাত করিয়া দেয়, তবে যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে।

২৭। মাসআলা ঃ কাহারও নিকট ২০০ টাকা ছিল, এক বৎসর পর তাহা হইতে ১০০ চুরি হইয়া গেল বা খয়রাত করিয়া দিল, এইরূপ অবস্থা হইলে তাহার মাত্র ১০০ টাকার যাকাত দিতে হইবে, বাকী ১০০ টাকার যাকাত মা'ফ হইয়া যাইবে। যদি হিসাব করিয়া যাকতের টাকা গরীবের হাতে না দিয়া পৃথক করিয়া নিজের কাছে রাখে এবং সেই টাকা নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহাতে যাকাত আদায় হইবে না, যাকাতের টাকা পুনরায় বাহির করিয়া গরীবকে দিতে হইবে।

যাকাত আদায় করিবার নিয়ম

১। মাসআলা ঃ আল্লাহ্ পাক যে দিন তোমাকে মালেকে নেছাব করিলেন, সেই দিন আল্লাহ্ পাকের শোক্‌র করিবে এবং সেই তারিখটি (চাঁদের হিসাবে) লিখিয়া রাখিবে। তারপর যখন বৎসর শেষ হইয়া যাইবে, তখন কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া হিসাব করিয়া যাকাত বাহির করিয়া দিবে। নেক কাজে দেরী করা উচিত নয়। কারণ, কি জানি, হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নেক কাজ করার সুযোগ হারাইয়া ফেলে এবং গোনাহ্‌র বোঝা কাঁধে থাকিয়া যায়। যদি এক বৎসর অতীত হওয়ার পর যাকাত না দেওয়া অবস্থায় দ্বিতীয় বৎসরও অতীত হইয়া যায়, তবে ভারি গোনাহ্‌গার হইবে। তখন তওবা করিয়া খোদার কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া মাফ চাহিয়া উভয় বৎসরের যাকাত হিসাব করিয়া দিয়া দিবে। মোটকথা, জীবনের যে কোন সময় দিয়া দিবে; বাকী রাখিবে না।

২। মাসআলা ঃ মালের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হইবে। একশত টাকায় ২।।০ টাকা, ৪০ টাকায় এক টাকা দিতে হইবে।

৩। মাসআলা ঃ যে সময় যাকাতের মাল কোন গরীব মিস্‌কীনের হাতে দিবে, তখন মনে মনে এই খেয়াল (নিয়্যত) করিবে যে, এই মাল আমি যাকাত বাবৎ দিতেছি। যদি দিবার সময় এইরূপ নিয়্যত মনে উপস্থিত না থাকে তবে যাকাত আদায় হইবে না, যাকাত পুনরায় দিতে হইবে। নিয়্যত ছাড়া যাহা দিয়াছে তাহা নফল ছদ্‌কা হইয়া যাইবে এবং তাহার সওয়াব পৃথকভাবে পাইবে।

৪। মাসআলা ঃকেহ যাকাতের মাল যখন গরীবের হাতে দিয়াছে, তখন যাকাতের কথা মনে করে নাই, এইরূপ অবস্থায় ঐ মাল গরীবের হাতে থাকিতে থাকিতে যদি যাকাতের নিয়্যত করে, তবুও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু খরচ করিয়া ফেলার পর যদি নিয়্যত করে, তবে যাকাত আদায় হইবে না; পুনরায় যাকাত দিতে হইবে।

৫। মাসআলা ঃ কেহ যদি দুই টাকা পৃথক যাকাতের নিয়্যতে এক জায়গায় রাখিয়া দেয় যে, যখন কোন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইবে, তখন তাহাকে দেওয়া হইবে, তারপর যখন উপযুক্ত পাত্র পাইয়া তাহাকে দিয়াছে, তখন যাকাতের নিয়্যতের কথা তাহার মনে আসে নাই। এইরূপ অবস্থা হইলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। যদি পৃথক করিয়া না রাখিত, তবে যাকাত আদায় হইত না।

৬। **মাসআলাঃ** কেহ হিসাব করিয়া যাকাতের টাকা বাহির করিল। এখন তাহার ইচ্ছা, একজনকেই দিয়া দেউক বা অল্প অল্প করিয়া কয়েক জনকে দেউক। যদি অল্প অল্প করিয়া কয়েক দিন পর্যন্ত দেয়, তবে তাহাও জায়েয আছে। আর যদি তখন দিয়া ফেলে, তাহাও দুরুস্ত আছে।

৭। **মাসআলাঃ** যাকাত যাহাকে দিবে অন্ততঃ এত পরিমাণ দিবে যেন, ঐ দিনের খরচের জন্য সে আর অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়। (কম পক্ষে এত পরিমাণ দেওয়া মুস্তাহাব। ইহা অপেক্ষা কম দিলেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।)

৮। **মাসআলাঃ** যত মাল থাকিলে যাকাত ওয়াজিব হয় তত যাকাত এক জনকে দেওয়া মকরূহ্। তাহা সত্ত্বেও দিলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। তদপেক্ষা কম দেওয়া জায়েয আছে; মকরূহও নহে।

৯। **মাসআলাঃ**কোন একজন গরীব লোক আমীনের নিকট টাকা হাওলাত চাহিল; আমীন জানে সে এমন অভাবগ্রস্ত যে, টাকা দিলে আর দিতে পারিবে না বা দিবেও না; এই কারণে আমীন হাওলাত বলিয়াই তাহাকে যাকাতের টাকা দিল, কিন্তু আমীনের মনে নিয়্যত রহিল যে, সে যাকাত দিতেছে, এমতাবস্থায় যদিও সে হাওলাত মনে করে, তবুও আমীনের যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (কিন্তু সে যদি কোনদিন হাওলাত শোধ করিতে আসে, তবে আমীন লইবে না, তাহাকেই আবার দিয়া দিবে।)

১০। **মাসআলাঃ** যদি কোন গরীবকে পুরস্কার বা বখ্‌শিশ্ বলিয়া যাকাতের মাল দেওয়া হয়, কিন্তু মনে যাকাতের নিয়্যত থাকে,, তবে তাহাতেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (সম্মানী অভাবগ্রস্ত লোককে যাকাতের কথা বলিয়া দিলে হয়ত তাহারা মনে কষ্ট পাইতে পারে, এই জন্য তাহাদিগকে এই ভাবেই দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু যদি সাইয়্যেদ বংশ বা মালদারের না-বালেগ সন্তান হয়, তবে তাহাদিগকে যাকাতের মাল হইতে দিবে না, লিল্লাহ্‌র মাল হইতে দিবে।)

১১। **মাসআলাঃ** কোন গরীবের নিকট ১০ টাকা পাওনা ছিল এবং নিজের মালের যাকাতও হিসাবে ১০ টাকা বা তদূর্ধ্ব হইয়াছে। ইহাতে যদি যাকাতের নিয়্যতে সেই পাওনা মা'ফ করিয়া দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না। অবশ্য তাহাকে যাকাতের নিয়্যতে ১০ টাকা দিলে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। এখন এই টাকা তাহার নিকট হইতে করয-শোধ বাবদ লওয়া দুরুস্ত আছে।

১২। **মাসআলাঃ** কাহারো নিকট যে পরিমাণ জেওর আছে হিসাব করিয়া তাহার যাকাত ৩ তোলা রূপা হইল, বাজারে ৩ তোলা রূপার দাম ২ টাকা। এখন যদি সে ৩ তোলা রূপা না দিয়া গরীবকে (রূপার) ২টি টাকা দিয়া দেয়, তবে যাকাত আদায় হইবে না। কেননা, ২টি টাকার ওজন ৩ তোলা নহে; অথচ শরীঅতের কানুন ও হুকুম এই যে, রূপার যাকাত যখন রূপার দ্বারা আদায় করিবে, তখন তাহার মূল্যের হিসাব ধরা যাইবে না, ওজনের হিসাব ধরিতে হইবে। অবশ্য ৩ তোলা রূপার মূল্য যে ২ টাকা হয় সেই দুই টাকার সোনা বা তামার পয়সা বা (ধান, চাউল বা কাপড় দিলে যাকাত আদায় হইবে, রূপা পুরা ৩ তোলার কম দিলে যাকাত আদায় হইবে না।)

১৩। **মাসআলাঃ** যাকাতের টাকা গরীবদিগকে নিজের হাতে না দিয়া যদি অন্য কাহাকেও উকিল বানাইয়া তাহার দ্বারা দেয় তাহাও দুরুস্ত আছে। মুয়াক্কেলের যাকাতের নিয়্যত থাকিলে উকিলের নিয়্যত যদি না-ও থাকে তাহাতেও কোন ক্ষতি হইবে না, যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

১৪। **মাসআলাঃ** আপনি গরীবদিগকে যাকাত দেওয়ার জন্য কাহাকেও উকিল নিযুক্ত করিয়া তাহার হাতে যাকাতের ২ টাকা দিলেন। সে অবিকল ঐ টাকা গরীবকে না দিয়া নিজের টাকা

হইতে ২ টাকা গরীবকে আপনার যাকাতের নিয়্যতে দিয়া দিল, মনে মনে ভাবিল যে, গরীবকে আমি আমার টাকা হইতে দিয়া দেই, পরে ঐ টাকা আমি নিয়া নিব। এইরূপ করিলে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, ঐ ২টাকা যেন তাহার কাছে মওজুদ থাকে, এইরূপ হইলে আপনার যাকাত তাহার নিজের টাকা হইতে দিয়া আপনার দেওয়া টাকা সে নিতে পারিবে এবং আপনার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সে ২ টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়া থাকে (বা নিজের টাকার সহিত মিলাইয়া ফেলিয়া থাকে) এবং নিজের টাকা হইতে আপনার যাকাত দেয়, তবে আপনার যাকাত আদায় হইবে না। এইরূপে যদি নিজের টাকা হইতে দেওয়ার সময় নিয়্যত না করিয়া থাকে, তবুও আপনার যাকাত আদায় হইবে না। এখন ঐ দুই টাকা পুনরায় যাকাত বাবদ দিতে হইবে।

১৫। মাসআলাঃ যদি আপনি টাকা না দিয়া কাহাকেও আপনার যাকাত দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করেন এবং বলিয়া দেন যে, আমার তরফ হইতে আপনার নিজ তহবিল হইতে যাকাত দিয়া দিন, পরে আমি আপনাকে দিয়া দিব, এরূপ দুরুস্ত আছে। এইরূপে যাকাতের নিয়্যতে দিলে আপনার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে এবং যত টাকা সে দিয়াছে তত টাকা পরে আপনার নিকট হইতে সে নিয়া নিবে।

১৬। মাসআলাঃ আপনার বলা ব্যতিরেকে যদি কেহ আপনার পক্ষ হইতে যাকাত দিয়া দেয়, তবে তাহাতে আপনার যাকাত আদায় হইবে না, এখন যদি আপনি মঞ্জুরও করেন, তবুও দুরুস্ত হইবে না এবং যে পরিমাণ টাকা আপনার পক্ষ হইতে দিয়াছে তাহা সে আপনার নিকট হইতে উসূল করিতে পারিবে না।

১৭। মাসআলাঃ যদি আপনি কাহাকেও আপনার যাকাতের টাকা হইতে ২ টাকা দিয়া বলেন যে, আপনি এই টাকা গরীবদিগকে দিয়া দিবেন । এখন আপনি নিজেও দিতে পারেন বা নিজে না দিয়া যদি অন্য কোন বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা দিয়া দেন তাহাও দুরুস্ত আছে। নাম বলার প্রয়োজন নাই যে, অমুকের পক্ষ হইতে যাকাত দিতেছি। এইরূপে তিনি যদি নিজের মা, বাপ বা নিজের অন্য কোন গরীব আত্মীয়কে দেন, তাহাও দুরুস্ত আছে; কিন্তু যদি তিনি নিজে গরীব হন এবং উহা গ্রহণ করেন, তবে তাহা দুরুস্ত নহে। অবশ্য আপনি যদি তাহাকে টাকা দিবার সময় এইরূপ বলিয়া দিয়া থাকেন যে, যাকাতের টাকা দিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তবে তিনি নিজে গরীব হইলে (সাইয়্যেদ না হইলে) নিজেও নিতে পারিবেন।

[যাকাত দেওয়ার সময় এইরূপ দো'আ করিবেঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○
অর্থ—হে আল্লাহ্! দয়া করিয়া আমার এই যাকাত কবূল করিয়া লও, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।]

জমিনে উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত

১। মাসআলাঃ কোন শহর কাফেরদের অধীনে ছিল। তাহারাই সেখানে বাস করিত। মুসলমান বাদশাহ স্বীয় প্রতিনিধি পাঠাইয়া অমুসলমানগণকে মিথ্যা ধর্ম ও দোযখের পথ পরিত্যাগ

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য</u>

এতীমের মালের যাকাত দিতে হইবে কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাহেব বলেন, এতীমের মালের যাকাত ওয়াজিব হয় না, ইমাম শাফেয়ী ছাহেব বলেন, এতীমের মালেরও যাকাত দিতে হইবে।

করিয়া সত্য ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দুরাচার কাফেররা সে আহ্বানে সাড়া দিল না। তারপর তাহাদিগকে বলা হইল যে, তাহা হইলে তোমরা আমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া খাজনা আদায় কর এবং আমাদের প্রজা হইয়া আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে সুখ শান্তিতে বাস করিতে থাক। কাফেররা এই আহ্বানেও সাড়া দিল না। তারপর মুসলমান বাদশাহ্ খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। খোদা তা'আলা মুসলমানগণকে জয়ী এবং কাফেরগণকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। মুসলমান বাদশাহ্ ঐ শহর বা দেশকে যাঁহারা ঐ জেহাদের গাযী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। এইরূপে যে সমস্ত দেশ মুসলমানগণের অধীন হইয়াছে, অথবা যে দেশের অধিবাসী মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়া আপন ইচ্ছায়ই মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং মুসলমান বাদশাহ্ও তাহাদিগকেই তাহাদের জমিনের স্বত্বাধিকারীরূপে বহাল করিয়াছেন, এই দুই প্রকার জমিনকে ওশ্‌রী জমিন বলে। সমগ্র আরব দেশের জমিন ওশরী। (এতদ্ব্যতীত মুসলমান বাদশাহ্ কর্তৃক যে সমস্ত জমিনের স্বত্বাধিকারী কাফেররা সাব্যস্ত হইয়াছে এবং তাহাদের উপর খেরাজ ধার্য করা হইয়াছে সেই সমস্ত জমিন খেরাজী জমিন।)

[খেরাজী জমিনের খেরাজ দিতে হয় ওশ্‌র দিতে হয় না, আর ওশ্‌রী জমিনের ওশ্‌র দিতে হয়।]

২। **মাসআলা ঃ** কাহারও পূর্বপুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে যদি ওশ্‌রী জমিন চলিয়া আসিয়া থাকে, অথবা কোন মুলমানের নিকট হইতে ওশ্‌রী জমিন খরিদ করিয়া থাকে, তবে সেই জমিনের যাকাত দিতে হইবে। (জমিনের যাকাতকে ওশ্‌র বলে।) ওশ্‌র দেওয়ার নিয়ম এই—যে সমস্ত জমিনে পরিশ্রম করিয়া পানি দিতে হয় না; বরং স্বাভাবিক বৃষ্টির পানিতে বা বর্ষার স্রোতের পানিতে ফসল জন্মে সে সব জমিতে যাহাকিছু ফসল হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, দশ মণ হইলে এক মণ, দশ সের হইলে এক সের। আর যে সমস্ত জমিতে পরিশ্রম করিয়া পানি দিয়া ফসল জন্মাইতে হয়, সে সব জমির ফসলের ২০ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করিতে হইবে। অর্থাৎ, ২০মণ হইলে এক মণ; ২০ সের হইলে এক সের। বাগ বাগিচারও এই হুকুম। (আমাদের ইমাম আ'যম ছাহেব বলেন,) জমিনের ফসলের কোন নেছাব নির্ধারিত নাই, কম হউক বা বেশী হউক যাহা হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে।

৩। **মাসআলা ঃ** ধান, পাট, গম, যব, সরিষা, কলাই, বুট, কাওন, ফল, তরকারী, শাক-সব্জি, সুপারী, নারিকেল, আখ, বেরণ, খেজুর গাছ, কলা গাছ ইত্যাদি ক্ষেতে যাহাকিছু জন্মিবে, তাহার ওশর দিতে হইবে, ইহাই জমিনের যাকাত।

৪। **মাসআলা ঃ** ওশ্‌রী জমিন হইতে, অথবা বে-আবাদ বন বা পাহাড় হইতে যদি মধু সংগ্রহ করে তাহারও ওশ্‌র দিতে হইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** চাষের জমিনে বা বাগিচায় না হইয়া বাড়ীতে যদি কোন ফল বা তরকারী হয়, তবে তাহাতে ওশ্‌র ওয়াজিব হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** ওশ্‌রী জমিন যদি কোন কাফের ক্রয় করিয়া নেয়, তবে সেই জমিন ওশ্‌রী থাকিবে না। পুনরায় সেই কাফেরের নিকট হইতে যদি কোন মুসলমান খরিদ করিয়া লয় বা অন্য কোন প্রকারে পায়, তবুও ওশ্‌রী হইবে না।

৭। **মাসআলা ঃ** দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক ভাগ জমিনের মালিকের উপর, না ফসলের মালিকের উপর, ইহাতে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুবিধার জন্য আমরা বলিয়া থাকি যে, ফসলের মালিকের উপর। অতএব, জমিন যদি নগদ টাকায় পত্তন (ইজারা) দেওয়া হয়, তবে ফসল যে পাইবে, ওশ্‌র তাহারই দিতে হইবে ; আর যদি বর্গা দেওয়া হয়, তবে ফসল যে যেই পরিমাণ পাইবে তাহার সেই পরিমাণের ওশ্‌র দিতে হইবে।

যাকাতের মাছরাফ

[অর্থাৎ যাকাত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি]

১। **মাসআলা ঃ** মালদার লোকের জন্য যাকাত খাওয়া বা তাহাকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। [সে মালদার পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, বালেগ হউক বা না-বালেগ হউক।] মালদার দুই প্রকার ঃ এক প্রকার মালদার যাহার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় ; যেমন, যাহার নিকট ৫২।।০ তোলা রূপা বা ৭।।০ তোলা সোনা আছে বা ঐ মূল্যের দোকানদারীর মাল-আসবাব আছে, তাহার উপর যাকাত, ফেৎরা ও কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। সে যাকাত খাইতে পারিবে না, তাহাকে দিলে যাকাত আদায় হইবে না। দ্বিতীয় প্রকার মালদার ঃ যাহার উপর যাকাত ওয়াজিব নহে ; যেমন যাহার নিকট উপরোক্ত তিন প্রকার মাল নাই বটে, কিন্তু হাজাতে আছলিয়া অর্থাৎ, দৈনন্দিন জীবন যাপনোপযোগী আবশ্যকীয় মাল-আসবাব বাড়ীঘর ব্যতিরেকে উপরোক্ত মূল্যের অতিরিক্ত অন্য কোন মাল আছে, তাহার উপর যাকাত ওয়াজিব নহে ; (কিন্তু ফেৎরা ও কোরবানী ওয়াজিব। তাহার জন্য যাকাত ফেৎরা, মান্নতের মাল, কাফ্‌ফারার মাল, জিযিয়া, কোরবানীর চামড়ার পয়সা ইত্যাদি ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার মাল খাওয়া জায়েয নহে।)

২। **মাসআলা ঃ** যাহার নিকট নেছাব পরিমাণ মাল নাই বরং অল্প কিছু মাল আছে কিংবা কিছুই নাই, এমনকি একদিনের খোরাকীও নাই এমন লোককে গরীব বলে। ইহাদিগকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত আছে, ইহাদের যাকাত লওয়াও দুরুস্ত আছে। অর্থাৎ গরীব উহাকে বলে, যাহার নিকট কিছু মাল সম্পত্তি আছে, কিন্তু নেছাব পর্যন্ত পৌঁছে নাই (যাকাতের নেছাবও নহে, ফেৎরা, কোরবানীর নেছাবও নহে)। কিংবা যাহার নিকট কিছুই নাই, এমন কি এক দিনের খোরাকও নাই, ইহাদিগকে যাকাত দেওয়াও দুরস্ত আছে এবং তাহাদের যাকাত লওয়াও দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** বড় বড় ডেগ, বড় বড় বিছানাপত্র বা বড় বড় শামিয়ানা, যাহা দৈনন্দিন কাজে লাগে না, বৎসরে দুই বৎসরে শাদী বিবাহের সময় কখনও কাজে লাগে ; এইসব জিনিসকে হাজাতে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয় না।

৪। **মাসআলা ঃ** বসতঘর বা দালান, পরিধানের কাপড়, কামকাজ করার জন্য নওকর চাকর, বড় গৃহস্থের আসবাবপত্র, আলেম ও তালেবে-ইল্‌মের কিতাব, এই সবকে হাজাতে আছলিয়ার মধ্যে গণ্য করা হয়।

৫। **মাসআলা ঃ** যাহার নিকট দশ পাঁচটি বাড়ী আছে, যাহার কেরায়া দ্বারা সে জীবিকা নির্বাহ করে, অথবা এক আধ খানা গ্রাম আছে, কিন্তু পরিবারবর্গের খরচ এত বেশী যে, তাহার আয়ের দ্বারা ব্যয় নির্বাহ হয় না ঃ বরং অনেক কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয় এবং তাহার নিকট অন্য কোন জিনিসও যাকাত বা ফেৎরা ওয়াজিব হওয়ার উপযুক্ত নাই, এমন লোককে যাকাতের পয়সা দেওয়া জায়েয আছে।

৬। **মাসআলা ঃ** মনে করুন, কাহারও নিকট হাজার টাকা আছে, কিন্তু আবার হাজার টাকা বা তাহা অপেক্ষা বেশী দেনাও আছে, এরূপ লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। আর যদি যত টাকা জমা আছে, দেনা তাহার চেয়ে কম হয় এবং দেনা আদায় করিয়া দিলে মালেকে নেছাব না থাকে, তবে তাহাকেও যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। যদি দেনা আদায় করিবার পর মালেকে নেছাব থাকে, তবে তাহাকে যাকাত দেওয়া বা তাহার জন্য যাকাত খাওয়া জায়েয নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** কেহ হয়ত বাড়ীতে খুব ধনী, কিন্তু বিদেশে এমন মুছিবতে পড়িয়াছে যে, বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিবার বা তথা হইতে টাকা আনাইয়া খরচ চালাইবার কোনই উপায় নাই, এইরূপ লোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। এইরূপে কোন লোক হজ্জ করিতে গিয়া পথিমধ্যে যদি অভাবে পড়ে, তাহাকেও যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। (এইরূপে ধনী হওয়া সত্বেও যে ব্যক্তি অভাবে পড়ে তাহাকে "ইবনোস্‌সবীল" বলে। ইবনোস্‌সবীলকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।)

৮। **মাসআলা ঃ** যাকাত অমুসলমানকে দেওয়া জায়েয নাই। যাকাত, ওশ্‌র, ফেৎরা, মান্নত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার মাল মুসলমানকেই দিতে হইবে। ছদ্‌কায়ে নাফেলা অমুসলমানকেও দেওয়া জায়েয।

৯। **মাসআলা ঃ** (যাকাত ইত্যাদি সর্বপ্রকার ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবার হুকুম এই যে, কোন গরীবকে মালেক বানাইয়া দিতে হইবে।) কোন গরীবকে মালেক না বানাইয়া যদি কেহ যাকাতের পয়সা দ্বারা মসজিদ বা মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ করে বা উহার বিছানা খরিদ করে বা কোন মৃত ব্যক্তির কাফনে খরচ করে বা তাহার দেনা পরিশোধ করে, তবে যাকাত আদায় হইবে না।

১০। **মাসআলা ঃ** নিজের যাকাত (সর্বপ্রকার ছদ্‌কায়ে ওয়াজিবা) নিজের মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী, পরদাদা ইত্যাদি অর্থাৎ, যাহাদের দ্বারা তাহার জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে দেওয়া জায়েয নহে। এইরূপ ছেলে, মেয়ে, পোতা, পুতী, নাতি, নাত্‌নী এবং উহাদের বংশধরগণ যাহারা তাহার ঔরসে জন্মিয়াছে তাহাদিগকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। স্বামী নিজের স্ত্রীকে বা স্ত্রী নিজে স্বামীকেও যাকাত দিতে পারিবে না।

১১। **মাসআলা ঃ** এতদ্ব্যতীত চাচা, মামু, খালা, ভাই, ভগ্নী, ফুফু, ভাগিনেয়, ভাতিজা, সতাল মা, শাশুড়ী ইত্যাদি রেশ্‌তাদারগণকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

১২। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ সন্তানের বাপ যদি মালদার হয়, তবে ঐ না-বালেগ সন্তানকে যাকাত দেওয়া জায়েয নহে। বালেগ সন্তান যদি নিজে মালদার না হয়, তবে শুধু তাহার বাপ মালদার হওয়ায় তাহাকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত হইবে।

১৩। **মাসআলা ঃ** না-বালেগ সন্তানের বাপ মালদার নহে; কিন্তু মা মালদার, তবে তাহাদের ঐ না-বালেগ সন্তানকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত হইবে।

১৪। **মাসআলা ঃ** সাইয়্যেদকে (মা ফাতেমার বংশধরকে), হযরত আলীর বংশধরকে, এরূপে যাহারা হযরত আব্বাছ, হযরত জাফর (রাঃ), হযরত আক্বীল, হযরত হারেস ইব্‌নে আবদুল মোত্তালেব প্রমুখদের বংশধর তাহাদিগকে যাকাত দেওয়া দরুস্ত নাই এবং ওয়াজিব ছদ্‌কাও দেওয়া জায়েয নাই। যেমন, মান্নত, কাফ্‌ফারা, ছদ্‌কায়ে ফেৎর। এবদ্ব্যতীত অন্যান্য ছদ্‌কা খয়রাত দান করা দুরুস্ত আছে।

১৫। মাসআলা ঃ বাড়ীর চাকর বা চাকরানীকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত আছে, কিন্তু বেতনের মধ্যে গণ্য করিয়া দিলে যাকাত আদায় হইবে না। অবশ্য ধার্য বেতন দেওয়ার পর বখশিশ স্বরূপ যদি দেয় এবং মনে যাকাতের নিয়ত রাখে, তবে যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

১৬। মাসআলা ঃ দুধ-মাকে বা দুধ-ছেলেকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

১৭। মাসআলা কোন মেয়েলোকের এক হাজার টাকা মহর আছে, কিন্তু তাহার স্বামী গরীব, মহ্‌রের টাকা দিবার মত শক্তি তাহার নাই, অথবা শক্তি আছে কিন্তু তলব করা সত্ত্বেও দেয় না, অথবা মেয়েলোকটি তাহার মহ্‌রের টাকা সম্পূর্ণ মা'ফ করিয়া দিয়াছে, (এতদ্ব্যতীত জেওরপাতি বা অন্য কোন দিক দিয়াও সে মালদার নহে) এরূপ মেয়েলোককে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। অবশ্য যদি স্বামী ধনী হয় এবং মহ্‌রের টাকা তলব করিলে দেয়, তবে ঐ মেয়েলোককে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত নহে।

১৮। মাসআলা ঃ যাকাতের মুস্তাহেক (লওয়ার যোগ্য) মনে করিয়া যদি কোন এক অপরিচিত লোককে যাকাত দেওয়ার পর জানা যায় যে, সে যাকাতের মুস্তাহেক নহে সাইয়্যেদ বা মালদার, কিংবা অন্ধকার রাত্রে যাকাত দেওয়ার পর জানিতে পারিল যে, সে তাহার মা, মেয়ে বা নিজের এমন কোন রেশ্‌তাদার, যাহাকে যাকাত দেওয়া দুরুস্ত নহে, তবে তাহার যাকাত আদায় হইয়া যাইবে, (কিন্তু যে নিয়াছে তাহার জন্য ঐ পয়সা হালাল হইবে না;) যদি সে জানিতে পারে যে, ইহা যাকাতের পয়সা, তবে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। এইরূপে অপরিচিত লোককে দেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, যাহাকে যাকাত দেওয়া হইয়াছে সে মুসলমান নহে—কাফের, তবে যাকাত আদায় হইবে না পুনরায় দিতে হইবে।

১৯। মাসআলা ঃ যদি কাহারও উপর সন্দেহ হয়, সে হয়ত মালদার হইতে পারে, তবে সন্দেহের পাত্রকে যাকাত দিবে না। বাস্তবিক অভাবগ্রস্ত কি না তাহা জানিয়া তারপর যাকাত দিবে। সত্যই অভাবগ্রস্ত কি না, তাহা না জানিয়া যদি কোন সন্দেহের পাত্রকে যাকাত দেওয়া হয় এবং দেলে গাওয়াহী দেয় যে, সে অভাবগ্রস্ত, তবে যাকাত আদায় হইয়া গিয়াছে। আর যদি দেলে গাওয়াহী দেয় যে, সে মালদার, তবে যাকাত আদায় হইবে না; আবার যাকাত দিতে হইবে। আর যদি দেওয়ার পর জানা গিয়া থাকে যে, বাস্তবিক পক্ষে সে গরীব ছিল, তবুও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে।

২০। মাসআলা ঃ যাকাত দিবার সময় আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করিবে এবং তাহাদিগকে দিবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দিবার সময় যাকাতের কথা শুধু মনে মনে নিয়ত করিবে, তাহাদের সামনে যাকাতের কথা উল্লেখ করিবে না। কারণ হয়ত লজ্জা পাইতে পারে। হাদীস শরীফে আছে, 'নিজের আত্মীয়কে খয়রাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। একে ত খয়রাতের সওয়াব, দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়ের উপকার ও অভাব মোচন করার সওয়াব। নিজের আত্মীয়দের অভাব মোচনের পর যাহা বাকী থাকিবে, তাহা অন্য লোককে দিবে।

২১। মাসআলা ঃ এক শহরের যাকাত অন্য শহরে পাঠান মাকরূহ্‌। কিন্তু যদি নিজের অভাবগ্রস্ত কোন আত্মীয় অন্য শহরে থাকে, অথবা অন্য শহরের লোক এ শহর অপেক্ষা বেশী অভাবগ্রস্ত হয়, অথবা অন্য শহরে দ্বীন ইসলামের খেদমত বেশী হয়, তবে তথায় পাঠাইয়া দেওয়া মকরূহ্‌ নহে। কেননা, যাকাত খয়রাতের দ্বারা তালেবে এল্‌মগণের এবং দ্বীনী খাদেম আলেমগণের সাহায্য করাতে অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

[মাসআলাঃ যাকাত-খয়রাত দেওয়ার সময় বেশী সওয়াব তালাশ করিলে এই কয়টি জিনিসের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। (১) তাকওয়া-পরহেযগারী কাহার মধ্যে বেশী আছে? (২) অভাবগ্রস্ত বেশী কে? (৩) দ্বীন-ইসলামের উপকার কাহার দ্বারা বেশী হয়?]

কোরবানী

কোরবানী করিলে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ কোরবানীর সময় আল্লাহ্র নিকট কোরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস নাই। কোরবানীর সময় কোরবানীই সবচেয়ে বড় ইবাদত। কোরবানী যবাহ্ করিবার সময় প্রথম যে রক্তের ফোটা পড়ে, তাহা মাটি পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই কোরবানী আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইয়া যায়। সুতরাং একান্ত ভক্তি ও আন্তরিক আগ্রহের সহিত খুব ভাল জানওয়ার দেখিয়া কোরবানী করিবে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'কোরবানীর জানওয়ারের যত পশম থাকে প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী লেখা হয়।'

সোব্হানাল্লাহ্! একটু চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? একটি কোরবানী করিয়া কত হাজার নেকী পাওয়া যায়। একটি কোরবানী বকরীর গায়ের পশম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গণিয়াও শেষ করা যায় না। একটি কোরবানী করিলে এত নেকী। অতএব, কেহ যদি মালদার এবং ছাহেবে-নেছাব না-ও হয়, তবুও সওয়াবের আশায় তাহার কোরবানী করা উচিত। কেননা, এই সময় চলিয়া গেলে এত অল্প আয়াসে এত অধিক নেকী অর্জনের আর কোন সুযোগ নাই। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা ধনী বানাইয়া থাকেন, তবে নিজের কোরবানীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের মৃত মা, বাপ, পীর, ওস্তাদ প্রভৃতির পক্ষ হইতেও কোরবানী করা উচিত। যেন তাহাদের রূহে সওয়াব পৌঁছিয়া যায়। হযরত রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার বিবি ছাহেবানের (আমাদের মাতাগণের) এবং নিজ পীর প্রমুখের পক্ষ হইতেও কোরবানী করিতে পারিলে অতি ভাল। তাঁহাদের রূহ এই সওয়াব পাইয়া অত্যন্ত খুশী হয়। যাহা হউক, অতিরিক্ত করা নফল, কিন্তু নিজ ওয়াজিব রীতিমত আদায় করিতে কিছুতেই ত্রুটি করিবে না। কারণ আল্লাহ্র অগণিত নেয়ামতরাশি অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁহারই আদেশ, তাঁহারই উদ্দেশ্যে এতটুকু কোরবানী যে না করিতে পারে তাহার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে? গোনাহ্র কথা স্বতন্ত্র।

কোরবানী করিবার নিয়ম

কোরবানীর জন্তুকে ক্বেব্লা রোখ করিয়া শোয়াইয়া প্রথমে এই দো'আটি পড়িবেনঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ○

এই দো'আ পড়িয়া بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবর' বলিয়া যবাহ্ করিবে। যবাহ্ করার পর বলিবেঃ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ○

(যদি নিজের কোরবানী হয়, তবে منى বলিবে। আর যদি অন্যের কোরবানী হয়, তবে من শব্দের পর যাহার বা যাহাদের কোরবানী তাহার বা তাহাদের নাম উল্লেখ করিবে। আর যদি অন্যের সংগে শরীক হয়, তবে منى ও বলিবে এবং منى এর পর من শব্দ লাগাইয়া তাহার পর অন্যদের নাম উল্লেখ করিবে।)

১। **মাসআলা ঃ** যাহার উপর ছদকা ফেৎর ওয়াজিব তাহার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। (অর্থাৎ, ১০ই যিল্‌হজ্জের ফজর হইতে ১২ই যিল্‌হজ্জের সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন সময় যদি মালেকে নেছাব হয়, তবে তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হইবে।) যে মালদার নহে তাহার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যদি করিতে পারে, তবে অনেক সওয়াব পাইবে।

২। **মাসআলা ঃ** মুছাফিরের উপর (মুছাফিরী হালাতে) কোরবানী ওয়াজিব নহে।

৩। **মাসআলা ঃ**১০ই যিল্‌হজ্জ হইতে ১২ই যিল্‌হজ্জের সন্ধ্যা পর্যন্ত এই তিন দিন কোরবানী করার সময়। এই তিন দিনের যে দিন ইচ্ছা সেই দিনই কোরবানী করিতে পারা যায়; কিন্তু প্রথম দিন সর্বাপেক্ষা উত্তম, তারপর দ্বিতীয় দিন তারপর তৃতীয় দিন।

৪। **মাসআলা ঃ** বক্‌রা ঈদের নামাযের আগে কোরবানী করা দুরুস্ত নহে। ঈদের নামাযের পর কোরবানী করিবে। অবশ্য যে স্থানে ঈদের নামায বা জুমু'আর নামায দুরুস্ত নহে, সে স্থানে ১০ই যিল্‌হজ্জ ফজরের পরও কোরবানী করা দুরুস্ত আছে।

৫। **মাসআলা ঃ** কোন শহরবাসী যদি নিজের কোরবানীর জীব এমন স্থানে পাঠায় যেখানে জুমু'আ ও ঈদের নামায জায়েয নাই, তবে তথায় ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা দুরুস্ত আছে, যদিও সে নিজের শহরে থাকে। যবাহ্‌ করার পর তথা হইতে গোশ্‌ত আনাইয়া খাইতে পারে।

৬। **মাসআলা ঃ** ১২ই যিল্‌হজ্জ সূর্য অস্ত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত কোরবানী করা দুরুস্ত আছে, সূর্য অস্ত গেলে আর কোরবানী দুরুস্ত নহে।

৭। **মাসআলা ঃ** কোরবানীর তিন দিনের মধ্যে যে দুইটি রাত্র পড়ে সেই দুই রাত্রেও কোরবানী করা জায়েয আছে, কিন্তু রাত্রের বেলায় যবাহ্‌ করা ভাল নয়। কেননা, হয়ত কোন একটি রগ কাটা না যাইতে পারে ফলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** কেহ ১০ই এবং ১১ই তারিখে ছফরে ছিল বা গরীব ছিল, ১২ই তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে বাড়ী আসিয়াছে বা মালদার হইয়াছে, বা কোথায়ও ১৫ দিন থাকার নিয়ত করিয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** নিজের কোরবানীর জানওয়ার নিজ হাতেই যবাহ্‌ করা মুস্তাহাব। যদি নিজে যবাহ্‌ করিতে না পারে, তবে অন্যের দ্বারা যবাহ্‌ করাইবে, কিন্তু নিজে সামনে দাঁড়াইয়া থাকা ভাল। মেয়েলোক পর্দার ব্যাঘাত হয় বলিয়া যদি সামনে উপস্থিত না থাকিতে পারে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

১০। **মাসআলা ঃ** কোরবানী করার সময় মুখে নিয়ত করা ও দো'আ উচ্চারণ করা যরূরী নহে। যদি শুধু দেলে চিন্তা করিয়া নিয়ত করিয়া মুখে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলিয়া যবাহ্‌ করে, তবুও কোরবানী দুরুস্ত হইবে। কিন্তু স্মরণ থাকিলেও উক্ত দো'আ দুইটি পড়া অতি উত্তম।

১১। মাসআলাঃ কোরবানী শুধু নিজের তরফ হইতে ওয়াজিব হয়। এমন কি না-বালেগ সন্তান যদি মালদার হয়, তবুও তাহাদের উপর কোরবানী ওয়াজিব নহে এবং মা-বাপের উপরও ওয়াজিব নহে। যদি কেহ সন্তানের পক্ষ হইতেও কোরবানী করিতে চাহে, তবে তাহা নফল কোরবানী হইবে। কিন্তু না-বালেগের মাল হইতে কিছুতেই কেরাবানী করিবে না।

১২। মাসআলাঃ বকরী, পাঠা, খাসী, ভেড়া, দুম্বা, গাভী, ষাঁড়, বলদ, মহিষ, উট, এই কয় প্রকার গৃহপালিত জন্তুর কোরবানী করা দুরুস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত হরিণ ইত্যাদি অন্যান্য হালাল বন্য জন্তুর দ্বারা কোরবানী আদায় হইবে না।

১৩। মাসআলাঃ গরু, মহিষ এবং উট এই তিন প্রকার জানওয়ারের এক একটি জানওয়ার এক হইতে সাত জন পর্যন্ত শরীক হইয়া কোরবানী করিতে পারে। তবে কোরবানী দুরুস্ত হইবার জন্য শর্ত এই যে, কাহারও অংশ যেন সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম না হয় এবং কাহারও যেন শুধু গোশ্ত খাইবার নিয়ত না হয়, সকলেরই যেন কোরবানীর নিয়ত থাকে; অবশ্য যদি কাহারও আক্বীকার নিয়ত হয়, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি মাত্র একজনেরও শুধু গোশ্ত খাওয়ার নিয়ত হয়, কোরবানী বা আক্বীক্বার নিয়ত না হয়, তবে কাহারও কোরবানী দুরুস্ত হইবে না। এইরূপ যদি মাত্র একজনের অংশ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হয়, তবে সকলের কোরবানী নষ্ট হইয়া যাইবে।

১৪। মাসআলাঃ যদি একটি গরুতে সাত জনের কম ৫/৬ জন শরীক হয় এবং কাহারও অংশ সপ্তমাংশ হইতে কম না হয়; (যেমন—৭০ টাকা দিয়া গরু কিনিল কাহারও অংশে যেন দশ টাকার কম না হয়) তবে সকলের কোরবানী দুরুস্ত হইবে। আর যদি আট জন শরীক হয়, তবে কাহারও কোরবানী ছহীহ্ হইবে না।

১৫। মাসআলাঃ যদি গরু খরিদ করিবার পূর্বেই সাত জন ভাগী হইয়া সকলে মিলিয়া খরিদ করে, তবে ত তাহা অতি উত্তম, আর যদি কেহ একা একটি গরু কোরবানীর জন্য খরিদ করে এবং মনে মনে এই এরাদা রাখে যে, পরে আরও লোক শরীক করিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া একত্র হইয়া কোরবানী করিব, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। কিন্তু যদি গরু কিনিবার সময় অন্যকে শরীক করিবার এরাদা না থাকে, একা একাই কোরবানী করিবার নিয়ত থাকে, পরে অন্যকে শরীক করিতে চায়, (কিন্তু ইহা ভাল নহে) এমতাবস্থায় যদি ঐ ক্রেতা গরীব হয় এবং তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব না হয়, তবে পরে সে অন্য কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না, একা একাই গরুটি কোরবানী করিতে হইবে। আর যদি ঐ ক্রেতা মালদার হয় এবং তাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব হয়, তবে ইচ্ছা করিলে পরে অন্য শরীকও মিলাইতে পারে। (কিন্তু নেক কাজের নিয়ত বদলান ভাল নয়।)

১৬। মাসআলাঃ যদি কোরবানীর জীব হারাইয়া যায় ও তৎপরিবর্তে অন্য একটি খরিদ করে প্রথম জীবটিও পাওয়া যায়, এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা মালদার হয়, তবে একটি জীব কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। যদি লোকটি গরীব, হয়, তবে উভয় জীব কোরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব।

(**মাসআলাঃ** কোরবানীর জানওয়ার ক্রয় করার পর যদি তাহার বাচ্চা পয়দা হয়, তবে ঐ বাচ্চাও কোরবানী করিয়া গরীব-মিসকীনদিগকে দিয়া দিবে, নিজে খাইবে না। যবাহ্ না করিয়া গরীবকে দান করিয়া দেওয়াও জায়েয।)

১৭। মাসআলা ঃ সাতজনে শরীক হইয়া যদি একটি গরু কোরবানী করে, তবে গোশ্‌ত আন্দাজে ভাগ করিবে না। পাল্লা দ্বারা মাপিয়া সমান সমান ভাগ করিবে; অন্যথায় যদি ভাগের মধ্যে কিছু বেশকম হইয়া যায়, তবে সুদ হইয়া যাইবে এবং গোনাহ্‌গার হইতে হইবে। অবশ্য যদি গোশ্‌তের সঙ্গে মাথা, পায়া এবং চামড়াও ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে যে ভাগে মাথা পায়া বা চামড়া থাকিবে, সে ভাগে গোশ্‌ত কম হইলে দুরুস্ত হইবে, যত কমই হউক। কিন্তু যে ভাগে গোশ্‌ত বেশী সে ভাগে মাথা, পায়া বা চামড়া দিলে সুদ হইবে এবং গোনাহ্‌ হইবে।

১৮। মাসআলা ঃ বকরী পূর্ণ এক বৎসরের কম বয়সের হইলে দুরুস্ত হইবে না। এক বৎসর পুরা হইলে দুরুস্ত হইবে। গরু, মহিষ দুই বৎসরের কম হইলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না। পূর্ণ দুই বৎসরের হইলে দুরুস্ত হইবে। উট পাঁচ বৎসরের কম হইলে দুরুস্ত হইবে না। দুম্বা এবং ভেড়ার হুকুম বকরীর মত; কিন্তু ছয় মাসের বেশী বয়সের দুম্বার বাচ্চা যদি এরূপ মোটা তাজা হয় যে, এক বৎসরের দুম্বার মধ্যে ছাড়িয়া দিলে চিনা যায় না, তবে সেরূপ দুম্বার বাচ্চার কোরবানী জায়েয আছে, অন্যথায় নহে! কিন্তু বকরীর বাচ্চা যদি এরূপ মোটা তাজাও হয়, তবুও এক বৎসর পূর্ণ না হইলে কোরবানী দুরুস্ত হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ যে জন্তুর দুইটি চোখ অন্ধ, অথবা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা একটি চোখের তিন ভাগের এক ভাগ বা আরও বেশী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহেঃ এইরূপ যে জন্তুর একটি কানের বা লেজের এক তৃতীয়াংশ বা তদপেক্ষা বেশী কাটিয়া গিয়াছে সে জন্তুরও কোরবানী দুরুস্ত নহে।

২০। মাসআলা ঃ যে জন্তু এমন খোঁড়া যে, মাত্র তিন পায়ের উপর ভর দিয়া চলে, চতুর্থ পা মাটিতে লাগেই না, অথবা মাটিতে লাগে বটে, কিন্তু তাহার উপর ভর দিতে পারে না, এরূপ জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহে। আর যদি খোঁড়া পায়ের উপর ভর দিয়া খোঁড়াইয়া চলে, তবে সে জন্তুর কোরবানী জায়েয আছে।

২১। মাসআলা ঃ জীবটি যদি এমন কৃশ ও শুষ্ক হয় যে, তাহার হাড়ের মধ্যের মগজও শুকাইয়া গিয়া থাকে, তবে সে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত নহে; হাড়ের ভিতরের মগজ যদি না শুকাইয়া থাকে, তবে কোরবানী জায়েয আছে।

২২। মাসআলা ঃ যে জানওয়ারের একটি দাঁতও নাই, সে জানওয়ারের কোরবানী দুরুস্ত নহে; আর যতগুলি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা যদি অধিকসংখ্যক দাঁত বাকী থাকে, তবে কোরবানী দুরুস্ত আছে।

২৩। মাসআলা ঃ যে জন্তুর কান জন্ম হইতে নাই, তাহার কোরবানী দুরুস্ত নহে। কান হইয়াছে কিন্তু অতি ছোট, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত আছে।

২৪। মাসআলা ঃ যে জন্তুর শিংই উঠে নাই বা শিং উঠিয়াছিল, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার কোরবানী জায়েয আছে। অবশ্য যদি একেবারে মূল হইতে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কোরবানী জায়েয নহে।

২৫। মাসআলা ঃ যে জন্তুকে খাসী বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার কোরবানী দুরুস্ত আছে। এইরূপে যে জন্তুর গায়ে বা কাঁধে দাদ বা খুজলি হইয়াছে তাহার কোরবানীও জায়েয আছে। অবশ্য খুজলির কারণে যদি জন্তু একেবারে কৃশ হইয়া থাকে, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত নহে।

২৬। মাসআলা ঃ ভাল জন্তু ক্রয় করার পর যদি এমন কোন আয়েব হইয়া যায়, যে কারণে কোরবানী দুরুস্ত হয় না, তবে ঐ জন্তুটি রাখিয়া অন্য একটি জন্তু কিনিয়া কোরাবানী করিতে হইবে। অবশ্য যাহার উপর কোরবানী ওয়াজিব নহে, নিজেই আগ্রহ করিয়া কোরবানী করার জন্য কিনিয়াছে, সে ঐটিই কোরবানী করিয়া দিবে, অন্য একটি কেনার দরকার নাই।

২৭। মাসআলা ঃ কোরবানীর গোশ্‌ত নিজে খাইবে, নিজের পরিবারবর্গকে খাওয়াইবে। আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া তোহ্‌ফা দিবে এবং গরীব মিসকীনদিগকে খয়রাত দিবে। মুস্তাহাব তরীকা এই যে, তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ গরীবদিগকে দান করিবে। যদি কেহ সামান্য দান করে, তবে গোনাহ্ হইবে না।

২৮। মাসআলা ঃ কোরবানীর চামড়া এমনিই খয়রাত করিয়া দিবে। কিন্তু যদি চামড়া বিক্রয় করে, তবে ঠিক ঐ পয়সাই গরীবকে দান করিতে হইবে। ঐ পয়সা নিজে খরচ করিয়া যদি অন্য পয়সা দান করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু অন্যায় হইবে।

২৯। মাসআলা ঃ কোরবানীর চামড়ার দাম মসজিদ মেরামত বা অন্য কোন নেক কাজে খরচ করা দুরুস্ত নাই, খয়রাত করিতে হইবে।

৩০। মাসআলা ঃ যদি চামড়া নিজের কাজে ব্যবহার করে যেমন, চালুন, মশক, ডোল বা জায়নামায তৈয়ার করে, তবে ইহাও দুরুস্ত আছে।

৩১। মাসআলা ঃ কোরবানীর জীব যবাহ্‌কারী ও গোশ্‌ত প্রস্তুতকারীর পারিশ্রমিক পৃথকভাবে দিবে, কোরবানীর গোশ্‌ত চামড়া, কল্লা বা পায়ার দ্বারা দিবে না।

৩২। মাসআলা ঃ কোরবানীর জীবে যদি কোন পোশাক থাকে, তবে উহা এবং দড়ি ইত্যাদি গরীবদিগকে দান করিয়া দিবে, নিজের কাজে লাগাইবে না।

৩৩। মাসআলা ঃ গরীবের কোরবানী ওয়াজিব নহে বটে, কিন্তু যদি কোরবানীর নিয়ত করিয়া জানওয়ার খরিদ করে, তবে তাহার নিয়তের কারণে সেই জানওয়ার কোরবানী করা তাহার উপর ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

৩৪। মাসআলা ঃ কাহারও কোরবানী ওয়াজিব ছিল, কিন্তু কোরবানীর তিনটি দিনই গত হইল অথচ কোরবানী করিল না। এমতাবস্থায় একটি বকরী বা ভেড়ার মূল্য খয়রাত করিয়া দিবে। আর যদি বকরী খরিদ করিয়া থাকে, তবে হুবহু ঐ বকরীটিই খয়রাত করিবে।

৩৫। মাসআলা ঃ যদি কেহ কোরবানীর মান্নত মানে এবং যে মকছুদের জন্য মানিয়াছিল সে মকছুদ পূর্ণ হয়, তবে গরীব হউক বা মালদার হউক, তাহার উপর ঐ কোরবানী করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু মান্নতের কোরবানীর গোশ্‌ত গরীব মিস্‌কীনের হক হইবে, নিজে খাইতে পারিবে না। যদি নিজে খায় বা কোন মালদারকে দেয়, তবে যে পরিমাণ খাইয়াছে বা মালদারকে দিয়াছে সেই পরিমাণ পুনরায় গরীবদিগকে দান করিতে হইবে।

৩৬। মাসআলা ঃ যদি নিজের খুশীতে কোন মৃতকে সওয়াব পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে কোরবানী করে, তবে তাহা দুরুস্ত আছে এবং ঐ গোশ্‌ত নিজেও খাইতে পারিবে এবং যাহাকে ইচ্ছা দিতেও পারিবে।

৩৭। মাসআলা ঃ কিন্তু যদি কোন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কোরবানীর জন্য অছিঅত করিয়া গিয়া থাকে, তবে সেই কোরবানীর গোশ্‌ত সমস্তই খয়রাত করা ওয়াজিব হইবে।

৩৮। মাসআলা ঃ কাহারও অনুপস্থিতিতে যদি অন্য কেহ তাহার পক্ষ হইতে তাহার বিনা অনুমতিতে কোরবানী করে, তবে কোরবানী ছহীহ্ হইবে না। আর যদি কোন জীবের মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ তাহার বিনানুমতিতে সাব্যস্ত করে, তবে অন্যান্য অংশীদারের কোরবানীও ছহীহ্ হইবে না।

৩৯। মাসআলা ঃ যদি কোন গরু ছাগল কাহারও নিকট ভাগী বা রাখালী দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কেহ কোরবানী করে, তবে তাহার কোরবানী দুরুস্ত হইবে না; ভাগীদার জীবের মালিক হয় না। আসল মালিকই প্রকৃত মালিক। আসল মালিকের নিকট হইতে ক্রয় করিলে তবে দুরুস্ত হইবে।

৪০। মাসআলা ঃ যদি একটি গরু কয়েক জনে মিলিয়া কোরবানী করে এবং প্রত্যেকেরই গরীব-মিসকীনদিগকে বিলাইয়া দেওয়ার বা পাকাইয়া খাওয়াইবার নিয়ত হয়, তবে ইহাও জায়েয আছে। অবশ্য যদি ভাগ করিতে হয়, তবে দাঁড়ি পাল্লা দ্বারা সমান ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

৪১। মাসআলা ঃ কোরবানীর চামড়ার পয়সা পারিশ্রমিকস্বরূপ দেওয়া জায়েয নহে। কেননা, উহা খয়রাত করিয়া দেওয়া যরূরী।

৪২। মাসআলা ঃ কোরবানীর গোশ্‌ত কাফেরদিগকেও দান করা জায়েয আছে। কিন্তু মজুরিস্বরূপ দেওয়া জায়েয নাই।

মাসআলা ঃ গর্ভবতী জন্তু কোরবানী করা জায়েয আছে। যদি পেটের বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায়, তবে সে বাচ্চাও যবাহ্ করিয়া দিবে।

আক্বীক্বা

১। মাসআলা ঃ ছেলে বা মেয়ে জন্মিলে উত্তম এই যে, সপ্তম দিবসে তাহার নাম রাখিবে এবং আক্বীক্বা করিবে। ইহাতে সন্তানের বালা মুছীবত দূর হয় এবং যাবতীয় আপদ হইতে নিরাপদ থাকে।

২। মাসআলা ঃ ছেলে হইলে আক্বীক্বায় দুইটি বকরী বা দুইটি ভেড়া আর মেয়ে হইলে একটি বকরী বা একটি ভেড়া যবাহ্ করিবে। কিংবা কোরবানীর গরুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ লইবে। সন্তানের মাথার চুল মুড়াইয়া ফেলিবে এবং চুলের ওযনে রূপা বা সোনা খয়রাত করিয়া দিবে। ইচ্ছা করিলে ছেলের মাথায় জাফরান লাগাইয়া দিবে।

৩। মাসআলা ঃ জন্মের সপ্তম দিবসে আক্বীক্বা করা মুস্তাহাব; যদি সপ্তম দিবসে না করিতে পারে, তবে যখনই করুক না কেন, যে বারে সন্তান পয়দা হইয়াছে তাহার আগের দিন করিবে। যেমন, শুক্রবার সন্তান হইয়া থাকিলে বৃহস্পতিবার সপ্তম দিবস পড়িবে। বৃহস্পতিবারে জন্মিলে বুধবারে আক্বীক্বা করিবে।

৪। মাসআলা ঃ জন্মের সপ্তম দিবসে ৪টি কাজ। নাম রাখা, মাথা কামান, চুলের ওযনে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা এবং আক্বীক্বার জীব যবাহ্ করা। ইহার যে কোনটি আগে পরে হইলেও দোষ নাই। মাথা মুড়ানের জন্য খুর মাথায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে আক্বীক্বার জীব যবাহ্ করিতে হইবে, ইহা বেহুদা রসম।

৫। মাসআলা ঃ যে জন্তুর কোরবানী দুরুস্ত হয় না তাহার দ্বারা আক্বীক্বা করাও দুরুস্ত নাই। যে জন্তুর দ্বারা কোরবানী দুরুস্ত তাহার দ্বারা আক্বীক্বাও দুরুস্ত।

৬। **মাসআলাঃ** আক্কীক্কার গোশ্‌ত কাঁচা ভাগ করিয়া দেওয়া, কিংবা পাকাইয়া ভাগ করিয়া দেওয়া, বা দাওয়াত করিয়া খাওয়ান সবই জায়েয।

৭। **মাসআলাঃ** তওফীক না হইলে ছেলের পক্ষ হইতে একটি বকরী দ্বারা আক্কীক্কা করা জায়েয আছে। আর আক্কীক্কা না করিলেও কোন দোষ নাই।

দান-খয়রাতের ফযীলত

১। **হাদীসঃ** 'দানশীলতা অর্থাৎ, সাখাওয়াত আল্লাহ্‌র স্বভাব' অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা অতি বড় দাতা ও দয়ালু। —এবনুন্নাজ্জার

২। **হাদীসঃ** বন্দা রুটির একখানি টুক্‌রা (এক মুষ্টি চাউল বা ভাত) দান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহা সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করেন এবং উহাকে অনবরত বাড়াইতে থাকেন। এমন কি, এক টুক্‌রা রুটি ওহোদ পাহাড়ের সমান হইয়া যায়। অর্থাৎ, ওহোদ পাহাড়ের সমান রুটি দান করিলে যত সওয়াব হইবে, খালেছ নিয়তে এক টুক্‌রা রুটি দান করিলেও আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তত সওয়াব দান করিবেন। কাজেই কম বেশির প্রতি লক্ষ্য করিবে না, যাহা সম্ভব হয় দান করিবে।

৩। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ তোমরা খোরমার একটি টুক্‌রা দান করিয়া হইলেও তদ্দ্বারা দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা কর।' অর্থাৎ, অল্প জিনিস বলিয়া তুচ্ছ করিও না, যখন যাহা থাকে তাহাই দান কর। নিয়ত ঠিক হইলে অল্প জিনিসেও দোযখ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। —কান্‌যোল উম্মাল

৪। **হাদীসঃ** তোমরা ছদকা খয়রাত দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট রুযির বরকত তালাশ কর। (দানের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা রুযিতে বরকত দিয়া থাকেন।)

৫। **হাদীসঃ** পরোপকারিতা লোককে ধ্বংস হইতে বাঁচায় এবং গোপন দান করা আল্লাহ্‌র গযব হইতে বাঁচায় এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার লোকের আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। নেক কাজ করিতে দেখিলে যদি অন্যের উৎসাহ হয়, তবে এমন স্থলে নেক কাজ প্রকাশ্যে করা ভাল। যেখানে এই আশা না হয়, সেখানে গোপনে করাই ভাল, যদি প্রকাশ্যে দান করার কোন কারণ না থাকে। —তব্‌রানী

৬। **হাদীসঃ** সায়েল যদি ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া আসে, তবুও তাহার হক আছে। (অর্থাৎ অভাব শুধু যে গরীব লোকের হইতে পারে তাহা নহে, সম্মানী লোকেরও অভাব হইতে পারে। অতএব, কোন সম্মানী লোক অভাবে পড়িয়া যদি শাল গায়ে দিয়া বা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াও তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়, তবুও যথাসম্ভব তাহার সাহায্য কর। কেননা, সম্মানী লোক একান্ত ঠেকা না হইলে নিজের অভাব অন্যের কাছে জ্ঞাপন করিতে পারে না; কাজেই তাহার ঠেকা চালাইয়া দেওয়া দরকার। কিন্তু আজকাল অনেক ঠকবাজ বাহির হইয়াছে, অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা বানাইয়া নিয়াছে, অনেকে কাজ করাকে অপমান মনে করিয়া রোযগারের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বেশী আয়ের উদ্দেশ্যে নির্লজ্জভাবে ভিক্ষা করিতে বাহির হয়। যদি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, সায়েল এই প্রকারের, তবে তাহার জন্য সওয়াল করা এবং তাহার এই পাপ কার্যে সহায়তা করাও হারাম।) —কান্‌যোল উম্মাল

৭। **হাদীসঃ** আল্লাহ্ তা'আলা দানশীল, তিনি দানশীলতা পছন্দ করেন, উন্নত স্বভাবকে ভালবাসেন। অর্থাৎ সাহসিকতার নেক কাজগুলি যেমন দান খয়রাত করা, যিল্লতির কাজ হইতে

বাঁচিয়া থাকা, অন্যের উপকারার্থে নিজে কষ্ট সহ্য করা ইত্যাদি এবং নীচ স্বভাবকে অপছন্দ করেন। যেমন—দ্বীনের কাজে দুর্বলতা। —হাকেম

৮। হাদীস ঃ 'নিশ্চয়ই দান খয়রাত কবরের আযাব হইতে রক্ষা করিবে। নিশ্চয় হাশরের ময়দানে দানশীল মুসলমান দান খয়রাতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।' অর্থাৎ ছদকার বরকতে কবর-আযাব দূর হয়, কিয়ামতের দিন ছায়া পাওয়া যায়।

৯। হাদীস ঃ বাস্তবিক আল্লাহর কতিপয় বিশিষ্ট বান্দা আছেন যাঁহাদিগকে তিনি মানবের অভাব মোচনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। মানুষ নিজ প্রয়োজনে তাহাদের কাছে যাইতে বাধ্য হয়। আল্লাহ্ পাক মানুষের উপকারের জন্য তাহাদিগকে বাছিয়া লইয়াছেন। এই অভাব পূরণকারীগণ আল্লাহ্র আযাব হইতে নিরাপদ থাকিবেন।

১০। হাদীস ঃ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলালকে বলিলেন ঃ 'হে বেলাল! দান কর এবং (শয়তান গরীব হওয়ার ওসওসা দিলে) আরশের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের অফুরন্ত ভান্ডার কমিয়া যাওয়ার ভয় করিও না। যাহাদের ঈমান কমজোর, অভাবে পড়িলে অভাবের যাতনা সহ্য করিতে পারিবে না, পেরেশান হইয়া ঈমান নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তাহাদের সব খরচ করা উচিত নহে; বরং তাহারা শুধু যরূরী যাকাত-খয়রাত এবং আবশ্যকীয় খরচ করিয়া সম্ভব হইলে কিছু পুঁজি হাতে রাখিবে। আর যাঁহাদের ঈমান পাকা, অভাবের যাতনায় কখনও মন টলমল হয় না, তাঁহারা হকদারের হক বা পরিবারবর্গের হক নষ্ট না করিয়া সব দান করিয়া দিতে পারেন। যাঁহাদের ঈমান খুব মজবুত তাঁহাদের অকাট্য বিশ্বাস আছে যে, যাহা কিস্মতে আছে তাহা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে এবং যাহা কিস্মতে নাই তাহা কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। কাজেই অভাবে বা বিপদে তাঁহাদের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। যেমন, প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আন্হু একদা তাঁহার যথাসর্বস্ব আনিয়া চাঁদা দিবার জন্য হুযূরের খেদমতে পেশ করিয়া দিলেন। হুযূর (দঃ) ফরমাইলেন ঃ 'ঘরে কিছু রাখিয়া আসিয়াছেন কি? ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) অম্লান বদনে হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, 'ঘরে শুধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের নাম রাখিয়া আসিয়াছি।' [বিশ্বাস এবং অটল ঈমানের প্রমাণ তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীতে আরও অনেক পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার দেলের মধ্যে বিন্দুমাত্র ওস্ওসা আসার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া হুযূর (দঃ) তাঁহার সমস্ত মাল ইসলামী চাঁদায় গ্রহণ করিলেন। পক্ষান্তরে অন্য এক ছাহাবী এত বড় মর্তবায় পৌঁছিয়াছিলেন না বলিয়াই তাঁহার সামান্য কিছু স্বর্ণও হুযূর গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছিলেন।]

১১। হাদীস ঃ এক রমণী মুখে দিবার জন্য একটি লোক্মা ধরিয়াছিল, এমন সময় এক জন সায়েল দরজায় আসিয়া হাঁক দিল। রমণী লোক্মাটি নিজের মুখে না দিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দিল। কারণ, দিবার মত তাহার নিকট আর কিছু ছিল না। অতঃপর তাহার সন্তান জন্মিলে কিছু দিন পর ঐ শিশু ছেলেকে বাঘে নিয়া গেল। মেয়েলোকটি 'হায়! বাঘে আমার ছেলে নিয়া গেল! হায়, বাঘে আমার ছেলে নিয়া গেল!' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে বাঘের পাছে পাছে দৌঁড়াইতে লাগিল। ওদিকে আল্লাহ্ পাক একজন ফেরেশ্‌তাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ 'হে ফেরেশ্‌তা! তুমি শীঘ্র যাও এবং বাঘের মুখ হইতে ছেলেটিকে উদ্ধার করিয়া মেয়েলোকটির কাছে দিয়া আস এবং মেয়েলোকটিকে বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সালাম জানাইয়া বলিয়াছেন যে, এই লোক্মা সেই লোক্মার পরিবর্তে পুরস্কারস্বরূপ।' দেখ, দানের বরকতে ছেলেটি প্রাণে বাঁচিয়া গেল এবং সওয়াবও হইল। —ইবনে ছহরী

১২। হাদীসঃ 'নেক কাজের পথ প্রদর্শন করাও নেক কাজ করার মত।' অর্থাৎ, যদি কেহ নিজে নিঃসম্বল হওয়াবশতঃ সাহায্য করিতে না পারিয়া ব্যথিত হৃদয়ে অন্য কাহারও নিকট সুপারিশ করিয়া অভাবগ্রস্তের কোন অভাব মোচন করিয়া দেয়, তবে দাতা যে পরিমাণ সওয়াব পাইবে সেও সেই পরিমাণ সওয়াবই পাইবে। (অন্য হাদীসে আছে, যদি কেহ একটি নেক কাজ করে এবং তার দেখাদেখি অন্যেরাও সেই নেক কাজটি করে, তবে অন্যান্য সকলে যত পরিমাণ সওয়াব পাইবে ঐ প্রথম ব্যক্তি তাহাদের সকলের সমষ্টির সমান সওয়াব পাইবে।)

—বাজ্জার

১৩। হাদীসঃ তিনজন লোক ছিল। তাহাদের একজনের নিকট দশটি দিনার ছিল, সে একটি দিনার দান করিল। একজনের নিকট দশ উকিয়া ছিল, সে এক উকিয়া দান করিল। এক জনের নিকট একশত উকিয়া ছিল, সে দশ উকিয়া দান করিল। হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম বলিলেন, এই তিনজনই সমান সওয়াব পাইবে। কেননা, প্রত্যেকেই নিজের সম্পত্তির দশ দশ ভাগের একভাগ দান করিয়াছে। যদিও দান কাহারও বেশী কাহারও কম ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিয়তের উপর সওয়াব দেন। যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ সম্পত্তির এক দশমাংশ দান করিয়াছে। কাজেই সকলেই সমান সওয়াব পাইবে। —তব্‌রানী

১৪। হাদীসঃ এক দেরহাম একলক্ষ দেরহাম অপেক্ষা অধিক নেকী আনিতে পারে। এক জনের মাত্র দুই দেরহাম ছিল, সে খালেছ নিয়তে আল্লাহ্‌র নামে এক দেরহাম দান করিল। আর এক জনের নিকট অগাধ সম্পত্তি ছিল, সে এক লক্ষ দেরহাম দান করিল। (প্রথম ব্যক্তি তাহার অর্ধেক সম্পত্তি দান করিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি যদিও এক লক্ষ দেরহাম দান করিয়াছে, কিন্তু তাহার সম্পত্তি অর্ধেক দান করে নাই। কাজেই যে ব্যক্তি তাহার মোট পুঁজির অর্ধেক দান করিয়াছে, সে অর্ধেকের চেয়ে অনেক কম অর্থাৎ, লক্ষ দেরহাম দানকারীর চেয়ে সওয়াব বেশী পাইবে।) সায়েল সুয়াল করিলে হুযূর [দঃ]-এর কখনও 'না' বলার অভ্যাস ছিল না। থাকিলে দিয়া দিতেন, না থাকিলে বলিতেন, আল্লাহ্ পাক যখন আমাকে দিবেন, আমি তোমাকে দিব।' জীবনে তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে দুই দিনও পেট ভরিয়া যবের রুটিও খান নাই। কত নির্দয়তার কথা যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করে না অথচ নিজে আরামে থাকে। —নাসায়ী

১৫। হাদীসঃ মু'মিন বান্দার জন্য তাহার দরজার সায়েল আল্লাহ্ প্রেরিত তোহ্‌ফা।

১৬। হাদীসঃ তোমরা ছদ্‌কা কর এবং ছদ্‌কা দ্বারা রোগীর রোগ চিকিৎসা কর। কেননা, ছদ্‌কা রোগ ও বালা-মুছীবত দূর করে এবং আয়ু ও নেকী বৃদ্ধি করে। —বায়হাকী

১৭। হাদীসঃ সাখাওয়াত এবং ভাল স্বভাব এই দুইটি জিনিস ব্যতিরেকে কেহই আল্লাহ্‌র ওলী হইতে পারে নাই। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ওলীদের মধ্যে সাখাওয়াত ও সৎস্বভাব নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকে। —দায়লামী

হজ্জ

(হজ্জ ইসলামের পঞ্চম রোকন। যাহার নিকট আবশ্যকীয় খরচ বাদে মক্কা শরীফে যাতায়াতের মোটামুটি খরচ পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহার উপর হজ্জ ফরয।)

হজ্জ অতি বড় মরতবার ইবাদৎ। হাদীসে ইহার অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যে হজ্জ গোনাহ্ এবং অন্যান্য খারাবী হইতে পবিত্র হইবে, তাহার পুরস্কার বেহেশ্‌ত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।'

ওমরার জন্যও বড় সওয়াবের ওয়াদা করা হইয়াছে। হাদীসে আছে—'হজ্জ এবং ওমরার উভয়ই গোনাহ্‌সমূহকে এমনভাবে দূর করিয়া দেয়, যেমন আগুন লোহার মরিচাকে দূর করিয়া দেয়।'

যাহার উপর হজ্জ ফরয হয় সে যদি হজ্জ না করে, তবে তাহার জন্য ভীষণ আযাবের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ 'যাহার নিকট মক্কা শরীফে যাতায়াতের সম্বল হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করিবে সে ইহুদী বা নাছারা হইয়া মরুক, আল্লাহ্‌র সঙ্গে (এবং আল্লাহ্‌র ইস্‌লামের সঙ্গে) তাহার কোন সংশ্রব নাই।' অন্য হাদীসে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হজ্জ না করা ইসলামের তরীকা নহে।

১। মাসআলাঃ সারা জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা ফরয। একবারের বেশী হজ্জ করিলে তাহা নফল হইবে এবং অনেক বেশী সওয়াব হইবে।

২। মাসআলাঃ না-বালেগ অবস্থায় যদি কেহ হজ্জ করে, তবে সে হজ্জ নফল হইবে। বালেগ হওয়ার পর সম্বল হইলে হজ্জ পুনরায় করিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ অন্ধের উপর হজ্জ ফরয নহে; যত ধনই থাকুক না কেন।

৪। মাসআলাঃ যখন কাহারও উপর হজ্জ ফরয হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসরই হজ্জ করা ওয়াজিব। বিনা ওযরে দেরী করা, এরূপ খেয়াল করা যে, এখনও অনেক সময় আছে, অন্য কোন বৎসর হজ্জ করিব, ইহা দুরুস্ত নাই। অবশ্য ইহার ২/৪ বৎসর পরও যদি হজ্জ করে, তবে আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু গোনাহ্‌গার হইবে।

৫। মাসআলাঃ মেয়েলোকের হজ্জের সফরে স্ত্রীলোকের নিজ স্বামী বা কোন মাহ্‌রাম পুরুষ সঙ্গে হওয়াও যরূরী। ইহা ব্যতীত হজ্জে যাওয়া দুরুস্ত নাই। অবশ্য যদি কা'বা শরীফ হইতে এতটুকু দূরে বসবাস করে যে, তথা হইতে মক্কা শরীফ তিন মঞ্জিলের পথ না হয়, তবে স্বামী বা মাহ্‌রাম সঙ্গে না লইয়া হজ্জে যাওয়া দুরুস্ত আছে।

৬। মাসআলাঃ যদি সে মাহ্‌রাম না-বালেগ কিংবা এরূপ বদদ্বীন হয় যে, কোন মতেই তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না, তবে তাহার সহিত যাওয়া দুরুস্ত নাই।

৭। মাসআলাঃ যে মেয়েলোকের উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং বিশ্বাসযোগ্য মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার সঙ্গে যাইবার জন্য পাইয়াছে, তাহকে হজ্জে যাইতে স্বামীর নিষেধ করা দুরুস্ত নাই। করিলেও তাহার কথা মানিবে না; চলিয়া যাইবে।

৮। মাসআলাঃ যে মেয়ে এখনও বালেগ হয় নাই, কিন্তু বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, তাহার জন্যও ঘনিষ্ঠ মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার ব্যতীত একা একা বা বেগানা পুরুষের সঙ্গে বা গায়র মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদারের সঙ্গে হজ্জের সফর করা যায়েয নহে।

৯। মাসআলাঃ যে মাহ্‌রাম রেশ্‌তাদার বা স্বামী মেয়েলোকের হজ্জ করাইবার জন্য লইয়া যাইবে তাহার সমস্ত খরচ দেওয়া ঐ মেয়েলোকের উপর ওয়াজিব।

১০। মাসআলাঃ যে মেয়েলোকের উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে, সে যদি সারা জীবন মাহ্‌রাম রেশতাদার না পাওয়ায় হজ্জ করিতে না পারে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে না। অবশ্য শেষ জীবনে

বদলী হজ্জ করাইবার অছীঅত করা ওয়াজিব হইবে। এইরূপ অছীঅত করিলে সে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে। মৃত্যুর পর তাহার ওলীওয়ারিসগণ তাহার টাকা দিয়া একজন লোককে মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে পাঠাইবে। সে মরহুমার পক্ষ হইতে হজ্জ করিবে ইহাতে তাহার যিম্মা হইতে হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। অন্যের পক্ষে হজ্জ করাকে 'বদলী হজ্জ' বলে।

১১। মাসআলাঃ হজ্জ ফরয হওয়ার পর আলস্য করিয়া দেরী করিলে এবং পরে অন্ধ বা শক্তিহীন হইলে বদলী হজ্জের জন্য অছীঅত করা ওয়াজিব।

(**মাসআলাঃ** যদি কেহ হজ্জ ফরয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ না করে এবং পরে গরীব হইয়া যায়, তবে ঐ ফরয তাহার যিম্মায় থাকিয়া যাইবে। যে কোন উপায়ে হজ্জ করিতে হইবে নতুবা ফরয তরকের গোনাহ্ থাকিয়া যাইবে। আগে অবহেলা করিয়াছে বলিয়া এখন গরীব হওয়া সত্ত্বেও মা'ফ পাইবে না।)

১২। মাসআলাঃ যে নিজে হজ্জ করিতে পারে নাই, সে বদলী হজ্জের অছীঅত করিয়া মরিলে, দেখিতে হইবে যে, তাহার ষোল আনা ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে প্রথমে তাহার কাফন-দাফন ও করয আদায়ের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা হজ্জের সম্পূর্ণ খরচ হইতে পারে কি না। যদি তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা হজ্জের সম্পূর্ণ খরচ হইতে পারে, তবে ওয়ারিসগণের উপর তাহার পক্ষ হইতে তাহার বাড়ী হইতে সম্পূর্ণ যাযায়াত খরচ দিয়া বদলী হজ্জ করান ওয়াজিব। (কিন্তু যদি সম্পত্তি কম হয় এবং তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা একজন লোককে পাঠান না যায়, তবে বদলী হজ্জ করাইবে না। টাকাটা কোন হাজীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিবে। সে যেখান হইতে ঐ টাকায় একজন লোককে নিতে পারে সেস্থান হইতে একজন লোকের যাতায়ত খরচ দিয়া বদলী হজ্জের জন্য লইয়া যাইবে; নতুবা) যদি বালেগ ওয়ারিসগণ নিজ নিজ অংশের দাবী ছাড়িয়া দিয়া, অথবা নিজ তহ্‌বীল হইতেই বদলী হজ্জের জন্য লোক পাঠায়, তবে তাহা আরও ভাল। কিন্তু না-বালেগ ওয়ারিস থাকিলে তাহার অংশে দাবী ছাড়িবার বা তাহার অংশ হইতে দান করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

১৩। মাসআলাঃ কেহ যদি হজ্জে বদলের অছিঅত করিয়া মারা যায়, কিন্তু ত্যাজ্য সম্পত্তির তৃতীয়াংশের দ্বারা হজ্জে বদল না হয় এবং তৃতীয়াংশের বেশী খরচ করিতে ওয়ারিশগণ সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি না দেওয়ায় হজ্জে বদল করা না হয়, তবে অছিঅতকারীর গোনাহ্ হইবে না।

১৪। মাসআলাঃ সকল প্রকার অছিঅতেরই এই হুকুম। অতএব, যদি কাহারও যিম্মায় অনেকগুলি রোযা ও নামায ক্বাযা বা বাকী থাকে কিংবা যাকাত বাকী থাকে এবং অছিঅত করিয়া মারা যায়, তবে শুধু ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে এইগুলি আদায় করিতে হইবে। ওয়ারিশগণের আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত এক তৃতীয়াংশের বেশী খরচ করা জায়েয নাই। পূর্বেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

১৫। মাসআলাঃ বিনা অছিঅতে মৃতের সম্পত্তি হইতে হজ্জে বদল করা দুরুস্ত নাই। অবশ্য যদি সকল ওয়ারিস খুশী হইয়া এজাযত দেয়, তবে জায়েয আছে। ইন্‌শাআল্লাহ্ ফরয হজ্জ আদায় হইবে। কিন্তু না-বালেগের এজাযতের মূল্য নাই।

১৬। মাসআলাঃ মেয়েলোক যদি ইদ্দতের অবস্থায় থাকে, তবে ইদ্দতপালন ছাড়িয়া দিয়া হজ্জের জন্য সফর করা তাহার জন্য জায়েয নহে।

১৭। মাসআলাঃ যাহার নিকট শুধু মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াতের খরচ আছে, কিন্তু মদীনা শরীফ যাইবার খরচ নাই তাহার উপর হজ্জ ফরয হইবে। মদীনা যাওয়ার খরচ না থাকিলে হজ্জ ফরয নহে এরূপ ধারণা একেবারে ভুল।

১৮। মাসআলাঃ এহ্‌রামে মেয়েলোকের মুখ ঢাকার সময় মুখে কাপড় লাগান দুরুস্ত নাই। আজকাল এই কাজের জন্য একপ্রকার জালিদার পাখা পাওয়া যায়, উহা চেহারার উপর বাঁধিয়া লইবে। চোখ বরাবর জালি থাকিবে, উহার উপর বোরকা রাখিবে। ইহা দুরুস্ত আছে।

হজ্জের অবশিষ্ট মাসআলা হজ্জ করার সময় ছাড়া সবকিছু বুঝে আসিবে না এবং মনেও থাকিবে না। হজ্জে গেলে মোয়াল্লিম সবকিছু শিখাইয়া দিবে। ওমরার তরতীব সেখানে গেলে বুঝিতে পারিবে। এখানে হজ্জের প্রাথমিক কতিপয় কাজের উল্লেখ করা হইল।

হজ্জে যাইবার সময় স্ত্রী, কন্যা ইত্যাদি যাহাদের ভরণ-পোষণ যিম্মায় থাকে ফিরিয়া আসার সময় পর্যন্ত তাহাদের খরচ দিয়া যাইতে হইবে। যদি পিতামাতা জীবিত থাকেন, তবে ফরয হজ্জ করিতে নিষেধ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের যদি খোরপোষের ব্যবস্থা না থাকে, বা পথে কোন প্রবল যুদ্ধের আশঙ্কা থাকে, বা নফল হজ্জ করিতে নিষেধ করে, তবে তাহাদের অনুমতি না লইয়া এবং তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট না করিয়া সফর করা জায়েয নাই। এইরূপে পাওনাদারকে সন্তুষ্ট না করিয়াও হজ্জের সফর করা জায়েয নহে।

হজ্জে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে খুব দেল গলাইয়া সমস্ত গোনাহ্‌ হইতে খাঁটি দেলে তওবা করিবে। যদি কাহারও কোন পাওনা-দেনা থাকে তাহা পরিশোধ করিবে, যাহাদের সহিত কাজ কারবার হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে মা'ফ চাহিয়া লইবে। যদি নামায, রোযা, যাকাত, কোরবানী, ফেৎরা, মান্নত, কাফ্‌ফারা ইত্যাদি কোনকিছু যিম্মায় বাকী থাকে তাহা আদায় করিবে। দেনা আদায় করিবার পূর্বে যদি কোন পাওনাদার মারা গিয়া থাকে এবং তাহার ওয়ারিস থাকে, তবে তাহার পাওনা তাহার ওয়ারিসগণকে পৌঁছাইয়া দিবে। আর যদি ওয়ারিস না থাকে বা জানা না থাকে, তবে পাওনা পরিমাণ মাল গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিয়া দিবে। আর যদি কাহারও কিছু শারীরিক বা মানসিক পাওনা থাকে, তবে তাহা মা'ফ চাহিয়া লইবে। যদি সে মারা গিয়া থাকে বা নিখোঁজ হইয়া গিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য মাগ্‌ফেরাত চাহিতে থাকিবে।

হজ্জের খরচ হালাল মালের দ্বারা সংগ্রহ করিবে। কেননা, হারাম মালের দ্বারা কোন এবাদত কবূল হয় না।

এইসব হক্কুল এবাদ আদায় করার পর হজ্জের সফরের জন্য সৎ-সঙ্গী তালাশ করিবে। কেননা, সৎ-সঙ্গী ছাড়া এই সফর করা বড় কঠিন। যদি কোন নেক্‌কার আলেম সঙ্গী পাওয়া যায়, তবে অতি উত্তম।

মদীনা শরীফ যিয়ারত

হজ্জ করিতে গেলে, হজ্জের আগে বা পরে মদীনা শরীফে হযরতের (দঃ) রওযা শরীফ এবং মসজিদে নববীর যিয়ারত করিয়া আসার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

১। হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

مَنْ زَارَنِىْ بَعْدَ مَمَاتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ ○

'যে মুসলমান আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করিবে সে-ও তদ্রূপই বরকত পাইবে, যেরূপ আমার জীবিত অবস্থায় আমার সাথে মুলাকাত করিলে পাইত।

২। **হাদীসঃ** রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ ○

'যে হজ্জ করিয়া গেল অথচ আমার যিয়ারত করিল না, তবে সে আমার সঙ্গে বড় গোস্তাখী করিয়া গেল।' মসজিদে নববী সম্বন্ধে হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ

'যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে এক রাকা'আত নামায পড়িবে,, সে পঞ্চাশ হাজার রাকা'আত নামাযের সওয়াব পাইবে।' আয় আল্লাহ্! আমাদের সকলকে মদীনা শরফের যিয়ারত নছীব কর এবং নেককাজের তওফীক দান কর, আমীন!

নযর বা মান্নত

১। **মাসআলাঃ** কোন কাজে এবাদত জাতীয় কোন মান্নত মানিলে যদি উহা পুরা হয়, তবে ঐ মান্নত পুরা করা ওয়াজিব; পুরা না করিলে গোনাহ্গার হইবে। শরীঅতের খেলাফ জিনিসের মান্নত মানিলে, তাহা পুরা করিতে হইবে না।

২। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, হে আল্লাহ্! যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে পাঁচটি রোযা রাখিব। যদি কাজটি হইয়া যায়, তবে পাঁচটি রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে। আর যদি কাজ না হয়, তবে রোযা রাখা ওয়াজিব হইবে না। যদি শুধু এতটুকু বলে যে, পাঁচটি রোযা রাখিব, তবে তাহার এখতিয়ার থাকিবে সে এক সঙ্গেও পাঁচটি রাখিতে পারে বা একটা দুইটা করিয়া পাঁচটা পুরা করিতে পারে। আর যদি মান্নত মানার সময় মুখে বলিয়া থাকে বা দেলে নিয়ত রাখিয়া থাকে যে, এক সঙ্গেই পাঁচটি রোযা রাখিব, তবে এক সঙ্গেই পাঁচটি রাখিতে হইবে। যদি কোন কারণবশতঃ মাঝে একটি ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে পুনরায় পাঁচটি একত্রে রাখিতে হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, আমি শুক্রবারে রোযা রাখিব অথবা মহর্‌রমের চাঁদের পহেলা তারিখ হইতে দশ তারিখ পর্যন্ত রোযা রাখিব, তবে খাছ করিয়া শুক্রবারে রোযা ওয়াজিব হইবে না। শুক্রবার ছাড়া অন্য দিনে রোযা রাখিলেও আদায় হইয়া যাইবে। এইরূপে খাছ করিয়া মহররমের দশ দিনের রোযা ওয়াজিব হইবে না, অন্য কোন চাঁদে ১০টি রোযা রাখিলেই ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু ১০টি রোযা এক লাগা মাঝে ফাঁক না দিয়া রাখিতে হইবে। যদি কেহ বলে, আজ যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে কালই আমি একটি রোযা রাখিব। তবে যদি কাল না রাখিতে পারে, অন্য এক দিন রাখে, তবুও ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে।

৪। **মাসআলাঃ** যদি মান্নতে বলে যে, মহর্‌রম চাঁদের এক মাস রোযা রাখিব, তবে পুরা মাস এক লাগা রোযা রাখিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ মাসের মধ্যে ৫/৭টি রোযা রাখিতে না পারে, তবে পূর্ণ মাসের রোযা দোহ্‌রাইতে হইবে না, শুধু যে কয়টি রোযা রাখে নাই তাহা অন্য এক সময় পুরা করিলেই চলিবে। আর যদি মহর্‌রমের চাঁদে রোযা না রাখিয়া অন্য কোন চাঁদে রাখে, তবুও ওয়াজিব আদায় হইবে, কিন্তু সব রোযা এক লাগা রাখিতে হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কেহ মান্নত মানে যে, যদি আমার হারান জিনিসটি ফিরিয়া পাই, তবে আমি আল্লাহ্‌র নামে ৮ রাকা'আত নামায পড়িব, তবে ঐ জিনিসটি পাইলে ৮ রাকা'আত নামায পড়া তাহার উপর ওয়াজিব হইবে। সেই ৮ রাকা'আত নামায এক সঙ্গে এক সালামে পড়িতে

পারিবে, বা ইচ্ছা করিলে ৪ রাকা'আত করিয়া দুই সালামে, বা দুই রাকাআত করিয়া ৪ সালামেও পড়িতে পারিবে। আর যদি ৪ রাকা'আতের মান্নত মানিয়া থাকে, তবে ৪ রাকা'আত এক সালামে পড়িতে হইবে। দুই রাকা'আতের নিয়তে দুই সালামে ৪ রাকা'আত পড়িলে ওয়াজিব আদায় হইবে না।

৬। **মাসআলা ঃ** এক রাকা'আত নামাযের মান্নত করিলে দুই রাকাআত পড়িতে হইবে। তিন রাকা'আতের করিলে চারি রাকা'আত, পাঁচ রাকা'আতের মান্নত করিলে, পুরা ছয় রাকা'আত পড়িতে হইবে। তদূর্ধ্বেও এইরূপ হুকুম।

৭। **মাসআলা ঃ** যদি কেহ মান্নত মানে যে, দশ টাকা খয়রাত দিব, বা এক টাকা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করিব, তবে যে কয় টাকা বলিবে, সেই কয় টাকা খয়রাত দেওয়া ওয়াজিব হইবে। অবশ্য যদি কেহ বলে, পঞ্চাশ টাকা খয়রাত দিব, অথচ তাহার কাছে মাত্র দশ টাকার মাল আছে, তদপেক্ষা বেশী কিছু নাই, তবে দশ টাকাই ওয়াজিব হইবে। আর যদি নগদ দশ টাকা থাকে, বাকী অন্যকিছু মালও থাকে, তবে সমস্তের মূল্য ধরিয়া যদি নগদ ১০ টাকাসহ মোট পঁচিশ টাকা হয়, তবে পঁচিশ টাকাই ওয়াজিব হইবে, বেশী ওয়াজিব হইবে না।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি এইরূপ মান্নত করে যে, দশ জন মিস্‌কীন খাওয়াইবে, তবে দেখিতে হইবে যে, এই কথা বলার সময় তাহার নিয়ত কি ছিল। যদি এক ওয়াক্ত খাওয়ানের নিয়ত থাকিয়া থাকে, তবে দশ জন মিস্‌কীনকে এক ওয়াক্ত খাওয়াইয়া দিলেই চলিবে, আর যদি দুই ওয়াক্ত খাওয়ানের নিয়ত থাকিয়া থাকে, অথবা কিছু নিয়ত ঠিক করিয়া না বলিয়া থাকে, তবে দশজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া, খাওয়াইতে হইবে। আর যদি কাঁচা মাল—ডাল-চাউল দিতে চায় এবং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নিয়ত করিয়া থাকে, তবে সেই পরিমাণই দিতে হইবে, পরিমাণের নিয়ত না করিয়া থাকিলে প্রত্যেক মিস্‌কীনকে একটি ছদকা-ফেৎরার পরিমাণ দিতে হইবে।

৯। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিল—এক টাকার রুটি মিস্‌কীনদের দান করিব, তবে নগদ এক টাকার রুটি বা যে কোন জিনিস কিনিয়া দিলে আদায় হইবে।

১০। **মাসআলা ঃ** কেহ বলিল, প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এক টাকা করিয়া দশ টাকা খয়রাত দিব, কিন্তু দশ টাকাই একজন মিস্‌কীনকে দিল, তাহাতে ওয়াজিব আদায় হইবে। কারণ, প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এক টাকা দিবে বলাতে দশজনকে দেওয়া ওয়াজিব হয় নাই। যদি দশ টাকা বিশজনকে দেয় তাহাতেও ওয়াজিব আদায় হইবে। আর যদি মান্নতের সময় বলিয়া থাকে যে, দশ টাকা দশজন মিস্‌কীনকে দিব এবং দিতে দশজনের চেয়ে কম বা বেশীকে দেয়, তাহাতেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১১। **মাসআলা ঃ** মান্নত করিল, দশজন নামাযী বা হাফেযকে খাওয়াইব, এখন দশজন মিস্‌কীন খাওয়াইলেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১২। **মাসআলা ঃ** কেহ বলিল, মক্কা শরীফে দশ টাকা খয়রাত দিব। মক্কাশরীফে খয়রাত করা ওয়াজিব নহে, যেখানে ইচ্ছা খয়রাত করিতে পারে। যদি কেহ বলে যে, শুক্রবারে খয়রাত দিব বা অমুক মিস্‌কীনকে দিব, তবে শুক্রবারে বা সেই মিস্‌কীনকে দেওয়াই যরূরী নহে। যদি বলে যে, এই টাকাটাই আল্লাহ্‌র কাজে দান করিব, তবে খাছ সেই টাকাটাই দেওয়া ওয়াজিব হইবে না, অন্য টাকা বা টাকার মূল্যের পয়সা, বা অন্য জিনিস দিলেও ওয়াজিব আদায় হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ যদি কেহ মান্নত করে যে, জুমু'আ মস্জিদে বা মক্কা শরীফে দুই রাকাআত নামায পড়িবে, তবুও যেখানে ইচ্ছা পড়িতে পারে।

১৪। মাসআলা ঃ কেহ মান্নত মানিল, যদি আমার ভাইয়ের অসুখ ভাল হয়, তবে আমি একটা বকরী যবাহ্ করিব, বা এইরূপ বলিল যে, একটা বক্রীর গোশ্ত খয়রাত করিব, তবে মান্নত হইয়া যাইবে। আর যদি এইরূপ বলে যে, কোরবানী করিব, তবে কোরবানীর দিন যবাহ্ করিতে হইবে, এই উভয় অবস্থায় উহার গোশ্ত মিস্কীন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেওয়া বা নিজে খাওয়া দুরুস্ত নাই। যে পরিমাণ নিজে খাইবে বা ধনী লোককে দিবে, সে পরিমাণ আবার খয়রাত করিতে হইবে।

১৫। মাসআলা ঃ যদি কেহ একটি গরু কোরবানী করার মান্নত মানে, তবে গরু না পাইলে তৎপরিবর্তে ৭টি বকরী কোরবানী করিবে।

১৬। মাসআলা ঃ মান্নত করিল, আমার ভাই আসিলে আমি দশ টাকা খয়রাত দিব। যদি সে আসার খবর পাইয়া, বাড়ী পৌঁছার আগেই দশ টাকা খয়রাত দেয়, তবে মান্নত পুরা হইবে না, আসার পরে দশ টাকা দিতে হইবে।

১৭। মাসআলা ঃ যদি এমন কোন বিষয়ের উপর মান্নত মানে যাহা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে ত মান্নত পুরা করিতে হইবে। যেমন বলিল, আমার অসুখ যদি আল্লাহ্ তা'আলা আরোগ্য করিয়া দেয়, বা যদি আমার ভাই নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে, বা যদি আমার বাপ মোকদ্দমায় জিতিয়া যান বা চাকুরী হইয়া যায়, তবে আমি দশ টাকা খয়তার দিব; এইসব মকছুদ পুরা হইলে মান্নত পুরা করিতে হইবে। কেহ বলিল, যদি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি, তবে দুইটা রোযা রাখিব, যদি আমি এক ওয়াক্ত নামায না পড়ি, তবে এক টাকা খয়রাত দিব। এখন কথা বলিল বা নামায পড়িল না, এমতাবস্থায় তাহার ইখ্তিয়ার হইবে; কসমের কাফ্ফারা আদায় করুক, অথবা দুই রোযা রাখুক বা এক টাকা খয়রাত করুক।

১৮। মাসআলা ঃ মান্নত করিল, এক হাজার বার দুরূদ বা এক হাজার বার কলেমা পড়িব, তবে মান্নত দুরুস্ত হইবে এবং পড়া ওয়াজিব হইবে। যদি বলে, সোবহানাল্লাহ্ বা লা-হাওলা এক হাজার বার পড়িব, তবে পুরা করা ওয়াজিব হইবে না।

১৯। মাসআলা ঃ যদি কেহ মান্নত মানে যে, দশ খতম কোরআন শরীফ পড়িব বা এক পারা কোরআন শরীফ পড়িব, তবে মান্নত হইবে এবং পুরা করিতে হইবে।

২০। মাসআলা ঃ যদি মান্নত মানে যে, যদি আমার অমুক কাজ হইয়া যায়, তবে মৌলুদ পড়াইব, বা অমুক বুযুর্গের মাযারে চাদর চড়াইব, বা যদি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে মসজিদের তাক ভরিয়া দিব, বা মসজিদের গুলগুলা ছড়াইব, বা বড়পীরের নেয়ায দিব বা এগারই শরীফ করিব। এইরূপ মান্নত পুরা করার দরকার নাই।

২১। মাসআলা ঃ মুশ্কিল কোশা (আলীর) রোযা বা এজাতীয় অন্য মান্নত করা দুরুস্ত নহে; বরং এইরূপ মান্নত শির্ক, ইহাতে ঈমান নষ্ট হয়।

২২। মাসআলা ঃ কেহ মান্নত করিল—মসজিদ মেরামত করিয়া দিব, বা পুল বানাইয়া দিব, মান্নত ছহীহ্ হইবে না। তাহার যিম্মায় কিছু ওয়াজিব হইবে না।

২৩। মাসআলা ঃ কেহ বলিল, যদি আমার ভাইয়ের অসুখ সারিয়া যায়, তবে নাচ করাইব, বা বাদ্য বাজাইব; তবে ভাল হওয়ার পর এরূপ করা জায়েয নহে।

২৪। মাসআলাঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে মান্নত মানা দুরুস্ত নহে। কোন দেব-দেবী হউক, বা কোন পীর-পয়গম্বর হউক, বা কোন মাযার বা আস্তানার হউক, বা কোন ভূত-প্রেতের হউক—এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে মান্নত মানা ছাফ হারাম; ইহাতে ঈমান নষ্ট হইয়া যায়। যেমন, কেহ বড়পীর ছাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে বড়পীর! বা হে আবদুল কাদের জিলানী! বা হে খাজা বাবা! আমার অমুক মকছুদ পুরা করিয়া দাও, আমি তোমার নামে এত শির্ণি দিব। এইরূপ বলা হারাম ও শির্ক, ইহাতে ঈমান থাকে না। এইরূপে জ্বীনের আড্ডায় যাওয়া বা যাহার উপর জ্বীনের ভর হইয়াছে তাহার কাছে কোন ভেঁট লইয়া যাওয়া এবং কোন মকছুদের জন্য দরখাস্ত করা ছাফ হারাম। এইরূপ ভেঁট বা মান্নতের জিনিস খাওয়া হারাম। বিশেষতঃ মেয়েলোকের জন্য মাযারে যাওয়া কঠোর নিষেধ আছে।

হাদীসঃ যে সমস্ত মেয়েলোক কবর বা মাযার যিয়ারত করিতে যাইবে বা করিবে, চেরাগ জ্বালাইবে বা সজ্দা করিবে, তাহার উপর রসূলুল্লাহ্ (দঃ) লা'নত করিয়াছেন। —আবু দাউদ (রসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর রওযা শরীফ যিয়ারত করিতে পারে।)

[**২৫। মাসআলাঃ** যদি কেহ কোন শর্তের বা কোন কাজের কথা উল্লেখ না করিয়াই শুধু আল্লাহ্র নাম লইয়া বলে, আল্লাহ্র নামে দশটি রোযা রাখিব বা আল্লাহ্র নামে একটি খাসী কোরবানী করিব, তবুও মান্নত হইবে এবং পুরা করা ওয়াজিব হইবে।

২৬। মাসআলাঃ নির্দিষ্ট গরু, বকরী, বা মুরগী মান্নত করিলে, সেইটাই দিতে হইবে। আর যদি নির্দিষ্ট করিয়া না বলে, তবে কোরবানীর উপযুক্ত একটি গরু বা একটি খাসী দিতে হইবে।]

কসম খাওয়া

১। মাসআলাঃ বিনা যরূরতে কথায় কথায় কসম খাওয়া অন্যায় কাজ। কারণ, ইহাতে আল্লাহ্র নামের তা'যীম নষ্ট হয় এবং শক্ত বেআদবী হয়। কাজেই সত্য কথার উপরও কসম না খাইয়া পারিলে কিছুতেই কসম খাওয়া উচিত নহে।

২। মাসআলাঃ যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ্র কসম, এই কাজ আমি করিব বা এইরূপ বলে যে, খোদার কসম বা খোদার ইজ্জত ও জালালের কসম, আল্লাহ্র বুযুর্গী ও বড়ত্বের কসম, এই কাজ আমি করিব, তবে কসম হইয়া যাইবে তাহার খেলাফ করা কিছুতেই জায়েয হইবে না। (ফলকথা, আল্লাহ্র যাতি নাম হউক বা ছেফাতি নাম হউক, আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিয়া কথা বলিলেই কসম হইয়া যাইবে।)

আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করিয়া যদি কেহ শুধু বলে যে, কসম খাইতেছি অমুক কাজ করিব না, তবুও কসম হইয়া যাইবে।

৩। মাসআলাঃ কেহ বলিল, খোদা সাক্ষী, আল্লাহ্কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি বা আল্লাহ্কে হাযের নাযের জানিয়া বলিতেছি, তবে কসম হইয়া যাইবে।

৪। মাসআলাঃ কেহ বলিল, কোরআন বা আল্লাহ্র কালামের কসম করিয়া বলিতেছি, তবে কসম হইবে। যদি কোরআন হাতে করিয়া বা কোরআনের উপর হাত রাখিয়া কোন কথা বলে কিন্তু কসম না খায়, তবে কসম হইবে না।

৫। মাসআলাঃ যদি কেহ বলে, যদি অমুক কাজ করি, তবে যেন বেঈমান হইয়া মরি, বা মৃত্যুর সময় যেন ঈমান নছীব না হয়, বেঈমান হইয়া যাই, বা বলিল, যদি অমুক কাজ

করি, তবে মুসলমানই নহি, তবে কসম হইয়া যাইবে। ইহার খেলাফ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে। ঈমান যাইবে না।

৬। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ এইরূপ কসম করে যে, যদি অমুক কাজ করি, তবে যেন আমার হাত ভাঙ্গিয়া যায়, বা চোখ কান নষ্ট হইয়া যায়, বা সমস্ত শরীরে যেন কুষ্ঠরোগ হইয়া যায়, বা আমার উপর যেন খোদার গযব পড়ে, বা আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে বা যেন দানা পানি না মিলে, বা খোদার অভিশাপ পড়ে, খোদার লা'নত পড়ে, বা যদি অমুক কাজ করি, শূকর খাই, মৃত্যুর সময় যেন কলেমা নছীব না হয়, কিয়ামতে আল্লাহ্ রসূলের সম্মুখে লজ্জিত হই ইত্যাদি কথায় কসম হয় না। এই ধরনের কসম করিয়া যদি কেহ ভঙ্গ করে, তবে তাহাতে কাফ্ফারা নাই।

৭। **মাসআলা** ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাইলে কসম হয় না। যেমন, রসূলুল্লাহ্র কসম, বা কাবা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, নিজ যৌবনের কসম, নিজ হাত পা'র কসম, নিজের বাপের কসম, নিজ সন্তানের কসম,নিজ প্রিয়জনের কসম, তোমার মাতার কসম, তোমার জানের কসম, তোমার কসম, নিজের কসম, এই জাতীয় কসমের খেলাফ করিলে কাফ্ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাওয়া শক্ত গোনাহ্। হাদীস শরীফে ইহার কঠোর নিষেধ আসিয়াছে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কসম খাওয়া শেরেকী কথা, ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য।

৮। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ বলে, তোমার ঘরের ভাত পানি আমার জন্য হারাম, বা এইরূপ বলে, অমুক জিনিস আমি আমার জন্য হারাম করিয়া লইয়াছি, তবে ইহাতে কসম হইয়া যাইবে। সে জিনিস খাইলে তাহার কাফ্ফারা দিতে হইবে।

৯। **মাসআলা** ঃ যদি কেহ অন্যকে কসম দেয় যে, তোমার আল্লাহ্র কসম, এই কাজটা করিয়া দাও বা তোমার খোদার কসম অমুক কাজ করিও না, তবে তাহাতে কসম হয় না। ইহার খেলাফ দুরুস্ত আছে।

১০। **মাসআলা** ঃ কসমের সঙ্গে 'ইনশাআল্লাহ্' বলিলে কসম হয় না। যেমন খোদার কসম ইনশাআল্লাহ্ অমুক কাজ করিব না; ইহাতে কসম হইবে না।

১১। **মাসআলা** ঃ যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার উপর মিথ্যা কসম খাওয়া কঠিন গোনাহ্। যেমন, কেহ নামায পড়ে নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, খোদার কসম নামায পড়িয়াছি। কিংবা কেহ গ্লাস ভাঙ্গিয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় বলিল, খোদার কসম আমি ভাঙ্গি নাই। জানিয়া বুঝিয়া মিথ্যা কসম খাইল। এইরূপ কসমের গোনাহ্র কোন সীমা নাই এবং ইহার কোন কাফ্ফারাও নাই। শুধু দিন রাত আল্লাহ্র কাছে তওবা এস্তেগফার করিয়া গোনাহ্ মাফ করাইয়া লইবে। ইহাছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আর যদি ভুলে এবং ধোঁকায় পড়িয়া মিথ্যা কসম খায়; যেমন বলিল, খোদার কসম, এখনও অমুক আসে নাই এবং মনের বিশ্বাস এই যে, সত্য কসম খাইতেছে, পরে জানিতে পারিল যে, ঐ সময় সে আসিয়াছে, তবে ইহা মাফ, ইহাতে গোনাহ্ হইবে না এবং কাফ্ফারাও লাগিবে না।

১২। **মাসআলা** ঃ আগামী কোন ঘটনার জন্য কসম করিয়া বলিল, খোদার কসম আজ বৃষ্টি হইবে, বা আল্লাহ্র কসম আজ আমার ভাই আসিবে, অথচ বৃষ্টিও হইল না, ভাইও আসিল না, তবে কসমের কাফ্ফারা দিতে হইবে।

১৩। মাসআলাঃ কেহ কসম করিয়া বলিল যে, খোদার কসম আজ আমি কোরআন তেলাওয়াত করিবই করিব, ইহাতে কসম হইয়া যাইবে এবং কোরআন তেলাওয়াত করা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে এবং না করিলে গোনাহ্ হইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। এইরূপে যদি কেহ কসম খাইয়া বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতেছি, আজ আমি ঐ কাজ করিবই না। তবে সে কাজ করা তাহার জন্য হারাম, যদি করে তবে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

১৪। মাসআলাঃ যদি কেহ গোনাহ্‌র কাজ করার জন্য কসম খায়; যেমন, কেহ বলিল, খোদার কসম আমি অমুকের অমুক জিনিস চুরি করিয়া আনিব। অথবা খোদার কসম আজ আমি নামায পড়িব না, অথবা আল্লাহ্‌র কসম আমি মা-বাপের সঙ্গে কথা কহিব না। এইরূপ গোনাহ্‌র কসম খাইলে তাহার জন্য কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। কসম ভাঙ্গিয়া কাফ্‌ফারা দিবে নতুবা গোনাহ্‌গার হইবে।

১৫। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম আজ আমি অমুক জিনিস খাইব না। তারপর যদি ভুলিয়া সেই জিনিস খায়, অথবা কেহ জোর জবরদস্তিতে খাওয়ায়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

১৬। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম করিয়া বলে যে, 'খোদার কসম তোকে আমি একটা ফুটা কড়িও দিব না।' তারপর যদি তাহাকে টাকা-পয়সা দেয়, কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

কসমের কাফ্‌ফারা

১। মাসআলাঃ কসম ভঙ্গ করিলে তাহার কাফ্‌ফারা এই যে, হয় দশজন মিস্‌কীনকে দুই ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিবে, না হয় প্রত্যেক মিস্‌কীনকে ৮০ তোলা সেরের এক সের সাড়ে বার ছটাক গম বা তাহার মূল্য দিবে। পূর্ণ দুই সের গম বা তাহার মূল্য দেওয়া উত্তম। আর যদি যব দেয়, তবে গমের দ্বিগুণ দিবে। (আর চাউল ধান দিলে গম বা যবের মূল্যের হিসাবে দিবে।) তাহা না হইলে দশজন মিস্‌কীনকে কাপড় দিবে অর্থাৎ লুঙ্গি, কোর্তা (টুপি) দিবে। প্রত্যেক মিস্‌কীনকে এত পরিমাণ কাপড় দিবে, যদ্দ্বারা তাহার শরীরের অধিকাংশ ঢাকিতে পারে। যেমন, হয়ত বড় একটি চাদর অথবা বড় একটি জামা। কিন্তু কাপড় যদি বেশী পুরাতন হয়, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। আর যদি প্রত্যেক মিস্‌কিনকে এক একখানা লুঙ্গি বা এক একটি পায়জামা দেয়, তবে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। লুঙ্গি বা পায়জামা দিলে তাহার সঙ্গে কোর্তাও দিতে হইবে। পুরুষকে কাপড় দেওয়ার এই হুকুম। আর যদি কোন গরীব মেয়েলোককে কাপড় দেয়, তবে এত পরিমাণ কাপড় দিবে, যদ্দ্বারা সে সমস্ত শরীর ঢাকিয়া নামায পড়িতে পারে, ইহার কম হইলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না। খাওয়ান এবং কাপড় দেওয়া এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে এখ্‌তিয়ার আছে যেটি ইচ্ছা সেটি দিতে পারিবে।

২। মাসআলাঃ যদি কেহ এমন গরীব হয় যে, ১০ জন মিস্‌কীনকে খাওয়াইতে বা কাপড় দিতে পারে না তবে সে একসঙ্গে তিনটি রোযা রাখিবে। পৃথক পৃথকভাবে তিনটি রোযা রাখিলে কাফ্‌ফারা আদায় হইবে না, তিনটি রোযা এক লাগা রাখা দরকার। এমন কি, যদি দুইটি রোযা রাখার পর কোন কারণবশতঃ রোযা রাখিতে না পারে, তবে পুনরায় নূতনভাবে তিনটি রোযা একত্রে রাখিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ কসম ভঙ্গ করিবার আগেই কাফ্ফারা আদায় হইবে না। কসম ভঙ্গ করার পর আবার কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু পূর্বে মিস্কীনকে যাহাকিছু দান করিয়াছে তাহা ফেরত লওয়া দুরুস্ত নহে।

৪। মাসআলাঃ যদি কেহ কয়েকবার কসম খায়, যেমন একবার বলিল, খোদার কসম অমুক কাজ করিব না, তারপর ঐ দিন বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আবার বলিল, খোদার কসম, অমুক কাজ করিব না। মোটকথা, এইরূপে কয়েকবার বলিল, অথবা এইরূপ বলিল, আল্লাহ্র কসম, খোদার কসম, কালামুল্লাহ্র কসম অমুক কাজ নিশ্চয়ই করিব, পরে ঐ কসম ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তবে এইসব কসমের একই কাফ্ফারা দিবে। যদি কেহ কোন কাজ করিবার কসম খায়, যেমন বলিল, খোদার কসম আমি কিছুতেই মিথ্যা কথা বলিব না, তবে যতবার মিথ্যা কথা বলিবে ততটি কাফ্ফারা দিতে হইবে।

৫। মাসআলাঃ যদি কাহারও যিম্মায় কয়েকটি কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, তবে সব কাফ্ফারাই পৃথক পৃথক আদায় করিতে হইবে। যদি জীবিত অবস্থায় শেষ করিতে না পারে, তবে মৃত্যুর পূর্বে অছিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব।

৬। মাসআলাঃ যাহারা যাকাত গ্রহণ করার উপযুক্ত, কাফ্ফারা শুধু তাহাদিগকেই দেওয়া যাইবে, (কেননা, মালদারকে বা কোন সাইয়্যেদকে দেওয়া দুরুস্ত নহে।)

বাড়ী ঘরে না যাওয়ার কসম

১। মাসআলাঃ যদি কেহ বলে যে, খোদার কসম আমি কখনও তোমার বাড়ীতে যাইব না, তবে শুধু বাড়ীর দেউড়িতে গেলে, বাড়ীর ভিতর না ঢুকিলে কসম ভঙ্গ হইবে না। এইরূপে যদি কেহ বলে যে, খোদার কসম আমি তাহাদের ঘরে যাইব না, তবে যদি শুধু আঙ্গিনায় বা উঠানে যায়, বা ঘরের কিনারে দাঁড়ায়, তাহাতে কসম ভঙ্গ হইবে না। দরজার ভিতরে গেলে কসম ভাঙ্গিয়া যাইবে।

২,৩। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম এই বাড়ীতে আমি কিছুতেই যাইব না, তবে যতক্ষণ সেই বাড়ীতে ঘর-দুয়ার থাকিবে, যদি ভগ্নাবস্থায়ও থাকে, তবুও সেখানে গেলে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (এমন কি, ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর নূতন ঘর উঠাইতে গেলেও কসম টুটিয়া যাইবে।) অবশ্য যদি বাড়ীর ভগ্নাবশেষও না থাকে জমিন সমান হইয়া যায় বা ময়দান হইয়া যায়, মসজিদ বা বাগিচা বানাইয়া লওয়া হয়, তবে সেখানে গেলে কসম ভঙ্গ হইবে না।

৪। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, খোদার কসম! তোমার বাড়ীতে আমি কিছুতেই যাইব না এবং পরে বাড়ীর দরজা দিয়া না যাইয়া ছাদ টপ্কাইয়া ঘরের ছাদের উপর যায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে, যাদিও নীচে না নামে।

৫। মাসআলাঃ যদি কেহ কাহার বাড়ীর মধ্যে বা ঘরের মধ্যে বসিয়া বলে যে, খোদার কসম এখানে কখনও আসিব না এবং পরে তথায় অল্পক্ষণ থাকে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না, যে কত দিনই তথায় থাকুক। বাহির হইয়া আসিলে তখন কসম ভঙ্গ হইবে। ইহা বাড়ীতে বা ঘরে আসা সম্বন্ধে হুকুম। কিন্তু যদি কেহ বলে, খোদার কসম এই কাপড় পরিব না, এই বলিয়া যদি তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না। আর যদি তৎক্ষণাৎ না খুলিয়া কিছুক্ষণ পরিয়া থাকে, তবে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৬। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, এই ঘরে আমি থাকিবই না, তবে যদি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে আসবাব-পত্র সরান আরম্ভ করে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে না; কিন্তু যদি কিছুক্ষণ দেরী করে তবে কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৭। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, তোর বাড়ীতে আর পা রাখিব না। অর্থ এই যে তোর বাড়ীতে আসিব না, এইরূপ কসম খাইয়া পরে যদি পাল্‌কিতে বা ডুলিতে চড়িয়া ঐ বাড়ীতে আসে এবং মাটিতে পা না দিয়া পাল্‌কিতে বা ডুলিতে বসিয়া থাকে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৮। **মাসআলাঃ** কেহ বলিল, খোদার কসম তোমাদের বাড়ীতে কোন না কোন সময় যাইব। পরে যদি আর সে বাড়ীতে না যায়, তবে যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন কসম ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য যখন মরিয়া যাইবে, তখন কসম ভঙ্গ হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলে মৃত্যুকালে তাহার অছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত যে, আমার মাল হইতে একটি কসমের কাফ্‌ফারা দিয়া দিও।

৯। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, খোদার কসম অমুকের বাড়ীতে যাইব না, তবে সে ব্যক্তি যে বাড়ীতে বাস করে, সেখানে না যাওয়া চাই, উহা তাহার নিজস্ব বাড়ী হউক বা ভাড়াটিয়া বাড়ী হউক বা পরের বাড়ী ধার করিয়া থাকুক।

১০। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, আমি তোমাদের বাড়ীতে যাইব না এবং তারপর কাহাকেও বলে যে, তুমি আমাকে কোলে করিয়া সেই বাড়ী পৌঁছাইয়া দাও এবং সে পৌঁছাইয়া দেয়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য সে বলা ব্যতীত অন্য কেহ যদি সেই বাড়ীতে বহিয়া নিয়া যায় তবে কসম টুটিবে না। অর্থাৎ যদি কসম খায় যে, আমি কখনও এই বাড়ী হইতে যাইব না, তারপর যদি কাহাকেও বলে—আমাকে কোলে করিয়া বাহিরে নিয়া যাও, আর সে যদি লইয়া যায়, তবে কসম ভঙ্গ হইবে। না বলা সত্ত্বেও যদি বাহিরে লইয়া যায়, তখন কসম টুটিবে না।

পানাহার সম্বন্ধে কসম

১। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খাইল—এই দুধ আমি খাইব না, তারপর যদি সেই দুধের দৈ খায়, তবে তাহাতে কসম ভঙ্গ হইবে না।

২। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, খোদার কসম, এই বকরীর বাচ্চার গোশ্‌ত আমি খাইব না, তারপর যদি বকরীর বাচ্চা বড় হইয়া বকরী বা খাসী হইয়া যায়, তখন তাহার গোশ্‌ত খায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কসম খায় যে, আমি গোশ্‌ত খাইব না, তার পর যদি মাছ কিংবা কলিজা বা ওঝোড়ি খায়, তবে কসম টুটিবে না।

৪। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, এই গম খাইব না। তারপর যদি উহা পিষিয়া রুটি বানাইয়া খায় বা উহার ছাতু খায়, তবে কসম টুটিবে না। আর যদি সেই গম সিদ্ধ করিয়া বা ভাজা করিয়া খায়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি এই অর্থে বলে যে, উহার আটার কোন জিনিসই খাইব না, তবে উহার যে কোন জিনিস খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৫। **মাসআলাঃ** যদি কসম খায় যে, এই আটা খাইব না। পরে উহার রুটি খাইলে কসম ভঙ্গ হইবে। আর যদি উহার হালুয়া বা অন্য কিছু পাকাইয়া খায়, তবুও কসম ভঙ্গ হইবে। কিন্তু যদি ঐ কাঁচা আটা গিলিয়া খায়, তবে কসম টুটিবে না।

৬। **মাসআলাঃ** যদি কসম খায় যে, রুটি খাইব না, তবে সেই দেশে যে যে জিনিসের রুটি খাওয়ার প্রচলন আছে তাহার কোন রুটিই খাইতে পারিবে না। খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৭। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, খোদার কসম, কল্লা খাইব না। তারপর যদি চড়ুইর মাথা বা মুরগীর মাথা খায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। অবশ্য বকরীর বা গরুর মাথা খাইলে কসম টুটিয়া যাইবে।

৮। **মাসআলাঃ** কেহ কসম খাইল মেওয়া খাইব না, তবে আনার, সেব, আঙ্গুর খুরমা, বাদাম, আখরোট, কিসমিস, মোনাক্কা, খেজুর খাইলে কসম টুটিবে।

কথা না বলার কসম

১। **মাসআলাঃ** কসম খাইল যে, অমুক স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর যদি নিদ্রাবস্থায় তার সঙ্গে কথা বলে এবং তাহার আওয়াযে স্ত্রীলোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে।

২। **মাসআলাঃ** যদি কেহ বলে, খোদার কসম, আম্মার অনুমতি ভিন্ন অমুকের সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর যদি আম্মা কথা বলিবার অনুমতি দেয়, কিন্তু সে অনুমতির খবর পাইবার আগেই যদি তাহার সঙ্গে কথা বলে, তবে কসম ভঙ্গ হইবে।

৩। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলিব না, তারপর সেই মেয়েটি যুবতী হইলে বা বুড়ী হইলে যদি তাহার সহিত কথা বলে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৪। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, কখনও তোর মুখ দেখিব না বা কখনও তোর ছুরত দেখিব না, তবে এইরূপ কথার অর্থ এই যে, তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ উঠা-বসা, মেলা-মেশা, কাজ-কারবার ইত্যাদি করিবে না। অতএব, যদি দূর হইতে ছেহারা নযরে পড়িয়া যায় তাহাতে কসম টুটিবে না।

ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কসম

১। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, অমুক জিনিস কিনিব না। তারপর যদি অন্য কাহারও দ্বারা সেই জিনিস কেনায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। এইরূপ যদি কসম খায় যে, আমি অমুক জিনিস বেচিব না, তারপর অন্য কাউকে বলে যে, ভাই তুমি আমার এই জিনিসটা বেচিয়া দাও এবং সে বেচিয়া দেয়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। এইরূপে যদি কেহ কসম খায় যে, আমি এই বাড়ী কেরায়া করিব না এবং তারপর অন্য কাহারও দ্বারা কেরায়া করায়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না। কিন্তু কসম খাওয়ার বেলায় যদি নিয়ত ও অর্থ এই লইয়া থাকে যে, নিজেও কিনিব না, অন্য কাহারও দ্বারা কেনাইব না বা নিজেও বেচিব না, অন্য কাহারও দ্বারা বেচাইব না, নিজেও কেরায়া করিব না কাহারও দ্বারাও কেরায়া করাইব না, তবে অবশ্য কসম টুটিয়া যাইবে অর্থাৎ বলিবার সময় যে অর্থে বলিবে সেই অনুযায়ী হুকুম হইবে। যে সব বড় লোকের ছেলে বা মেয়ে নিজের হাতে এইসব বেচা-কেনার কাজ করে না, সে অন্যের দ্বারা করাইলেও কসম টুটিয়া যাইবে।

২। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আমার এই ছেলেকে মারিব না এবং তারপর যদি অন্যের দ্বারা মারায়, তবে কসম টুটিবে না।

রোযা-নামাযের কসম

১। মাসআলা ঃ যদি কেহ শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া এইরূপ কসম খায় যে, সে রোযা রাখিবে না, তবে যখন সে রোযার নিয়ত করিবে মুহূর্ত পরেই তাহার কসম টুটিয়া যাইবে। দিন পুরা হইবার দরকার পড়িবে না। রোযার নিয়ত করার কিছুক্ষণ পরেই যদি রোযা তুড়িয়া দেয়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে এবং কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। আর যদি এইরূপ কসম খায় যে, একটি রোযাও রাখিব না, তবে এফ্‌তারের সময় টুটিবে। যদি সারা দিন রোযা রাখিয়া ইফ্‌তারের ওয়াক্ত আসিবার পূর্বে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তবে কসম টুটিবে না।

২। মাসআলা ঃ যে কেহ কসম খায় যে, আমি নামায পড়িব না, অতঃপর লজ্জিত হইয়া নামায পড়িতে দাঁড়ায়, তবে যখন প্রথম রাকা'আতের সজ্‌দা করিবে, তখন কসম টুটিবে। সজ্‌দার পূর্বে কসম টুটিবে না। এক রাকা'আত পড়িয়া যদি নামায ছাড়িয়া দেয় তবুও কসম টুটিয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও, এইরূপ কসম করা শক্ত গোনাহ্‌। যদি এরূপ বোকামি হইয়া যায়, তবে ঐ কসম তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ করিবে এবং কাফ্‌ফারা দিবে।

কাপড় বিছানা ইত্যাদির কসম

১। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই কালীন বা সতরঞ্জির উপর আমি শুইব না, তারপর সতরঞ্জির উপর চাদর বিছাইয়া তাহার উপর শোয় বা বসে, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সেই কালীনের উপর আর একটি কালীন বা সতরঞ্জি বিছাইয়া তাহার উপর শোয়, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

২। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, মাটিতে বসিব না এবং তারপর মাটির উপর হোগলা, চাটাই, পাটি, চট বা অন্য কোন কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে তাহার কসম টুটিবে না। কিন্তু যদি পরিধানের কাপড় বা গায়ের চাদরের আচল বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি পরিধানের কাপড় খুলিয়া তাহা বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিবে না।

৩। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খায় যে, এই খাটিয়া বা চৌকির উপর বসিব না এবং তারপর চৌকির উপর সতরঞ্জি, পাটি বা গালিচা বিছাইয়া তাহার উপর বসে, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি সেই খাটিয়া বা চৌকির উপর আর একখানা চৌকি বা খাটিয়া বিছাইয়া উপরের চৌকিতে বসে, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

৪। মাসআলা ঃ যদি কেহ কসম খায় যে অমুককে আমি কখনও গোছল করাইব না, তারপর যদি তাহার মৃত্যুর পর তাহাকে গোসল দেয়, তবুও কসম টুটিয়া যাইবে।

৫। মাসআলা ঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে কসম খাইয়া বলে যে, আমি তোমাকে কখনও মারিব না। তারপর যদি রাগের বশীভূত হইয়া চুলের খোপা ধরিয়া টানে বা গলা চিপিয়া ধরে বা কামড় দেয়, তবে কসম টুটিয়া যাইবে। কিন্তু যদি পেয়ার করিবার উদ্দেশ্যে (চুল টানে বা গলা জড়াইয়া ধরে বা) কামড়াইয়া ধরে, তবে তাহাতে কসম টুটিবে না।

৬। মাসআলাঃ যদি কেহ কসম খায় যে, অমুককে আমি নিশ্চয়ই মারিব; অথচ এইরূপ কসম খাওয়ার পূর্বেই সে মরিয়া গিয়াছে তবে যদি সে মৃত্যুর খবর জানা না থাকায় কসম খাইয়া থাকে, তাহা হইলে কসম টুটিবে না। আর যদি জানিয়া শুনিয়া এইরূপ কসম খাইয়া থাকে, তবে কসম খাওয়া মাত্রই কসম টুটিয়া যাইবে এবং কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইবে।

৭। মাসআলাঃ যদি কেহ কোন কাজ করার কসম খায়, তবে জীবনের মধ্যে যে কোন সময় একবার সেই কাজ করিলেই কসম পুরা হইয়া যাইবে। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আনার নিশ্চয়ই খাইব, তবে জীবনের মধ্যে কোন এক সময় আনার খাইলেই তাহার কসম ঠিক থাকিবে, কসম ভঙ্গ হইবে না। আর যদি কোন কাজ না করার কসম খায়, তবে জীবনের মধ্যে সেই কাজ কখনও করিতে পারিবে না; যখনই করিবে তখনই কসম টুটিবে। যেমন, যদি কেহ কসম খায় যে, আমি আনার খাইব না, তবে জীবনের মধ্যে কখনও আনার খাইতে পারিবে না। কিন্তু যখনই আনার খাইবে তখনই কসম টুটিয়া যাইবে। অবশ্য যদি খাছ করিয়া বলে, যেমন, বাড়ীতে আনার আনিলে ইহার সম্বন্ধে যদি বলে যে, এই আনার আমি কিছুতেই খাইব না, তবে শুধু সেই আনার খাইতে পারিবে না, অন্য আনার বাজার হইতে আনাইয়া খাইলে তাহাতে কসম টুটিবে না।

কাফের বা মোর্‌তাদ হওয়া

[মোর্‌তাদ হওয়ার অর্থ ইসলাম ধর্ম অস্বীকার করা বা পরিত্যাগ করা।]

১। মাসআলাঃ যদি কোন মুসলমান খোদা না করুক ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে তিন দিনের সময় দেওয়া হইবে; তাহার দেলে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার উত্তর দেওয়া হইবে; এবং তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। যদি তিন দিনের মধ্যে তওবা করে, তবে ত ভালই, আর যদি তওবা না করে, তবে মৃত্যু পর্যন্ত আবদ্ধ রাখিতে হইবে। যখন তওবা করিবে তখন ছাড়া যাইবে।

২। মাসআলাঃ কুফরী কথা (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে, খোদা ও রসূলের বিরুদ্ধে ও কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে কোন কথা) মুখ দিয়া বাহির করা মাত্রই ঈমান চলিয়া যায় এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যত নেক কাজ করিয়াছে তাহা পণ্ড ও বাতিল হইয়া যায়, বিবাহ নষ্ট হইয়া যায়, যদি ফরয হজ্জ করিয়া থাকে, তাহা বাতেল হইয়া যায়। পুনরায় যদি তওবা করিয়া মুসলমান হয়, তবে নেকাহ্ পুনরায় নূতনভাবে করিতে হইবে, মালদার হইলে পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে।

৩। মাসআলাঃ যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী (তওবা! তওবা!!) মোর্‌তাদ হইয়া যায়, (অর্থাৎ কোন কথা বা কাজ দ্বারা কাফের প্রমাণিত হইয়া যায়।) তবে ঐ স্ত্রী লোকের নেকাহ্ টুটিয়া যাইবে। তাহার স্বামী তওবা করিয়া মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাহার সহিত কোনই সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না। ঐ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করিলে স্ত্রীও গোনাহ্গার হইবে। যদি স্বামী জোর জবরদস্তি করে, তবে স্ত্রীর শরম করা উচিত নহে। মুসলমান সমাজের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে। ঈমান রক্ষার জন্য শরম ত্যাগ করিবে। যে প্রকারেই হউক আলগ থাকিয়া ঈমান বাঁচাইতে হইবে।

৪। **মাসআলাঃ** কুফরী কথা যদি মুখ হইতে বাহির করে, ঈমান চলিয়া যাইবে। যদি হাসি ঠাট্টাভাবে বলে, দেলে নাও থাকে, তবুও এই হুকুম। যেমন, কেহ বলিল, আল্লাহ্‌র কি ক্ষমতা নাই যে, অমুক কাজ করিয়া দিতে পারে? তদুত্তরে বলিল হাঁ, "ক্ষমতা নাই" তবে কাফের হইবে।

৫। **মাসআলাঃ** কেহ বলিল, চল নামায পড়িতে যাই। তদুত্তরে যদি সে বলে, কে যায়, উঠক-বৈঠক করিতে, তবে কাফের হইয়া যাইবে। এইরূপে কেহ বলিল, রোযা রাখ, তদুত্তরে যদি সে বলে, কে না খাইয়া মরে, বা যার ঘরে ভাত নাই, সে-ই রোযা রাখুক, তবে সে কাফের হইবে।

৬। **মাসআলাঃ** কাহাকেও কোন গোনাহ্‌র কাজ করিতে দেখিয়া যদি কেহ বলে যে, খোদার ভয় নাই যে, এমন কাজ করিতেছিস, তদুত্তরে যদি সে বলে, (নাউযুবিল্লাহ্‌) "হাঁ খোদার ভয় নাই" তবে সে কাফের হইবে।

৭। **মাসআলাঃ** এইরূপে কাহারও কোন শরীঅত বিরুদ্ধ কাজ করিতে দেখিয়া যদি কেহ বলে যে, আরে তুই কি মুসলমান না? এমন কাজ করিতেছিস; তদুত্তরে সে বলে যে, হাঁ "মুসলমান না," তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। যদি ঠাট্টা করিয়াও বলে, তবুও কাফের হইয়া যাইবে।

৮। **মাসআলাঃ** যদি কেহ নামায পড়া আরম্ভ করার পর তাহার উপর কোন বিপদ-আপদ, বালা-মুছীবত আসিয়া পড়ায় বলে যে, এসব নামাযের নহুছতের কারণে হইতেছে, তবে সে কাফের হইয়া যাইবে।

৯। **মাসআলাঃ** যদি কেহ কাফেরের কোন কাজ পছন্দ করে এবং বলে, যদি কাফের হইতাম তবে ভাল হইত, এবং আমরাও এরূপ করিতাম, তবে কাফের হইয়া যাইবে। (নাউযুবিল্লাহ্‌)

১০। **মাসআলাঃ** কাহারও ছেলে মারা যাওয়ায় বলিল, হে আল্লাহ্‌, আমার উপর এই যুলুম কেন করিলে, আমাকে পেরেশান করিলে? ইহা বলায় কাফের হইয়া যাইবে।

১১। **মাসআলাঃ** যদি কেহ এইরূপ বলে যে, এই কাজ যদি খোদাও আমাকে করিতে বলে, তবুও করিব না,বা এইরূপ বলে যে, জিব্‌রায়ীল যদি আসমান হইতে নামিয়া আসিয়াও আমাকে এই কাজ করিতে বলে, তবুও আমি তাহার কথা মানিব না। তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। (তওবা না করিলে চির জাহান্নামী হইবে।)

১২। **মাসআলাঃ** কেহ বলিল, আমি এমন কাজ করিব যে, তা খোদাও জানে না, বা খোদা আমার দ্বারা এমন কাজ কেন করাইল? ইহাতে কাফের হইয়া যাইবে।

১৩। **মাসআলাঃ** কেহ যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁহার কোন রাসূলকে তাচ্ছিল্য করে, কিংবা শরীঅতের কোন বিষয়কে খারাব মনে করে, দোষ বাহির করে, কুফরীর কোন বিষয়কে পছন্দ করে, তবে এসব কাজে ঈমান চলিয়া যায়। যে সমস্ত কুফরী বিষয়ে ঈমান চলিয়া যায়, তাহা প্রথম খণ্ডে আকীদার বয়ানের পর বর্ণিত হইয়াছে। আর নিজের ঈমানের হেফাযতের জন্য খুব সতর্ক হওয়া দরকার। আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সকলের ঈমান কায়েম রাখুন এবং ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করেন। আমীন!

যবাহ্‌

১। **মাসআলাঃ** যবাহ্‌ করার নিয়ম এই যে, জানোয়ারের মুখ ক্বেব্‌লা তরফ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" বলিয়া গলা কাটিতে হইবে। গলায় চারিটি রগ আছে। একটি রগ শ্বাস-প্রশ্বাসের, একটি পানাহারের এবং দুইটি পার্শ্বের মোটা রগ, মোট এই চারিটি রগ

কাটিতে হইবে। যদি ঘটনাক্রমে চারিটি রগ না কাটিয়া তিনটি কাটে, তবুও জানোয়ার হালাল হইবে, কিন্তু যদি তিনটির কম কাটে, তবে উহা মৃত গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যাইবে।

২। **মাসআলা :** যবাহ্ করার সময় যদি ইচ্ছা করিয়া বিস্‌মিল্লাহ্ না পড়ে, তবে জানোয়ার মরা লাশের মধ্যে গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি ভুলে না বলিয়া থাকে, তবে গোশ্‌ত খাওয়া দুরুস্ত আছে।

৩। **মাসআলা :** ভোঁতা ছুরি দ্বারা বা কম ধারাল ছুরি দ্বারা যবাহ্ করা মাকরূহ্। ছুরি ধারাল না হইলে জানোয়ারের কষ্ট হয়। (কোন জীবকে অযথা কষ্ট দেওয়া শরীঅতে নিষেধ।) যবাহ্ করার পর জানোয়ার ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসান, হাত পা কাটা, ভাঙ্গা বা সমস্ত গলা কাটিয়া দেওয়া মাকরূহ্।

৪। **মাসআলা :** মুরগী যবাহ্ করিবার সময় ভুলক্রমে যদি সমস্ত গলা কাটিয়া যায়, তবে মুরগী খাওয়া দুরুস্ত আছে। অবশ্য গলা সম্পূর্ণ কাটিয়া দেওয়া মাকরূহ্। মুরগী খাওয়া মাকরূহ্ হইবে না।

৫। **মাসআলা :** মুসলমান পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, তাহার যবাহ্ খাওয়া হালাল। এমন কি, (যদি কোন নাবালেগ ছেলে বা মেয়ে বিস্‌মিল্লাহ্ বলিয়া যবাহ্ করে বা) কেহ নাপাক অবস্থায় যবাহ্ করে, তবুও তাহা হালাল। কাফেরের যবাহ্ খাওয়া হারাম।

৬। **মাসআলা :** ছুরির অভাবে ধারাল পাথর, ইস্পাত বাঁশ বা আখের ধারাল বাক্‌ল দ্বারা যবাহ্ করা দুরুস্ত। পাথরের আঘাতে বা বন্দুকের গুলীতে মরিয়া গেলে হালাল হইবে না। দাঁত বা নখ দ্বারা যবাহ্ করা দুরুস্ত নাই।

হালাল-হারামের বয়ান

১। **মাসআলা :** পশু বা পাখীর মধ্যে যাহারা শিকার ধরিয়া খায়, কিংবা যাহাদের খাদ্য শুধু নাপাক বস্তু, সেই পশু-পাখী খাওয়া জায়েয নাই। যেমন, বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, শৃগাল, শূকর, বিড়াল, বানর, (বেজী। এইরূপে পক্ষীর মধ্যেও যে সব পক্ষী পায়ের দ্বারা শিকার ধরিয়া খায় ; যেমন) বাজ, চিল, শিকরা, শকুন, কালকাক, ঈগল পক্ষী ইত্যাদি। পশু বা পক্ষীর মধ্যে যে সমস্ত পশু বা পক্ষী শিকার ধরিয়া খায় না, তাহা খাওয়া হালাল ; যেমন, গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, মুর্‌গী, হাঁস ময়না, টিয়াপাখী, বক, চড়ূই, বটের পানিকড়ি, কবুতর, বন্যগরু, হরিণ, খরগোস, বন্যমুরগী, বন্যহাঁস, ইত্যাদি সব জায়েয।

২। **মাসআলা :** সজারু, গোসাপ, কচ্ছপ, খচ্চর, গাধা খাওয়া দুরুস্ত নাই। গাধার দুধ খাওয়াও জায়েয নহে। ঘোড়া খাওয়া জায়েয আছে বটে, কিন্তু জেহাদের সামান বলিয়া আমাদের ইমাম ছাহেব মাকরূহ্ বলিয়াছেন। পানির মধ্যে যে সমস্ত জীব বাস করে, তন্মধ্যে একমাত্র মাছ খাওয়া জায়েয, তাছাড়া অন্য সব না-জায়েয।

(**মাসআলা :** হালাল জানোয়ারের ভিতর পেশাব পায়খানা ব্যতীত আরও সাতটি জিনিস না-জায়েয। যেমন, রক্ত, রগ, পিত্ত, পুরুষাঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, মুত্রাশয় ও অণ্ডকোষ।)

৩। **মাসআলা :** মাছ এবং টিড্ডি ব্যতীত অন্য জানদার যবাহ্ ছাড়া হালাল হইতে পারে না। মাছ এবং টিড্ডির জন্য যবাহের দরকার নাই, অন্যান্য হালাল পশু-পক্ষী যবাহ্ ছাড়া খাওয়া জায়েয নহে। যবাহ্ ব্যতীত প্রাণ বাহির হইয়া গেলে তাহা হারাম।

৪। **মাসআলাঃ** মাছ পানিতে আপনা আপনি মরিয়া চিৎ হইয়া ভাসিলে খাওয়া জায়েয নহে। (যদি গরমি, আঘাত বা চাপাচাপির কারণে মরিয়া ভাসে, তবে খাওয়া জায়েয আছে।

৫। **মাসআলাঃ** গরু ছাগলের নাড়িভুড়ি খাওয়া হালাল। হারামও নয়, মাক্‌রূহ্‌ও নয়।

৬। **মাসআলাঃ** দৈ, চিনি বা গুড়ের মধ্যে পিঁপড়া পোকা পড়িয়া থাকিলে তাহা ছাফ করিয়া খাইতে হইবে। ছাফ না করিয়া খাওয়া জায়েয নহে। ছাফ না করিলে যদি এক আধটি পিঁপড়া বা পোকা হলকুমের মধ্যে চলিয়া যায়, তবে মরা খাওয়ার গোনাহ্‌ হইবে। কোন কোন মূর্খেরা বলে যে, (আমের পোকা খাইলে সাঁতার শিখে,) এবং জগডুমুরের পোকা খাইলে চোখ উঠে না, এসব মিথ্যা কথা। ঐ সব পোকা খাওয়া হারাম, খাইলে মরা খাওয়ার গোনাহ্‌ হইবে।

৭। **মাসআলাঃ** হিন্দুর দোকান হইতে বকরী, মুর্গী বা অন্য কোন শিকারের গোশ্‌ত কিনিয়া খাওয়া জায়েয নহে। এমনকি, যদি সে দোকানদার বলে যে, মুসলমানের দ্বারা যবাহ্‌ করাইয়া আনিয়াছি তবুও তাহা খাওয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি যবাহের সময় হইতে ক্রয়ের সময় পর্যন্ত অনবরত কোন মুসলমান লক্ষ্য করিয়া থাকে, এক মিনিটও অদৃশ্য না হইয়া থাকে এবং সেই মুসলমান বলে যে, আমি দেখিয়াছি মুসলমানই যবাহ্‌ করিয়াছে এবং যবাহ্‌র সময় হইতে এই সময় পর্যন্ত এক মিনিটের জন্যও আমি গাফেল হই নাই, তবে সেই গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয হইবে। (এইরূপে হিন্দুর তৈয়ারী ঔষধের মধ্যে গোশ্‌ত বা কলিজার সার মিশ্রিত থাকে তাহাও ব্যবহার করা জায়েয নহে।

৮। **মাসআলাঃ** যে সব মুরগী খোলা থাকে এবং না-পাক খাইয়া বেড়ায়, তাহা তিন দিন বন্ধ রাখিয়া যবাহ্‌ করিবে। তিন দিন না বাঁধিয়া খাইলে মাকরূহ্‌ হইবে।

নেশা পান

১। **মাসআলাঃ** সর্বপ্রকারের মদ, শরাব, তাড়ি হারাম এবং না-পাক। ঐ সব ঔষধরূপেও ব্যবহার করা জায়েয নহে। এমন কি, যে ঔষধের মধ্যে শরাব, বা তাড়ি মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা পান করা, খাওয়া, বাহিরে মালিশ লাগানও জায়েয নহে। (শরাবের এক ফোঁটা যদি তাহাতে বিন্দুমাত্রও নেশা না হয়, তবুও হারাম।)

২। **মাসআলাঃ** শরাব এবং তাড়ি ব্যতীত (অর্থাৎ, তরল পদার্থ, ব্যতীত কঠিন পদার্থের) যত প্রকার নেশাদার বস্তু আছে, (যেমন আফিম, জা'ফরান, ভাঙ্গ, তামাক ইত্যাদি) তাহা যদি ঔষধের জন্য এত কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয় যাহাতে আদৌ নেশা না হয়, জায়েয আছে এবং এইরূপে নেশার জিনিসের তৈয়ারী ঔষধের মালিশ লাগানও জায়েয আছে, কিন্তু নেশা পরিমাণ খাওয়া হারাম।

৩। **মাসআলাঃ** তাড়ি বা শরাবে অন্য কিছু মিশাইলে যদি সিরকা হয়, তবে তাহা খাওয়া জায়েয আছে।

৪। **মাসআলাঃ** কোন কোন মেয়েলোক যাহাতে শিশু না কাঁদে সেই জন্য তাহাদিগকে আফিম দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখে, ইহা সম্পূর্ণ হারাম।

সোনা বা রূপার পাত্র

১। **মাসআলা ঃ** সোনা বা রূপার যে কোন পাত্র ব্যবহার করা পুরুষ বা স্ত্রীলোক কাহারও জন্য আদৌ জায়েয নহে। সোনা-রূপার চামচ দ্বারা খাওয়া-দাওয়া, সোনা-রূপার খেলাল দ্বারা খেলাল করা, সোনা-রূপার সুরমাদানি বা সুরমার সলাই দ্বারা সুরমা লাগান, সোনা-রূপার আতরদানে আতর লাগান, সোনা-রূপার পানদান বা খাছদানে পান খাওয়া, সোনা-রূপার কৌটায় তৈল লাগান, যে খাটের পায়া সোনা-রূপার তাহার উপর শোয়া, বসা, সোনা-রূপার আয়নাতে মুখ দেখা (এবং সোনা-রূপার কলম দোয়াত, কলমদান ও ঘড়ি ব্যবহার করা)-ও হারাম। অবশ্য মেয়েলোকেরা সোনা-রূপা জড়িত আয়না জেওররূপে ব্যবহার করিতে পারে; কিন্তু কখনও মুখ দেখিবে না। মোটকথা, সোনা-রূপার জিনিস কোন প্রকারেই ব্যবহার জয়েয নাই।

পোশাক ও পর্দা

১। **মাসআলা ঃ** ছোট ছেলেদের বালা, খাড়ু হাঁসলী ইত্যাদি জেওর বা রেশমের বা মখমলের কাপড় (টুপী বা পাগড়ী) পরান না-জায়েয। এইরূপে সোনা বা রূপার তাবিয গলায় দেওয়া, বা জা'ফরান বা কুসুম ফুলের রঙ্গিন কাপড় পরানও না-জায়েয। সারকথা এই যে, পুরুষের জন্য যাহা না-জায়েয, ছেলেদের জন্যও তাহা না-জায়েয। অবশ্য যদি বানা (প্রস্থ) সূতার হয় এবং তানা (দৈর্ঘ্য) রেশমের হয়, মখমলের বানা যদি রেশমের না হইয়া সূতার হয়, তবে তাহা জায়েয আছে এবং ছেলেদের জন্যও জায়েয আছে। সোনা-রূপা বা রেশমের কামদার কাপড়, টুপী বা জুতা পরা পুরুষদের জন্যও জায়েয আছে; কিন্তু যদি চারি আঙ্গুলের বেশী হয় তবে জায়েয নাই।

২। **মাসআলা ঃ** (রেশম পুরুষের জন্য জায়েয নাই। এমন কি, কাপড়ের উপরে বা মাথায় রুমাল বা পাগড়ী বাঁধিলে তাহাও জায়েয নাই। অবশ্য চার আঙ্গুলের কম বা বানা সূতা হইলে জায়েয আছে। এইরূপে) টুপীতে, কাপড়ে বা পাগড়ীতে যদি রেশমের বা সোনা-রূপার এত ঘন কাম হয় যে, দূর হইতে শুধু সোনা-রূপা, রেশমই দেখা যায়, কাপড় একেবারেই দেখা যায় না, তবে জায়েয নাই। পাত্‌লা হইলে জায়েয আছে।

৩। **মাসআলা ঃ** এমন পাতলা কাপড় যাহাতে সতর ঢাকে না, কাপড়ের নীচের শরীর ঝলকে দেখা যায়, যেমন মলমল, জালিদার কাপড় ইত্যাদি পরা এবং কাপড় না পরিয়া উলঙ্গ থাকা সমান কথা। হাদীস শরীফে আছে, 'অনেক কাপড় পরিধানকারিণী কিয়ামতের দিন উলঙ্গ সাব্যস্ত হইবে।' ইহা এইরূপ পাত্‌লা কাপড় পরিধান সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। আর যদি কোর্তা এবং উড়নী উভয়ই পাতলা হয়, তবে আরও মারাত্মক।

[পুরুষের জন্য টাখ্‌নু (পায়ের গিরা) স্পর্শ করে এরূপ লুঙ্গি, পায়জামা বা চোগা পরা হারাম। টাখ্‌নুর উপর পর্যন্ত কোর্তা পরা সুন্নত। ধুতি, পেন্ট, বা হাফপেন্ট পরা না-জায়েয। স্ত্রীলোকের জন্য পুরা আস্তিনের লম্বা কোর্তা পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা ঘাগরী এবং মাথার উড়নী ব্যবহার করা সুন্নত। পুরুষের জন্য কান পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা সুন্নত, সমস্ত চুল একেবারে কামাইয়া ফেলাও সুন্নত এবং আগে পাছে সমানভাবে খাট চুল রাখাও জায়েয আছে; কিন্তু পাছে

একেবারে ছোট এবং সামনে ঝুটির মত রাখা জায়েয নাই। স্ত্রীলোকেরও সম্পূর্ণ চুল রাখিতে হইবে, বাবরীর মত রাখা জায়েয নাই। পুরুষেরও মেয়েলোকের মত লম্বা চুল রাখা জায়েয নাই। মেয়েলোক চুল বেণী করিয়া বা খোঁপা বাঁধিয়াও রাখিতে পারে।]

৪। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্যও পুরুষদের ছুরত ধরা, পুরুষের মত কাপড়-জুতা পরা জায়েয নাই। যে সব মেয়েলোক পুরুষদের ন্যায় ছুরত বানায়, হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম তাহাদের লা'নত করিয়াছেন। মুসলমান পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের জন্য কাফেরদের ছুরত ধরা, লেবাস-পোশাক, খাওয়া-বসা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে তাহাদের অনুকরণ করা জায়েয নাই। এইরূপে মুসলমান পুরুষের জন্য মুসলমান আওরতের অনুরূপ কাপড়, জুতা জেওর পরাও জায়েয নাই।

৫। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্য হরেক রকমের জেওর-অলঙ্কার পরা জায়েয আছে। কিন্তু বেশী জেওর না পরাই ভাল। কেননা, যাহারা দুনিয়াতে জেওর পরিবে না, তাহারা বেহেশ্‌তে অনেক বেশী জেওর পাইবে। যে জেওরে শব্দ হয়, তাহা পরা জায়েয নাই। যেমন, ঝুনঝুনি, বাজনাদার খাড়ু ইত্যাদি ছোট মেয়েদেরও পরান জায়েয নাই। সোনা, রূপা ছাড়া অন্যান্য জেওর পরাও জায়েয আছে; যেমন পিতল, গিল্‌টি, তামা, দস্তা ইত্যাদি। কিন্তু আংটি সোনা, রূপা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর জায়েয নাই। (এবং পুরুষের জন্য সোনার আংটিও জায়েয নাই, অন্য কোন জেওরও জায়েয নাই। শুধু এক সিকি পরিমাণ রূপার আংটি জায়েয আছে)।

৬। **মাসআলা ঃ** স্ত্রীলোকদের জন্য মাথা হইতে পা পর্যন্ত শরীর ঢাকিয়া রাখার হুকুম। গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে শরীরের কোন অংশই খোলা জায়েয নাই। বুড়া মেয়েলোকের জন্য শুধু হাতের পাতা এবং পায়ের পাতা খোলা জায়েয আছে। তাহা ছাড়া শরীরের অন্যান্য স্থান কোন ক্রমেই খোলা জায়েয নাই। মেয়েলোকদের মাথার কাপড় অনেক সময় সরিয়া যায় এবং সেই অবস্থায়ই কোন গায়ের মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সামনে আসিয়া পড়ে; ইহা জায়েয নাই। গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে, পর হউক বা আপন এগানা হউক, একটি চুলও খোলা জায়েয নাই। এমন কি, মাথা আঁচড়াইতে যে চুল উঠিয়া আসে বা যে নখ কাটিয়া ফেলে তাহাও এমন কোন জায়গায় ফেলা উচিত নহে, যেখানে কোন গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের নযরে পড়িতে পারে। এরূপ করিলে গোনাহ্‌গার হইবে।

(দেশে সাধারণতঃ হাতের বাজু বা কোমর খোলা অবস্থায়ই দেওর, ভগ্নিপতি বা চাচাত মামাত ভাইদের সামনে আসিয়া পড়ে, ইহা কখনও জায়েয নাই।)

এরূপ কোন গায়ের মাহ্‌রামকে শরীরের কোন অংশ দেখান জায়েয নাই, তদ্রূপ নিজের হাত পা ইত্যাদি দ্বারা গায়ের মাহ্‌রাম কোন পুরুষকে স্পর্শ করাও জায়েয নাই। (এমন কি, পীরের কদমবুছি করা বা দেখা দেওয়াও জায়েয নাই।)

৭। **মাসআলা ঃ** যুবতী মেয়েলোকের জন্য গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে নিজের চেহারা দেখান জায়েয নাই এবং এমন জায়গায় বসা, শোয়া বা দাঁড়ানও জায়েয নাই, যেখানে পরপুরুষে দেখিতে পায়। এই মাস্‌আলা হইতে বুঝা গেল যে, কোন কোন জায়গায় গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে নূতন বৌ দেখাইবার যে প্রথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ না-জায়েয এবং ভারী গোনাহ্।

৮। **মাসআলা ঃ** মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে চেহারা, মাথা, সিনা, হাতের কব্জি, পায়ের নালা যদি খুলিয়া যায়, তবে গোনাহ্ হইবে না। কিন্তু পেট, পিঠ এবং রান তাহাদের সামনেও খুলিবে না।

৯। মাসআলাঃ (পুরুষদের জন্য যেমন নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত কোন পুরুষের সামনেও খোলা জায়েয নাই, তদ্রূপ) মেয়েলোকদের জন্যও হাঁটু হইতে নাভি পর্যন্ত কোন মেয়েলোকের সামনে খোলা জায়েয নাই। কোন কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোকের সামনে উলঙ্গ গোসল করে, ইহা বড়ই নির্লজ্জতা ও না-জায়েয কাজ।

১০। মাসআলাঃ (যরূরত পড়িলে যতটুকু যরূরত ততটুকু দেখান যাইতে পারে, তাহার চেয়ে বেশী দেখান এবং যাহাকে দেখান দরকার তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও দেখান জায়েয নাই, এবং অন্যের জন্য দেখাও জায়েয নাই। ধরুন, রানের উপর যদি ফোঁড়া হয় এবং ডাক্তারকে দেখানের দরকার পড়ে, তবে শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু দেখাইবে, বেশী দেখাইবে না। এইরূপ অবস্থায় দেখাইবার নিয়ম এই যে, পুরাতন কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া দিলে চিকিৎসক শুধু সেই জায়গাটুকু দেখিয়া লইবে, আশপাশে আদৌ দেখিবে না। কিন্তু চিকিৎসক ছাড়া অন্য কোন পুরুষ বা মেয়েলোক ঐ ফোঁড়ার জায়গাটুকুও দেখিতে পারিবে না। অবশ্য যদি হাঁটু এবং নাভির মাঝখান ছাড়া অন্য কোন জায়গায় ফোঁড়া হয়, তবে তাহা অন্য মেয়েলোকেও দেখিতে পারিবে। কিন্তু অন্য পুরুষে দেখিতে পারিবে না। মূর্খ মেয়োলোকেরা প্রসবকালে এভাবে উলঙ্গ করিয়া লয় যে, সব মেয়েলোকেই দেখে; উহা বড়ই গর্হিত প্রথা। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ "সতর যে দেখিবে এবং যে দেখাইবে উভয়েরই উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পড়িবে!" এ ব্যাপারে খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

১১। মাসআলাঃ গর্ভকালে এবং অন্য কোন কারণে যদি ধাত্রী দ্বারা পেট মলিবার দরকার পড়ে, তবে নাভির নীচের শরীর খোলা জায়েয নাই। কোন কাপড় রাখিয়া তাহার উপর দিয়া মলিবে। বিনা যরূরতে ধাত্রীকেও দেখান জায়েয নাই। সাধারণতঃ পেট মলিবার সময় ধাত্রীও দেখে এবং মা বোন, খালা, ফুফু, দাদী, নানী, চাচী, মামী, ননদ ইত্যাদি বাড়ীর অন্যান্য মেয়েলোকেরাও দেখে, ইহা জায়েয নাই।

১২। মাসআলাঃ শরীরের যে অংশ দেখা জায়েয নাই, তাহা ছোঁয়াও জায়েয নাই। অতএব, গোসলের সময় যদি কেহ রান ইত্যাদি না খুলিয়া কাপড়ের তলে হাত দিয়া শরীর পরিষ্কার করায়, ইহা জায়েয নহে। অবশ্য দরকারবশতঃ যদি কাপড় হাতে পেঁচাইয়া পরিষ্কার করে, তবে তাহা জায়েয আছে।

১৩। মাসআলাঃ প্রত্যেক গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের ও প্রত্যেক গায়ের মাহ্‌রাম স্ত্রীলোকের যে পরিমাণ পর্দা করা ফরয, কাফের মেয়েলোক হইতেও সে পরিমাণ পর্দা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, যেমন কোন বুড়া গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে আসিতে হইলে শুধু হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখখানা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত শরীর ঢাকিয়া আসিতে হইবে, একটি চুলও খোলা রাখিতে পারিবে না, তদ্রূপ কোন কাফের মেয়েলোকের সামনে আসিতে হইলেও কেবলমাত্র হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখ ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। উপরের এবারতের এই অর্থ। নতুবা যুবতী মেয়েলোকের জন্য ত কোন গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখও খোলা জায়েয নাই। এমন কি, সমস্ত শরীর ঢাকিয়া ও সুন্দর কাপড় পরিয়া সামনে আসাও জায়েয নাই। অবশ্য যদি পুরাতন মলিন কাপড় পরিয়া আপাদ-মস্তক (সমস্ত শরীর) ঢাকিয়া কোন দরকারবশতঃ সামনে আসে, তবে

তাহা জায়েয আছে বটে। সাধারণতঃ মেয়েলোকেরা মনে করে যে, মেয়েলোক হইতে আবার পর্দা কিসের? কিন্তু এই মাসআলার দ্বারা জানা গেল যে, হিন্দু মেয়েলোক বা খৃষ্টান মেম হইতেও পর্দা করা ওয়াজিব। তাহাদের সামনেও কেবলমাত্র হাতের পাতা, পায়ের পাতা এবং মুখ ব্যতীত শরীরের একটি অংশও খোলা জায়েয নাই। মেয়েলোকদের এই মাসআলাটি খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার। এই মাসআলায় আরও জানা গেল যে, ধাত্রী যদি হিন্দু বা খৃষ্টান ইত্যাদি অমুসলমান মেয়েলোক হয়, তবে শুধু আবশ্যকীয় স্থান ব্যতিরেকে হাতের বাজু বা পায়ের নালা, মাথা, গলা ইত্যাদি তাহাকে দেখাইলে গোনাহ্‌গার হইতে হইবে।

১৪। মাসআলাঃ স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কোন পর্দা নাই। স্বামী স্ত্রীর সর্বাঙ্গ দেখিতে এবং ছুইতে পারে; কিন্তু বিনা যরূরতে এরূপ করা ভাল নয়।

১৫। মাসআলাঃ স্ত্রীলোকের জন্য যেমন পর-পুরুষের সামনে আসা, পর-পুরুষকে দেখা দেওয়া জায়েয নাই এবং পুরুষদের জন্যও যেমন পর-স্ত্রীলোককে দেখা জায়েয নাই, তদ্রূপ স্ত্রীলোকদের জন্যও পর পুরুষকে দেখা জায়েয নাই। মেয়েলোকেরা সাধারণতঃ মনে করে যে, পর-পুরুষদের সহিত দেখা দেওয়া জায়েয নাই, কিন্তু পর-পুরুষদেরে দেখাতে কোন ক্ষতি নই; এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অতএব, মেয়েলোকেরা যে নূতন দুলহাকে দেখে বা বেড়ার ফাঁক দিয়া, ছাদের উপর দিয়া এবং জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া ভিন্ন পুরুষদেরে দেখে, তাহা জায়েয নহে।

১৬। মাসআলাঃ গায়ের মাহ্‌রাম কোন পুরুষদের সঙ্গে কোন স্ত্রীলোকের এবং গায়ের মাহ্‌রাম কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোন পুরুষের এক কামরায় বা এক ঘরে অন্য লোক না থাকাবস্থায় শোয়া বা থাকা জায়েয নাই; যদিও বসার বা শোয়ার বিছানা কিছু কিছু দূরে হয়, তবুও জায়েয নাই।

১৭। মাসআলাঃ স্ত্রীলোকের জন্য নিজের পীরকেও দেখা দেওয়া জায়েয নাই। এইরূপে পালক ছেলে বয়স্ক হইলে তাহাকেও দেখা দেওয়া জায়েয নাই। ধর্ম-বাপ ও ধর্ম-ভাইকে দেখা দেওয়া জায়েয নাই। দেওর, ভাসুর, ভগ্নিপতি, নন্দাই, চাচাত ভাই, মামাত ভাই, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই, খালু-শ্বশুর, মামু-শ্বশুর, চাচা-শ্বশুর ইত্যাদি গায়ের মাহ্‌রাম পরম আত্মীয়গণকেও দেখা জায়েয নাই।

১৮। মাসআলাঃ স্ত্রীলোকেদের জন্য গায়ের মাহ্‌রাম হিজ্‌ড়া, খোজা, অথবা অন্ধের সামনে আসাও জায়েয নাই।

১৯। মাসআলাঃ কোন কোন মেয়েলোক এত বে-হায়া যে, চুড়ি বিক্রেতা দোকানদারের হাত দ্বারা চুড়ি হাতে পরে, পুরুষ ত দূরের কথা, হিন্দু মেয়েলোকের হাতে, এমন কি, যে সব মুসলমান মেয়েলোক বে-পর্দায় বেড়ায়, তাহাদের হাতের দ্বারাও এইরূপ চুড়ি হাতে পরা জায়েয নাই।

(**মাসআলাঃ** মেয়েলোকের আওয়াজেরও পর্দার হুকুম আছে)।

পর্দা সম্বন্ধে আয়াত ও হাদীস—বর্ধিত

ইসলাম ধর্ম জগতে আসিয়া জগৎবাসীকে যাবতীয় সুনীতি শিক্ষা দিয়াছিল এবং মানব যাহাতে সম্মান ও সুখ্যাতি বজায় রাখিয়া, ঈমান সালামতে রাখিয়া, সুসন্তান জন্মাইয়া ইহজগৎ পরজগৎ উভয় জগতকে সুন্দর করিয়া গঠন করিতে পারে, সেইসব মহাশিক্ষা আমাদিগকে দান করিয়াছিল।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, একদল লোক পর্দা ফরযের সুনীতিকে উঠাইয়া দিতেছে, অথচ কোরআন এবং হাদীসে পর্দার জন্য যে কত তাম্বীহ্ রহিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতেছে না। তাহা ছাড়া বিবেক বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিলে এবং বাহ্যিক জগতের ঘটনাবলীর দ্বারা যৌক্তিক প্রমাণ হাছিল করিলেও যে তাঁহাদের ভুল ধরা পড়িত এবং ভুল ধারণা দূরীভূত হইত তাহাও তাহারা করিতেছে না।

আমি এখানে হযরত মাওলানা থানভী রহ্মতুল্লাহি আলাইহির একটি কিতাব হইতে কতিপয় কোরআনের আয়াত এবং হাদীসের তর্জমা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, পর্দা প্রথা পালন করা কত যরূরী। —অনুবাদক

আয়াতসমূহ ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى - (احزاب)

অর্থ—'তোমরা (হে আওরতগণ!) তোমাদের ঘরের (বাড়ীর চতুঃসীমানার) ভিতর (আবদ্ধ) থাক এবং বাহিরে বাহির হইও না, যেমন প্রাথমিক মূর্খ যুগের মেয়েরা বাহির হইত।'
—সূরা-আহ্যাব

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ○ (احزاب)

অর্থ—'তোমরা (পুরুষগণ) যখন তাহাদের (আওরতদের) নিকট কোন জিনিস চাহিবে, তখন পর্দার আড়ালে থাকিয়া চাহিবে।' —সূরা-আহ্যাব

কোরআনের আয়াত দ্বারা কত পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে 'কোন জিনিস চাওয়ার যরূরত সত্ত্বেও পর্দা লঙ্ঘন করার এজাযত নাই, তবে হাওয়া খাইতে বা দুনিয়ার জ্ঞান হাছিল করার জন্য পর্দা লঙ্ঘন করা জায়েয হইবে কি প্রকারে?'

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ○

অর্থ—'হে নবী! আপনি আপনার বিবিগণকে এবং আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুসলমান নারীগণকে বলিয়া দিন যে, (কোন যরূরতবশতঃ যখন তাহাদের বাহিরে যাওয়ার দরকার পড়ে, তখনও যেন তাহারা পর্দার ফরয লঙ্ঘন না করে। এমন কি, চেহারাও যেন খোলা না রাখে।) তাহারা যেন বড় চাদরের ঘোম্‌টা দ্বারা তাহাদের চেহারাকে আবৃত করিয়া রাখে।'
—পারা ঃ ২২ সূরা-আহ্যাব

এই আয়াতে দরকারবশতঃ বাহিরে যাওয়ার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (الى قوله) اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ○

অর্থ—'আপনি মুসলিম রমণীদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন চক্ষু নীচের দিকে রাখে এবং তাহাদের সতীত্ব ও ইয্যত-আবরুকে খুব হেফাযত করিয়া রাখে এবং যেন তাহাদের সৌন্দর্য (শরীরের সৌন্দর্য, কাপড়ের সৌন্দর্য এবং অলঙ্কারের সৌন্দর্য যে কোন সৌন্দর্যই হউক) প্রকাশ না করে।—অবশ্য যতটুকু অগত্যা প্রকাশ না হইয়াই পারে না, তাহা মাফ এবং তাহারা যেন উড়নী চাদর দ্বারা গলা, মাথা, বুক ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখে এবং বাহিরে যেন না বেড়ায়, অথবা হাঁটিবার সময় পা যেন জোরে না মারে। কারণ, এইরূপ করিলে তাহাদের যে সৌন্দর্য লুকাইয়া রাখিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।' (সূরা-নূর, পারা ১৮, রুকূ ১০)

পাঠক-পাঠিকা, দেখুন, পা পর্যন্ত জোরে মারা নিষেধ, তবে কি সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিয়া বেড়াইবার বা চেহারা দেখাইবার অধিকার থাকিতে পারে? পা জোরে মারিলে তাহার শব্দে লম্পট যুবকদের মনে কতটুকু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইতে পার? তাহাই যখন নিষিদ্ধ হইল, তখন চেহারা দেখিলে ত সাধু পুরুষগণেরও ঠিক থাকা মুশ্‌কিল, তাহা কি প্রকাশ করা জায়েয হইতে পারে?

لَا تُخْـرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ○ (سورة الطلاق)

অর্থ—'হে পুরুষগণ! তোমরা তাহাদিগকে (আওরতদিগকে) তাহাদের (ঘর-বাড়ী) হইতে বাহির করিয়া দিও না এবং তাহারা নিজেরাও যেন বাহির না হয়। (কারণ, আওরতের জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়া অত্যন্ত বে-হায়ায়ির কাজ)। অবশ্য যদি কেহ অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ করে, তাহাকে বাহির করিয়া দিবে। এগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা (আইন)। যে আল্লাহ্‌র সীমা অতিক্রম করিবে (বা যে আল্লাহ্‌র আইন লঙ্ঘন করিবে) সে নিজের জানের উপর যুলুমকারী সাব্যস্ত হইবে।'

স্ত্রীজাতির সৃষ্টিগত স্বভাব এবং প্রকৃতিগত নিয়ম যে, বাড়ীর ভিতরে থাকা, তাহা অতি সুষ্ঠুরূপে এই আয়াতে প্রমাণিত হইতেছে।

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَـاحِشَـةَ مِنْ نِّسَـآئِكُمْ فَاسْتَشْهِـدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَـهِدُوْا فَاَمْسِكُوْ هُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

অর্থ—(যিনার শাস্তি একশত কোড়া, অথবা সঙ্গেসার করা, এই হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বের কথা বলিয়াছেন) আর যে সব মুসলমান স্ত্রীলোক যিনা করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ করার জন্য চারিজন পুরুষ সাক্ষীর দরকার। যখন চারিজন মুসলমান পুরুষ সাক্ষ্য দিবে, তখন তাহাদিগকে (ঐ যিনাকারীদিগকে) ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু আসে, অথবা আল্লাহ্‌ই (শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া) তাহাদের জন্য কোন পন্থা করিয়া দেন।' (যেমন, পরে অবিবাহিতের একশত কোড়া, আর বিবাহিতের সঙ্গেসারের হুকুম করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন।)

এখানে প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধীকেও পর্দার বাহির করিতে নিষেধ করা হইতেছে।

হাদীসসমূহ ঃ

(১) اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ – (ترمزى)

অর্থ—'স্ত্রীজাতি আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া রাখিবার বস্তু। যখনই তাহারা পর্দার বাহির হয়, তখন শয়তান তাহাদের পাছে উঁকি ঝুঁকিতে লাগিয়া যায়।' —তিরমিযী

(২) اَفَعَمْيَتُمَا وَاِنْ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهٖ – (ترمزى)

অর্থ—একদা হযতর নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কাছে তাঁহার দুই বিবি হযরত উম্মে সালামা এবং হযরত মায়মুনা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে-উম্মে মক্‌তুম নামক একজন অন্ধ ছাহাবী হযরতের কাছে আসিতে চাহিলেন। হযরত তাঁহার বিবিদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ হুকুম করিলেনঃ 'তোমরা পর্দা কর।' তাঁহারা আরয করিলেনঃ হুযূর! ইনি তো অন্ধ; (ইনি তো আর) আমাদের

দেখিবেন না তাঁহা হইতে পর্দা করার দরকার কি?' হযরত বলিলেন, "তোমরাও কি অন্ধ! তোমরাও কি তাহাকে দেখিবে না?'

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, চিন্তা করুন। একদিকে নবী-পত্নী মুসলিম-জননী, আর এক দিকে অতি পরহেযগার সাধু চরিত্র নবী; আর এমন পবিত্র স্থানেও কি অন্ধ ছাহাবীর কোনরূপ কু-ধারণার আশঙ্কা ছিল? তাহা সত্ত্বেও হযরত স্বীয় উম্মতকে সুন্নত তরীকা এবং সাধারণ ইসলামী সুনীতি শিক্ষা দিবার জন্য আল্লাহ্‌র আইনের মর্যাদা রক্ষার্থে নিজের ঘরে আমল শুরু করিয়া কিরূপে স্ত্রীলোকদের পর্দা করিবার হুকুম দিয়াছেন।

(৩) اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ - (مشكوة)

অর্থ—জাহেলিয়াতের যমানার ঘটনা। সেকালে সতীত্ব রক্ষা খুব কমই হইত এবং নসল্‌ও খুব কমই ঠিক থাকিত। যাম'আহ্ নামক একজন লোক ছিল। উত্তর কালে তাহার কন্যা সওদাকে হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম বিবাহ করিয়াছিলেন। যাম'আর বাঁদীর সহিত উতবা নামক একজন লোক যিনা করিয়াছিল। সেই ঘরে একটি ছেলে পয়দা হইয়াছিল। সেই ছেলে লইয়া উতবার ভাই এবং যাম'আর জ্যেষ্ঠপুত্রের মধ্যে ঝগড়া হয়, সেই মকদ্দমার বিচার হযরতের দরবারে আসে। হযরত বিচার করিলেন—'শরীঅতের বিধান এই যে, যিনাকারীকে পাথর মারা হইবে এবং যাহার সহিত আক্‌দ হইয়াছে সন্তান তাহার থাকিবে।' এই সূত্রে ঐ ছেলে সওদা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার বৈমাত্রেয় ভাই হইল এবং মাহ্‌রাম হইল। কিন্তু উতবার ঔরষজাত বলিয়া রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি সওদাকে হুকুম দিলেন, 'হে সওদা! এই ছেলে তোমার ভাই বটে, কিন্তু সন্দেহ আছে, তাই তোমাকে ইহা হইতে পর্দা করিতে হইবে।' এই হুকুম পাওয়ার পর ঐ ছেলে যখন বালেগ হইল, তখন হইতে হযরত সওদা (রাঃ) জীবনে তাহাকে দেখা দেন নাই।

এখানে সন্দেহ হওয়াতে মাহ্‌রামের সহিত পর্দা করিবার হুকুম দিলেন।

(৪) اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُالْمَوْتُ (بخارى مسلم)

অর্থ—হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, 'খবরদার! তোমরা মেয়েদের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করিও না, (অর্থাৎ, যে বাড়ীতে বা ঘরে মেয়েলোক থাকে তথায় যাতায়াত করিও না বা যাতায়াত করার দরকার হইলে আওয়ায দিয়া পর্দা করিয়া তারপর বাড়ীর ভিতর বা ঘরের ভিতর ঢুকিও।') একজন লোক আরয করিল, 'হুযূর! দেওর সম্বন্ধে কি হুকুম? হুযূর বলিলেন, দেওর মৃত্যুসদৃশ, (দেওরের ত আরও বেশী ভয়'।)

(৫) لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ - (ترمذى)

অর্থ—হযরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন, খবরদার! কোন ভিন্ন পুরুষই যেন কোন ভিন্ন মেয়েলোকের সহিত একাকী না থাকে। কারণ, যখনই কোন পুরুষ কোন মেয়েলোকের সহিত একাকী হয়, তখনই শয়তান হয় তাহাদের তৃতীয় এবং তাহাদের পাছে লাগে; (প্রথমে নানারূপ অসঅসা দেয়, তারপর আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।)

(৬) لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ — (بيهقى)

অর্থ—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, 'যে দেখিবে তাহার উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত এবং যে দেখাইবে তাহার উপরও আল্লাহ্‌র লা'নত। অর্থাৎ, যদি কেহ বে-পর্দা চলে তাহার উপর আল্লাহ্‌র গযব পড়িবে এবং যে পর্দা সত্ত্বেও অথবা বে-পর্দাবশতঃ মেয়েলোকদের দেখিবে তাহার উপরও আল্লাহ্‌র গযব পড়িবে।

(৭) اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يَّصْلُحَ اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلَّا هٰذَا وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ ○

অর্থ—হযরত আয়েশার ভগ্নী হযরত আস্‌মা হযরত নবী আলাইহিস্‌সালামের শালী, একদিন কিছু পাতলা কাপড় পরিয়া হযরত নবী আলাইহিস্ সালামের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হযরত মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, 'দেখ আস্‌মা! মেয়েরা যখন বালেগা হইয়া যায়, তখন তাহার শরীরের কোন অংশই দেখা বা দেখান জায়েয নহে। এবং হাত ও মুখের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, কেবল মুখ এবং হস্তদ্বয়ের পাতা খোলা মা'ফ (করিয়া দেওয়া হইয়াছে) বটে।'

এই সমস্ত হাদীস এবং কোরআনের আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝে আসে যে, পর্দা প্রথা পালন করা কত যরূরী এবং হযরতের যামানায়, ছাহাবাদের যামানায়, তাবেয়ীন ও তাব্‌য়ে তাবেয়ীনদের যামানায় কেমন কঠোর পর্দা ছিল। কোরআনে বলা হইয়াছে, حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ অর্থাৎ, বেহেশ্‌তের মধ্যে যে সব হূর থাকিবে, তাহারাও খিমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌তের মধ্যেও পর্দার ব্যবস্থা থাকিবে। কারণ, ইহা স্ত্রী জাতির সৌজন্য, নৈতিক উন্নতি এবং শরাফতের পরিচায়ক।

অবশ্য পর্দার এই কড়া ব্যবস্থা এক দিনে করা সম্ভব হয় নাই এবং তাহা স্বাভাবিক নিয়মও নয়। প্রাথমিক যুগে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমোন্নতির রীতি অনুযায়ী পর্দার হুকুম নাযিল করা হইয়াছে। কোন কোন হাদীসে যে, মেয়েলোকের বাহিরে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা সেই প্রাথমিক যুগের কথা, অথবা যরূরতবশতঃ নানা রকম শর্ত লাগাইয়া বাহিরে যাওয়ার বা শরীরের কিছু অংশ খোলা রাখিবার এজাযত দেওয়া হইয়াছে। সে অবস্থায়ও পুরুষদের কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহারা যেন চক্ষু নীচে রাখে, চোখের দ্বারা যেন না দেখে। স্ত্রীগণকে কঠোর আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন রাস্তার কেনারা দিয়া চলে, মাঝখান দিয়া না চলে, খোশ্‌বু লাগাইয়া বা সুন্দর কাপড় পরিয়া যেন বাহির না হয়। ময়লা কাপড় দ্বারা আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া বাহির হয় ইত্যাদি।

(৮) اَوْمَتْ اِمْرَأَةٌ مِّنْ وَّرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ (ابوداؤد ونسائى)

অর্থ—'একটি মেয়েলোক একখানা চিঠি রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্দার আড়ালে থাকিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল।

বুঝা গেল, হযরতের সঙ্গেও সে যামানার মেয়েলোকেরা পর্দা করিত এবং পর্দার আড়ালে থাকিয়া কথাবার্তা বলিত। হযরত যদিও সমস্ত পৃথিবীর রূহানী পিতা, তা সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে পর্দা করা হইত।

এতদ্ভিন্ন বোখারী ও মোসলেম শরীফে হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস আছে, তিনি হযরতের সঙ্গে জেহাদের সফরে হাওদার মধ্যে থাকিতেন। হাওদা পাল্কীর মত উটের পিঠের উপর বাঁধিয়া রাখা হয়। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) রাত অন্ধকার থাকিতে কাযায়ে-হাজতের জন্য জঙ্গলে গিয়াছিলেন। হযরতের খাদেমগণ টের না পাইয়া খালি হাওদাই উটের পিঠের উপর বাঁধিয়া দিয়াছিল এবং তৎকারণে হযরত আয়েশা (রাঃ) বিপদে পড়িয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, জেহাদের সফরেও পর্দা পালন করিতেন।

(৯) قِصَّةُ الْفَتٰى الْحَدِيْثِ الْعَهْدِ بِعُرْسٍ فَاِذَا امْرَأَتُهٗ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَاَهْوٰى اِلَيْهَا بِرُمْحٍ لِيَطْعَنَهَا بِهٖ وَاَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ — (مسلم)

অর্থ—মোছলেম শরীফে আছে—'একজন যুবক নূতন শাদী করিয়া জেহাদে গিয়াছিলেন' একদিন হঠাৎ বাড়ী আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রী বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। এতদ্দর্শনে তিনি ক্রোধে আধীর হইয়া নিজ স্ত্রীকে বল্লম দ্বারা আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। পরে জানিতে পারিলেন যে, এক বিষধর সাপের কারণে সে দরজা পর্যন্ত আসিতে বাধ্য হইয়াছিল।'

১০। মাসআলা ঃ মোছলেম শরীফের হাদীসে আছে, 'হযরত আনাছ (রাঃ) হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার বিবাহের অলিমার ঘটনা বয়ান করিলেন। তিনি বলেন, তখন পর্দার হুকুম ছিল না। লোকেরা অলিমার দাওয়াত খাইবার জন্য হযরতের বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল। খাওয়ার পর সব লোক চলিয়া গেল; কিন্তু ২/৩ জন লোক আর যায় না, অথচ হযরতের শরমবোধ হইতেছিল; তাঁহার মনে চাহিতেছিল, তাহারা চলিয়া গেলে ভাল হইত, তিনি তাঁহার বিবিগণের সহিত আলাপ করিবার বা আরাম করিবার সুযোগ পাইতেন; কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। পরে হযরত বাহানা করিয়া নিজেই উঠিয়া গেলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন দেখিলাম, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হইল, আমার মধ্যে এবং হযরতের মধ্যেও পর্দা লটকাইয়া দেওয়া হইল।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, এর আগে পর্দার হুকুম ছিল না। ইহাও জানা গেল যে, পর্দার হুকুম নাযিল হইয়াছে বিবি যয়নবের বিবাহের সময় আর্থাৎ, ৫ম হিজরীর শেষভাগে। প্রথম قرن فى بيوتكن আয়াতে যদি কোন কু-চক্রান্তকারী আলেম বলেন, এই হুকুম তো হযরতের বিবিদের করা হইয়াছে, তবে তাহার উত্তর এই যে, উপর নীচে খুব গওর করিয়া পড়িয়া দেখুন, বুঝে আসিবে যে, পর্দার হুকুম খাছ নয়, পর্দার হুকুম সকলের জন্যই আ'ম। কেননা, পর্দার হুকুমের হেকমত হইল—যাহাতে পুরুষ জাতি এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে যে চুম্বকের আকর্ষণের মত আকর্ষণ শক্তি রাখা হইয়াছে, পরস্পর দেখাশোনায় সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়া যেন তাহাদের স্বাস্থ্যহানি, মন চঞ্চল, চরিত্র কলুষিত, আত্মা অপবিত্র, বংশ নষ্ট, ঈমান খারাব ইত্যাদি না হইতে পারে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা, শরাফত, সম্মান ও মর্যাদা যেন বৃদ্ধি হয়। তবে সম্মান ও মর্যাদার হুকুম খাছ হইতে পারে বটে, কিন্তু চরিত্র কলুষিত হওয়ার আশঙ্কা যেখানে বেশী সেখানে পর্দার হুকুম না হইয়া যেখানে কম সেইখানে কি শুধু পর্দার হুকুম হইতে পারে? কাজেই পর্দার হুকুম আ'ম।

বিবিধ মাসায়েল

১। মাসআলা ঃ প্রত্যেক সপ্তাহে নখ, চুল, মোচ, নাকের পশম, কানের পশম, বগলের পশম নাভির নীচের পশম ইত্যাদি কাটিয়া গোসল করিয়া (কাপড় চোপড় ধুইয়া) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাও মুস্তাহাব।

যদি কেহ প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবারে না পারে, তবে ১৫ দিন অন্তর করা চাই, বেশীর পক্ষে চল্লিশ দিনের বেশী ইজাযত নাই। যদি চল্লিশ দিন পার হইয়া যায় আর নখ চুল কাটিয়া ছাফ না করে, তবে গোনাহ্‌গার হইবে।

২। মাসআলা ঃ নিজের মা-বাপ প্রভৃতি মুরব্বিদের এবং স্ত্রীলোকদের নিজের স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকা নিষেধ ও মকরূহ্। কেননা, ইহাতে বে-আদবি হয়। কিন্তু যরূরতের সময় যেমন মা-বাপের নাম উচ্চারণ করা জায়েয আছে, তদ্রূপ স্বামীর নাম উচ্চারণ করাও জায়েয আছে।

এইরূপে শুধু নাম লওয়ার আদব নয়; বরং উঠা-বসা, চলাফিরা, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া সব কাজেই আদব-তমীযের লেহায রাখা একান্ত আবশ্যক।

৩। **মাসআলা ঃ** কোন জানদার জীবকে আগুনে জ্বালান জায়েয নাই। যেমন, বোল্‌তা, মধুপোকা, পিঁপড়া, ছারপোকা ইত্যাদি। এই সবকে আগুন দিয়া জ্বালান বা আগুনে নিক্ষেপ করা জায়েয নাই। অবশ্য একান্ত ঠেকাবশতঃ বোল্‌তাকে আগুন দিয়া তাড়ান বা ছারপোকার উপর গরম পানি ঢালিয়া দিয়া তাহার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা জায়েয আছে।

৪। **মাসআলা ঃ** কোন কাজের জন্য দুই পক্ষ হইতে শর্ত করিয়া বাজী ধরা জায়েয নাই। যেমন, যদি কেহ বলে যে, যদি এক সের মিঠাই খাইতে পার, তবে আমি তোমাকে এক টাকা দিব, আর যদি না পার তবে আমাকে তোমার এক টাকা দিতে হইবে। অবশ্য যদি এক পক্ষ হইতে হয়, তবে তাহা জায়েয আছে। (যেমন, যদি কেহ বলে যে, এক ঘন্টার মধ্যে যদি এই সবক্‌টি ইয়াদ করিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে এক টাকা পুরস্কার দিব, এরূপ এক পক্ষ হইতে শর্ত হইলে জায়েয আছে।)

৫। **মাসআলা ঃ** দুইজন লোককে চুপে চুপে কথা বলিতে দেখিয়া তাহাদের অনুমতি না লইয়া কাছে যাওয়া উচিত নহে এবং লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনা অতি বড় গোনাহ্‌। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি লোকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনিবে, কিয়ামতের দিন তাহার কানে সীসা ঢালা হইবে।' এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, শাদী বিবাহে নূতন বর-কনের কথাবার্তা বা তাহাদের আচার-ব্যবহার গোপনে শুনা বা দেখা অতি বড় গোনাহ্‌।

৬। **মাসআলা ঃ** স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তা বা আচার-ব্যবহার অন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করা ভারী গোনাহ্‌। হাদীস শরীফে আছে, যে এইসব গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে তাহার উপর আল্লাহ্‌র গযব পড়িবে।

৭। **মাসআলা ঃ** কাহারও সহিত হাসি-ঠাট্টা করা বা কাহাকেও গুদ্‌লি দেওয়া ঐ পরিমাণ জায়েয আছে, যে পরিমাণে শুধু হাসি আসে, মনে কষ্ট না পায়। যে ব্যক্তি মনে কষ্ট পায় তাহার সহিত, বা যত পরিমাণে হাসি-ঠাট্টা করিলে মনে কষ্ট পায়, তত পরিমাণ হাসি-ঠাট্টা করা বা কাতুকুতু দেওয়া জায়েয নাই।

৮। **মাসআলা ঃ** বিপদে পড়িয়া নিজকে নিজে বদ্‌ দো'আ অভিশাপ দেওয়া বা মৃত্যু-কামনা করা জায়েয নাই।

৯। **মাসআলা ঃ** কড়ি, তাস, শতরঞ্জ, পাশা, (ফুটবল, হকি, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা দুরুস্ত নাই। যদি নেশা হইয়া অভ্যাসগত না হইয়া যায় এবং কোন ফরয ওয়াজিব তরক না হয়, তবে তাহা মাক্‌রূহ্‌ তাহ্‌রীমী।) আর যদি বাজী লাগান হয় (বা নেশা হইয়া অভ্যাস হইয়া যায় বা কোন ফরয ওয়াজিব তরক হয়,) তবে উহা স্পষ্ট জুয়া এবং হারাম।

১০। **মাসআলা ঃ** ছেলে-মেয়ের বয়স দশ বৎসর হইয়া গেলে তাহাদের বিছানা পৃথক করিয়া দেওয়া দরকার, ভাইয়ে ভাইয়ে বা ভাইয়ে বোনে বা মেয়ে বাপে বা ছেলে মায়ে এক বিছানায় শুতে দেওয়া জায়েয নহে। অবশ্য যদি ছেলে বাপের কাছে এবং মেয়ে মার কাছে থাকে, তবে তাহা জায়েয আছে।

১১। **মাসআলা ঃ** হাঁচি দিলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হামদু লিল্লাহ্‌) বলিয়া আল্লাহ্‌র শোক্‌র করা উত্তম। যে ব্যক্তি এই প্রশংসা (الحمد) শুনিবে উত্তরে তাহার يرحمكم الله (ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্‌)

বলা ওয়াজিব। না বলিলে গোনাহ্‌গার হইবে। তারপর আবার হাঁচিদাতার يَرْحَمُكَ اللهُ বলিয়া দো'আ দেওয়া উচিত; কিন্তু ইহা বলা ওয়াজিব নহে, মুস্তাহাব। হাঁচিদাতা স্ত্রী-লোক বা মেয়ে হইলে জবাবে বলিবে— يَرْحَمُكِ اللهُ আর হাঁচিদাতা পুরুষ বা ছেলে হইলে জবাবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলিবে।

১২। মাসআলা ঃ হাঁচিদাতার "আলহামদুলিল্লাহ্" বলা যদি কয়েক জন লোকে শুনে, তবে সকলেই "ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্" বলা ভাল, কিন্তু সকলের উপর ওয়াযিব নহে, যদি একজনে মাত্র বলে, তবুও সকলে গোনাহ্ হইতে বাঁচিয়া যাইবে, কিন্তু যদি কেহই না বলে, তবে সকলেই গোনাহ্‌গার হইবে।

১৩। মাসআলা ঃ যদি কেহ বার বার হাঁচি দেয় এবং বার বার الحمد لله বলে, তবে তিনবার পর্যন্ত (يرحمك الله) বলা ওয়াজিব, তারপর ওয়াজিব নহে।

১৪। মাসআলা ঃ (যখন আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়, তখন 'তা'আলা', 'জাল্লাজালালুহু' বা 'আম্মানাওয়ালুহু' বা 'তাবারাকাছ্‌মুহু' ইত্যাদি তা'যীম সূচক কোন শব্দ বলা ওয়াজিব। এইরূপে) যখন হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লওয়া হয় তখন বক্তা, শ্রোতা এবং পাঠক সকলের উপরই অন্ততঃ একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। যদি কেহ না পড়ে, তবে সকলে গোনাহ্‌গার হইবে। যদি একই জায়গায় কয়েকবার হযরতের নাম মুবারক উচ্চারণ করা হয়, তবে প্রত্যেক বার দরূদ শরীফ পাঠ করা সকলের উপর ওয়াজিব হইবে না; কিন্তু স্থান পরিবর্তন হওয়ার পর নাম লইলে, বা শুনিলে পুনরায় পড়া ওয়াজিব হইবে। (এই সম্বন্ধে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকবারই ওয়াজিব হইবে, কেহ বলিয়াছেন যে, এক মজলিসে একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করিলেই গোনাহ্ হইতে বাঁচা যাইবে, কিন্তু সকলেরই যে দুরূদ শরীফ পাঠ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। হযরতের নাম মুবারকের পর صلى الله عليه وسلم 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এই শব্দটুকু পাঠ করিলেই দুরূদ শরীফ পাঠের হুকুম আদায় হইয়া যাইবে এবং দশটি গোনাহ্ মা'ফ হইবে, দশটি নেকী লেখা যাইবে, দশটি দর্জা বুলন্দ হইবে।)

১৫। মাসআলা ঃ ছেলেদেরও সম্পূর্ণ মাথা মুড়াইয়া দেওয়া বা সমস্ত মাথায় এক রকম চুল রাখা উচিত। কতেক মুড়াইয়া কতেক রাখা বা এক দিকে খাট করিয়া আর এক দিকে লম্বা করা জায়েয নাই; (আর টিকি রাখা ত মুসলমানের কাজই নয়।)

১৬। মাসআলা ঃ মেয়েলোকদের জন্য খোশবু, সুগন্ধি (বা সেন্ট) এরূপভাবে লাগান জায়েয নাই যাহাতে ভিন্ন পুরুষ পর্যন্ত সুঘ্রাণ যায়।

১৭। মাসআলা ঃ না জায়েয কাপড় যেমন নিজে পরা জায়েয নাই। তদ্রূপ অন্যকে সেলাই করিয়া দেওয়াও জায়েয নাই। যেমন স্বামী যদি এমন পোশাক সেলাই করিতে স্ত্রীকে বলে যাহা তাহার জন্য পরা জায়েয নাই, তবে ওযর করিবে। এরূপে দর্জি মজুরীর বিনিময়ে এরূপ কাপড় সেলাই করবে না।

১৮। মাসআলা ঃ মিথ্যা কেচ্ছা কাহিনীর পুথি-পুস্তক, সনদবিহীন হাদীস পড়াও জায়েয নাই, বেচা-কেনাও জায়েয নাই। (যেমন তা'লনামা, ফালনামা, জঙ্গনামা, সোনাভান, বিষাদ-সিন্ধু ইত্যাদি।) এইরূপে যে সমস্ত নভেল নাটক বা গান গযলের মধ্যে রূপ-কাহিনী বা প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হয়, তাহাও পড়া বিশেষতঃ মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ না-জায়েয। (যেমন, বিদ্যাসুন্দর

নৌকাবিলাস ইত্যাদি।) এই ধরনের পুথি-পুস্তক ঘরে ছেলেমেয়েদের কাছে দেখিলে তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে।

১৯। মাসআলাঃ স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সালাম মোছাফাহা করা সুন্নত। এ সুন্নত জারি করা উচিত। নিজেরা পরস্পর ইহা করিবে। (অনেকে সালামের পরিবর্তে 'আদাব' ব্যবহার করে এবং মোছাফাহার পরিবর্তে কদমবুছি করে। ইহা না করিয়া আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া সালাম করা দরকার এবং হাতে হাত মিলাইয়া মোছাফাহা করা দরকার।)

২০। মাসআলাঃ কোথাও মেহ্‌মান হইলে ফকীর ইত্যাদিকে কোন খাদ্য দিবে না। বাড়ীওয়ালার অনুমতি না লইয়া দেওয়া গোনাহ্‌।

২১। মাসআলাঃ মানুষের বা অন্য কোন জানদার জীবজন্তুর ছবি বা মূর্তি আঁকা,রাখা বা বেচা-কেনা হারাম। অবশ্য জানদার ছাড়া অন্যান্য নির্জীব পদার্থের ছবি আঁকা, রাখা বা বেচা-কেনাতে কোন দোষ নাই।

২২। মাসআলাঃ হালাল জানোয়ারও যদি বিনা যবাহ্‌তে মরিয়া যায়, তবে তাহার চামড়া দাবাগত (পাকা করা) ছাড়া বিক্রি করা জায়েয নাই। আবার যদি হারাম জানোয়ারও বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া যবাহ্‌ করা হয়, তবে তাহার চামড়া কাঁচাও বিক্রি করা জায়েয আছে; যেমন, গোসাপের বা উদের চামড়া ইত্যাদি। শূকর এবং মানুষের চামড়া বিক্রি করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নাই।

২৩। মাসআলাঃ হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবিগণ এবং মেয়ে ছাহাবিগণ সাধারণতঃ এইরূপ পোশাক পরিধান করিতেন—নিম্ন শরীরে পায়জামা অথবা (পায়ের পাতা ঢাকে এমন) লুঙ্গী, ঊর্ধ্ব শরীরে পুরা আস্তিনের লম্বা কোর্তা এবং মাথায় উড়নী, চাদর এই তিন কাপড়ই সাধারণতঃ পরিতেন। বাড়ীর ভিতরে হাতের পাতা ও মুখ খোলাই থাকিত। বাড়ীর মধ্যে হাতের পাতা এবং মুখের পর্দার ব্যবস্থা ছিল যে, কাহারও বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে হইলে সালাম দিয়া, এজাযত লইয়া ঢুকিতে হইত এবং যখন কোন দরকারবশতঃ বাড়ীর বাহিরে নিকটে কোথাও যাওয়ার দরকার পড়িত, তখন বড় চাদর (আজকাল বোরকা) দ্বারা আপাদমস্তক ঢাকিয়া লইতেন।

পতিত জিনিস পাওয়ার বয়ান

১। মাসআলাঃ রাস্তা-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে, সভা-সমিতিতে বা অন্য কোথাও পরের কোন জিনিস পতিত পাইলে তাহা নিজে লওয়া হারাম। যদি তাহা তথা হইতে উঠাইতে হয়, তবে এই নিয়তে উঠাইতে হইবে যে, মালিককে তালাশ করিয়া দিয়া দিব।

২। মাসআলাঃ যদি এইরূপ কোন জিনিস পায়, আর না উঠায়, তবে তাহাতে গোনাহ্‌ নাই। কিন্তু যদি ভয় হয় যে, না উঠাইলে অন্য কোন দুষ্ট লোক হয়ত লইয়া যাইবে এবং মালিককে দিবে না, নিজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিবে, তবে লওয়া এবং মালিককে খুঁজিয়া পৌঁছাইয়া দেওয়া ওয়াজিব।

৩। মাসআলাঃ পতিত জিনিস উঠাইলে মালিককে তালাশ করাও ওয়াজিব এবং মালিক পাওয়া গেলে তাহাকে দিয়া দেওয়া ওয়াজিব। যদি মালিককে তালাশ করা কষ্টকর মনে করিয়া আবার যেখানকার জিনিস সেখানেই ফেলিয়া আসে, তবে তাহাতেও গোনাহ্‌গার হইবে। যদি জিনিস নিরাপদ জায়গায় পড়া থাকে, নষ্ট বা পর হস্তগত হওয়ার আশঙ্কাও না থাকে, সেইখান

থেকেও একবার উঠাইলে আর সেখানে ফেলিয়া আসা জায়েয নাই, মালিককে তালাশ করিতে হইবে (ওয়াজিব) এবং মালিককে দিতে হইবে।

৪। **মাসআলা ঃ** রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, সভা-সমিতিতে বা অন্য যেখানে লোকের চলাচল বা লোক একত্র হয়, সেই সব জায়গায় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতে হইবে যে, আমি একটি জিনিস পাইয়াছি, যাহার হয় আমার কাছ থেকে নিয়া যাইবেন। জিনিসের নাম লইবার সময় সম্পূর্ণ নাম নেশানা বলিয়া দিবে না। কেননা, হয়ত কেহ মিথ্যা ফাঁকি দিয়া লইয়া যাইতে পারে; কাজেই পুরা নাম নেশান না বলিয়া কিছু বলিয়া চাপা দিয়া রাখিবে। যেমন, হয়ত একখানা জেওর পাইয়াছি বা একখানা কাপড় পাইয়াছি বা একটি মানিবেগ পাইয়াছি, তাহাতে কিছু টাকা-পয়সা আছে ইত্যাদি। যে আসিয়া দাবী করিবে এবং সম্পূর্ণ নাম নিশান পুরাভাবে বলিতে পারিবে তাহাকে দেওয়া হইবে। মেয়েলোকে পাইলে স্বামী বা অন্য কাহারও দ্বারা পুরুষদের মধ্যে ঘোষণা করাইবে।

৫। **মাসআলা ঃ** যদি বহু তালাশের পর একেবারে নিরাশ হইয়া যায় যে, আর মালিককে পাওয়া যাইবার কোনই আশা নাই, তখন ঐ জিনিসটি কোন গরীব-দুঃখীকে দান করিয়া দিবে, নিজে রাখিবে না। অবশ্য যদি নিজেও গরীব-দুঃখী হয়, তবে নিজেও রাখিতে পারে, কিন্তু গরীবকে দিয়া দেওয়ার পর বা নিজে গরীব হওয়ার কারণে নিজেই গ্রহণ করার পর যদি মালিক আসিয়া দাবী করে, তবে মালিক সেই জিনিসের মূল্য ফেরত লইতে পারে। আর যদি সে খয়রাত দেওয়া মঞ্জুর করিয়া লয়, তবে খয়রাতের সওয়াব সে-ই পাইবে।

৬। **মাসআলা ঃ** পালা কবুতর, মুরগী, হাঁস, পালা তোতা, ময়না, ঘুঘু ইত্যাদি যদি হঠাৎ কাহারও বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং তাহা ধরিয়া রাখে, তবে মালিককে তালাশ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। নিজে গ্রহণ করা হারাম।

৭। **মাসআলা ঃ** বাগানের মধ্যে যদি আম, তাল বা নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি পড়িয়া থাকে, তবে তাহা বাগানের মালিকের বিনা অনুমতিতে উঠাইয়া লওয়া এবং ভক্ষণ করা হারাম। অবশ্য যদি এমন কোন জিনিস হয় যে, তাহার কোন মূল্য নাই বা কেহ খাইতে লইলেও নিষেধ করে না বা খাইয়া ফেলিলে মনেও কোন কষ্ট পায় না, সে রকম জিনিস উঠাইয়া লওয়া, খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয আছে। যেমন হয়ত রাস্তার মধ্যে একটি বরৈ বা বুট বা ছোলা বা কলাই দানা ইত্যাদি পাইল।

৮। **মাসআলা ঃ** যদি কোন বিরান ভিটায় বা মাঠের মধ্যে মাটিতে পোতা টাকা পয়সা কেহ পায়, তবে তাহারও মাসআলা পতিত জিনিস পাওয়ার মাসআলার অনুরূপ, অর্থাৎ মালিক তালাশ করিতে হইবে, নিজে ভক্ষণ করা জায়েয হইবে না। বহু তালাশের পরেও যদি মালিক না পাওয়া যায়, তবে খয়রাত দিয়া দিতে হইবে।

ওয়াক্ফ

১। **মাসআলা ঃ** একটি বাড়ী বা একটি জমি বা একটি বাগিচা, একটি গ্রাম যদি আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াক্ফ করিয়া দেওয়া যায় যে, (মসজিদ বা মাদ্রাসার খরচ বা) ইহাতে যাহাকিছু উৎপন্ন হইবে তাহাতে গরীব-দুঃখীরা থাকিবে বা উপভোগ করিবে, এইরূপ কাজে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়, ইহাকেই 'ছদ্কায়ে জারিয়া' বলে।) অন্যান্য সব এবাদৎ-বন্দেগীর সওয়াব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু এই ধরনের ছদ্‌কায়ে জারিয়ার সওয়াব যতদিন ঐ সম্পত্তি থাকিবে এবং যতদিন গরীবের উপকার (এবং ইসলামের খেদমত) হইতে থাকিবে, কিয়ামত পর্যন্ত দাতার আমলনামায় সওয়াব লেখা হইতে থাকিবে।

২। **মাসআলা ঃ** নিজের কোন জিনিস ওয়াক্‌ফ করিয়া দিতে হইলে যাহাতে দানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, মক্‌ছুদ হাছিল হয়, সম্পত্তিটি ঠিক থাকে, কোনরূপে খেয়ানত বা চুরি না হয় বা বে-জাগায় খরচ না হয়, সেই জন্য একজন বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান ধার্মিক লোককে মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত করা দরকার।

৩। **মাসআলা ঃ** ওয়াক্‌ফ করার পর সেই সম্পত্তির মালিক বা অধিকারী ওয়াক্‌ফকারীও হইবে না, মোতাওয়াল্লিও হইবে না; সে সম্পত্তি আল্লাহ্‌র সম্পত্তি হইয়া যাইবে। মোতাওয়াল্লি শুধু রক্ষণাবেক্ষণের এবং খেদমত গোযারির মালিক হইবে, সম্পত্তির মালিক হইবে না। সে সম্পত্তি মোতাওয়াল্লি বা পূর্বের মালিক কেহই বেচিতেও পারিবে না, কিনিতেও পারিবে না, রেহান দিতেও পারিবে না, কাহাকে দানও করিতে পারিবে না, শুধু যে উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া দিয়াছে সেই উদ্দেশ্যে খরচ করিতে হইবে বা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে খরচ হইতে হইবে, তাছাড়া অন্য কোন কাজে খরচ করা দুরুস্ত নহে।

৪। **মাসআলা ঃ** মসজিদের কোন জিনিস যেমন ইট, সুরকি, চুনা, কাঠ, লোহা, টিন, মাদুর, পাথর ইত্যাদি নিজস্ব কোন কাজে লাগান দুরুস্ত নহে। যদি কোন জিনিস অতিরিক্ত বা কাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া যায়, তবুও তাহা নিজস্ব কাজে লাগান জায়েয নাই, তাহা বিক্রি করিয়া মসজিদেরই কাজে খরচ করা উচিত।

৫। **মাসআলা ঃ** ওয়াক্‌ফকারী যদি নিজের জীবিতকাল পর্যন্ত নিজেই মোতাওয়াল্লি থাকিতে চায়, তাহাও জায়েয আছে বা যদি এইরূপ শর্ত করিয়া লয় যে, যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন ইহার রক্ষণাবেক্ষণও আমি করিব এবং ইহার আয়ের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক বা আমার দরকার পরিমাণ আমি রাখিব, বাকী অমুক বা অমুক ইসলামী মাদ্রাসায় বা গরীবদের দান করিব, তবে এইরূপ ওয়াক্‌ফ করাও এবং শর্ত অনুযায়ী আয়ের অংশ গ্রহণ করাও দুরুস্ত আছে, ইহাই ওয়াক্‌ফ করার সহজ উপায়। বিশেষতঃ সন্তানহীন লোকদের জন্য ইহা একটি উত্তম পন্থা। কেননা, ইহাতে নিজেরও ক্ষতি বা কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং মৃত্যুর পর সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না; বরং চিরস্থায়ী নেকী সঞ্চয়ের উপায় হয়।

এইরূপে যদি কেহ এইরূপ শর্ত করিয়া লয় যে, এই সম্পত্তি হইতে এত অংশ বা এত টাকা আগে আমার আওলাদ পাইবে, বাকী যাহাকিছু থাকিবে তাহা অমুক নেক কাজে ব্যয় হইবে, তবে তাহাও দুরুস্ত আছে। আওলাদকে উক্ত পরিমাণেই দেওয়া হইবে।

রাজনীতি—(বর্ধিত)

[রাজ্যস্থাপন, রাজ্য বিস্তার এবং রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ]

১। **মাসআলা ঃ** সমস্ত দুনিয়া আসলে খোদার রাজ্য। ন্যায়তঃ এবং আইনতঃ মানুষের রাজত্ব করিবার বা আইন গঠন করিবার কোনই অধিকার নাই। অবশ্য মানুষ খোদার দাসরূপে খোদার আইন লইয়া খোদার প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত বটে।

২। **মাসআলা** ঃ সমস্ত মুসলমানের একতাবদ্ধ হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করিয়া সকলে তাঁহার তাবে'দারী করিয়া চলা ফরয।

৩। **মাসআলা** ঃ জেহাদ করা ফরয। কোন কোন সময় ফরযে আইন হয়; নতুবা সাধারণতঃ ফরযে কেফায়া থাকে।

৪। **মাসআলা** ঃ 'আম্‌রবিল মা'রূফ, 'নিহি আনিল মোন্‌কার' অর্থাৎ, ইসলামের অদিষ্ট কাজে ত্রুটি দেখিলে সেই কাজ করিতে আদেশ বা উপদেশ দেওয়া এবং ইসলাম বিরোধী কাজ দেখিলে সেই কাজ করিতে নিষেধ করাও ফরয। এই ফরযও কোন সময় ফরযে আইন হইয়া যায়, কোন সময় ফরযে কেফায়া থাকে।

৫। **মাসআলা** ঃ মুসলিম পতাকা তলে মুসলিম দলের সাহায্যার্থে যদি কোন অমুসলমান আসিতে চায়, তবে '(দলপতি) যদি ইহা মুসলিম জাতির স্বার্থের অনুকূলে মনে করেন এবং সেই অমুসলমান যদি প্রবল না হয়, মুসলিম পতাকা তলে থাকা স্বীকার করিয়া থাকে, পৃথক পতাকা উত্তোলন করিবার বা বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা না থাকে এবং কোন বিষয় লইয়া মতভেদ হইলে কোরআন হাদীসকে অর্থাৎ খোদা রসূলকে সালিস-বিচারক স্বীকার করে, তবে তাহাকে দলভুক্ত করা বা তাহার সাহায্য লওয়া জায়েয আছে।

৬। **মাসআলা** ঃ জেহাদ করার নিয়্যত এই যে, ইমাম স্বয়ং সঙ্গে থাকিবেন, অথবা তিনি অপেক্ষাকৃত যরূরী কার্যে আবদ্ধ থাকিলে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করিয়া মুসলিম ফৌজ পাঠাইবেন। মুসলিম ফৌজকে আমীরের হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মের দিকে আহ্বান করিতে হইবে যে, তোমরা বিশ্বপতি, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা এক আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমরাও যেমন স্বাধীন তোমরাও তদ্রূপ স্বাধীন হইবে, আমরা যেমন একমাত্র খোদার আইনের অধীন অন্য কাহারও অধীন নহি, তোমরাও তদ্রূপ একমাত্র খোদার আইনের অধীন হইবে অন্য কাহারও অধীন হইবে না। তিনবার করিয়া এইরূপ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে। যদি তাহারা ইসলাম ধর্ম স্বীকার করিয়া লয়, তবে আর তাহাদের সঙ্গে কোন যুদ্ধবিগ্রহ নাই বা তাহাদের জন্য ভিন্ন আইন, আমাদের জন্য ভিন্ন আইন নাই; সকলই এক আইনভুক্ত চলিবে। যদি তাহারা ঐ ডাকে সাড়া না দেয়, তবে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, তাহা হইলে তোমাদিগকে আমাদের অধীনস্থ প্রজা বা আমাদের অধীনস্থ করদ রাজ্যের ভিতর থাকিতে হইবে। যদি তাহারা অধীনতা স্বীকার করে, তবুও তাহাদের সহিত কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হইবে না। আর যদি তাহারা কিছুতেই পথে না আসে, তবে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া সত্য ধর্মের জায়েয উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিতে হইবে।

৭। **মাসআলা** ঃ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা হারাম। আমীরের হুকুম পালন না করা হারাম। অবশ্য যদি পুনরায় আক্রমণের কৌশল করার উদ্দেশ্যে বা মুসলিম কেন্দ্রে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে কেহ পিছ পা হয়, তবে হারাম নহে। এইরূপে আমীর বা ইমাম যদি খোদানাখাস্তা আল্লাহ্‌র বা আল্লাহ্‌র রসূলের স্পষ্ট বাণীর বিরুদ্ধে কোন হুকুম দেন, তবে তাহা পালন করা ওয়াজিব হইবে না; বরং পালন করা জায়েযই নাই। কিন্তু যে সব ব্যাপারে দলীলের দিক দিয়া মতভেদ করার অবকাশ আছে, সেই-সব ব্যাপারে নিজের মতের বা মযহাবের বিরুদ্ধে বলিয়া আমীর বা ইমামের বিরুদ্ধাচরণ জায়েয হইবে না।

৮। **মাসআলাঃ** দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়া মানব সমাজে শান্তি রক্ষা করাই শাসন-নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য। শোষণ, প্রজাপীড়ন বা গৌরব প্রদর্শন কখনো শাসন-নীতির পর্যায়ভুক্ত নয়। বিশ্বস্ত সাক্ষীসূত্রে চুরি প্রমাণিত হইয়া গেলে চোরের উপদ্রব হইতে মানব সমাজকে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ্‌র আইনে শরীঅতের বিধানে চোরের শাস্তি তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া, যাহাতে একজনের হাত কাটা দেখিলে আর কাহারও চুরি করার সাহস না থাকে। এইরূপ যিনা (ব্যভিচার) প্রমাণিত হইয়া গেলে তাহার শাস্তি সর্বসমক্ষে এক শত কোড়া লাগান বা প্রস্তরাঘাতে জীবনে মারিয়া ফেলা। নেশাপান, মিথ্যা তোহ্‌মত দান প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি ৮০ কোড়া লাগান। খুন প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি খুনের বদলে খুন বা যদি অনিচ্ছা সত্ত্বে মারাত্মক অস্ত্র বিহনে খুন হইয়া থাকে, তবে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস্‌গণকে ১০০ উট বা ১০০০টি দিনার বা ১০০০০ দশ হাজার দেরহাম দিতে হইবে। যদি ডাকাতি প্রমাণিত হইয়া যায়, তবে তাহাদিগকে শূলে দিতে হইবে বা হাত পা কটিয়া দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট অপরাধে ইমামের এবং বিচারকের রায়ের উপর সোপর্দ থাকিবে। তিনি যাহাতে শাসন হয় তাহাই করিবে।

প্রিয় পাঠক, শাসন-নীতি বা রাজনীতির বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু দেখাইতে চাই যে, এইভাবে সুশাসন ও সুবিচার প্রবর্তিত হইলে দেশ কত শান্তিময় হইত। ঘুষ, মিথ্যা সাক্ষী, শোষণনীতি, অবিচার, অত্যাচার এইসব উঠিয়া গেলে গরীব প্রজারা কত সুখী হইত।

—অনুবাদক

১ম **প্রথম জিল্‌দ সমাপ্ত**